

বিজ্ঞাপন

আমি এই ধর্ম সংক্রান্ত চণ্ডী নামক পুস্তকখানি পদাঙ্ক
সঙ্কলন কবিয়া অর্থাভাবে মুদ্রাক্ষর প্রত্যাশা একবারে পরিত্যাগ
করিয়া সম্পূর্ণ নিকংসাহ তহরাছিলাম। পবে পুর্কলিয়া নিবাসী
কতিপয় ভদ্র ব্যক্তিব নিকট ২২ কপিং স্বর্ধ গাহায্য প্রাপ্ত হইয়া
একণে শ্রীশ্রী ৬ ইচ্ছায় মুদ্রাদান করি। শেষ কবিলাম বটে কিং
আমাব স্থায় সামান্য লাভ ব সঙ্কপত এই পুস্তকখানি ধর্ম-সমায়ে
সাধারণেব ননোনাত হইবে। সে গাশা অতি দুকহ যদিপি ২২, তবে
আমার সমস্ত শ্রম সফল।

১০ চ সাং ১ তারিখ



গণেশ ও সরস্বতী বন্দনা ।

একদন্তা মহাকায দেব গজানন
লস্বোদয় কবি আমি চরণ বন্দন ।
সরস্বতী দেবী পবে কবিতা স্বরণ
প্রবৃত্ত হইলু চণ্ডী বচনা কাবণ ।
বেদমাতা বীণাপাণী তব কৃপাবলে
চণ্ডী শেষ কবি যেন আমি অবহেলে ।

ইর্গোৎসব ভব ।

কীট একটি সামান্য ভক্ত অনায়াসে শীত গ্রীষ্মকে জয়
করিয়া, গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি পরিবৃত্ত হইয়া, এবং শীত
কালে জলে ডুবিয়া থাকিয়া তাঁহার সাধনের বলের
পরিচয় দিয়া থাকেন. তিনি কিনা শীতে অভিভূত
এবং গ্রীষ্মে উদ্বেজিত হইবেন ! ! !)হায় কি বিড়ম্বনা !
ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে ? আর্য্য নস্তানগণ
প্রকৃত ভগবৎ পূজা ছাড়িয়া নিতান্ত নক্ষীর্ণ হৃদয়
পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন ।

এই ধর্ম্মান্দোলনের সময়ে আমাদের একবার
অনুসন্ধান করা কর্তব্য হিন্দু শাস্ত্রীয় পূজাবিধির প্রকৃত
তাৎপর্য্য কি ? পূজা করিতেছি অথচ মিথ্যা কথা
কহিতেছি, পরের অপকার করিতেছি, ইন্দ্রিয় লালনায়
প্রাণ ভানাইয়া দিয়াছি, হিন্দু মহাশয় দিগকে জিজ্ঞাসা
করি তাঁহারা বলুন এই ভাবে পূজা করিলে পূজা হয়
কি না ? শাস্ত্র কখন ও ইহার প্রশ্রয় দিতে পারেন
কি না ? প্রকৃত পূজা করিলে উপাস্ত দেবতার ভাব
পূজকে সঞ্চারিত হইবেই হইবে । আমাদের এদেশে
তাহা কি হইতেছে ? যে শক্তিপূজা হয় লোককে
শক্তিমান করিবার জন্য, দেশে সেই শক্তির পূজা করিয়া
কোণী কোণী প্রাণী নিতান্ত নির্জীব অবস্থায় মৃষিকের
ন্যায়, পিপীলিকার ন্যায় কালাতিপাত করিতেছে
ইহার নাম কি পূজা ? এখন কেবল বাহিরে ঢাক

দুর্গোৎসব তত্ত্ব ।

ঢালের বাজনা, বলিদানের ঘট্টা, ডাকের গয়নার নজ্জা, আর কিছুই নয় । প্রকৃত শক্তি পূজা এদেশ হইতে নির্মাসিত হইয়াছে । আসুন, আমরা একবার দেখি প্রকৃত শক্তি পূজা এদেশে আনিতে পারি কি না । এখন নময় আনিয়াছে, একবার হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখি, যদি নার পাই, আদরে গ্রহণ করিব নতুবা দূর করিয়া ফেলিয়া দিব, গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিব । বাস্তবিক এই শাস্ত্রীয় বিধির গূঢ় রহস্য রহিয়াছে, ইহাতে নিরাকারের পূজাই প্রতিপাদন করিতেছে । সেই নিরাকার সাধনের সুবিধার জন্য প্রথম শিঁড়ি বাহুপূজার কল্পনা করা হইয়াছে ।

উত্তমো ব্রহ্মনস্ত্যাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ ।

স্তুতিজপোহ ধমো ভাবো বাহুপূজাধমাদমা ॥

মহানির্দোষ তত্ত্ব ।

তন্ময় ভাব—ব্রহ্মময় ভাব উত্তম, ভগবান্ এবং জীব এক হইয়া গিয়াছে সেই ভাব উত্তম, ধ্যান ভাব মধ্যম, স্তুতিজপ অধ্যম, বাহু পূজা অধমের অধ্যম । কিন্তু অধমের অধ্যম বলিয়া কেহ উড়াইয়া দিবেন না, ইহা অনেকের প্রয়োজন, ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে নিগূর্ণ ব্রহ্মে পৌঁছা যায় । বাহু পূজার পরে স্তুতিজপ, পরে ধ্যান, পরে ব্রহ্ম নস্ত্যাব । অল্প বুদ্ধিলোকদিগের জন্য বাহু পূজা, নিরাকারার সাকার পূজার আবশ্যক হয় ।

মহানির্কাণতন্ত্রে কালীপূজা সম্বন্ধে পার্কটী নদাশিবকে
জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

মহদ্ যোনেরাদিশক্তের্মহাকাল্যা মহাদু্যতেঃ ।

সুস্মান্তিসুস্মভূতায়ঃ কথং রূপ নিক্রপণম্ ।

রূপং প্রকৃতকার্য্যানাং নাতু নাক্ষাৎ পরাৎপরা ।

এতন্নে নংশয়ং দেব ! বিশেষাচ্ছেতু মর্হসি ॥

মহানির্কাণতন্ত্র ।

যিনি মহদ্ যোনি, আদি শক্তি, মহাকালী, মহাদু্যতি,
সুস্মান্তিসুস্মা, তাঁহার আবার রূপ নিক্রপণ কি প্রকারে
হয় ?

প্রকৃতিকার্য্যাদিগের—যাবতীয় সৃষ্টপদার্থের রূপ
আছে, তিনি ত নাক্ষাৎ পরাৎপরা, হে দেব, আমাব
এই নংশয় তোমার ছেদন করা কর্তব্য ।

ঐনদাশিব উবাচ

উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে ।

গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্ ॥

শ্বেত পীতাদিকো বর্ণো যথা ক্লৃষে বিলীয়তে ।

প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং নরকভূতানি শৈলজে ॥

অতন্তন্যাঃ কালশক্তে নির্গুণায়া নিরাক্রুতেঃ ।

হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ ক্লৃষে নিক্রপিতঃ ॥

নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ ।

অমৃতহাল্লাটে হন্যাঃ শশিচিহ্নং নিক্রপিতম্ ॥

শশিসূর্য্যাগ্নি ভিনেত্রৈরখিলং কালিকং জগৎ ।

সম্পশ্যতি যতন্তস্মাৎ কল্লিতং নয়নত্রয়ম্ ॥

প্রশমাৎ সর্কসত্ত্বানাং কালদণ্ডেন চর্কণাৎ ।

তদ্বক্তৃ সজ্ঞো দেবেশ্যা বানোরূপেণ ভাষিতং ॥

সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে ।

প্রেরণং স্বস্বকার্যোষুবরশ্চাত্মমীরিতং ॥

রজোজ্জ্বলিত্বিখানি বিষ্টভাপরিতিষ্ঠতি ।

অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মান স্থিতা ॥

ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীংসুরাং ।

পশ্যন্তী চিন্ময়ী দেবী সর্কসাস্কীস্বরূপিণী ॥

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানিচ ।

কল্লিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্লমেধনাং ॥

উপাসকদিগের কার্যের জন্য তোমাকে ত পূর্বেই বলিয়াছি গুণ ক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে । শ্বেত, পীত প্রভৃতি বর্ণ যেমন কৃষ্ণ বর্ণে লয় হয়, সেইরূপ হে পার্শ্বতি, সমস্ত ভূতাদি কালীতে লয় প্রাপ্ত হন । অতএব কালশক্তি যে তিনি, নিষ্ঠুৰা যে তিনি, নিরাকারা যে তিনি, যোগীদিগের মঙ্গল স্বরূপা যে তিনি, তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ নিরূপণ করা হইয়াছে । নিত্য কালরূপা, অব্যয়া, শিবাত্মা, তিনি অমৃত স্বরূপা বলিয়া তাঁহার ললাটে শশি চিহ্ন নিরূপণ করা হইয়াছে—কেননা চন্দ্রই সুধার আকর । এই

অখিল কালবিদ্রুত জগৎ, তিনি যেন শশি সূর্য্য এবং অগ্নি, এই তিন নেত্র দ্বারা দর্শন করিতেছেন (শশী সূর্য্য এবং অগ্নিদ্বারা এই ত্রিভুবন আলোকিত হইতেছে, তাঁহারা সকলেই তাঁহার জ্যোতির অনুকরণ করিতেছে 'তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্কম্') তাই তাঁহার তিনটি চক্ষু কল্পনা করা হইয়াছে । সকল জীব সংহার করেন তিনি, কালদণ্ডের দ্বারা চর্কণ করেন তিনি, তাই মুণ্ডমালা আবরণ রূপে কল্পিত হইয়াছে । সময়ে সময়ে বিপদ হইতে জীবদিগকে রক্ষা করেন, তাই তাঁহার হাতে অভয় রহিয়াছে—বিপদকালে তিনিই অভয়দায়িনী, এবং সমস্ত প্রাণিকে নিজ নিজ কার্য্যে তিনিই নিযুক্ত করেন, তাই তাঁহার হস্তে বর রহিয়াছে, তিনি জীবদিগকে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বলিয়া দেন “যাও বাছা, আমার এই কার্য্য করিয়া জয়ী হইয়া আইন ।” এই জগৎ রজোগুণে সৃষ্ট এবং তিনি তাহা ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তাই রক্তপদ্মানস্বিতা (মহাগুণে শুক্লবর্ণ, রজোগুণে রক্তবর্ণ এবং তমোগুণে কৃষ্ণবর্ণ শাস্ত্রে লিখিত আছে) ।

মোহময়ী সুরাপান করিয়া কাল ক্রীড়া করিতেছেন, সর্কনাশ্বী স্বরূপিণী চিন্ময়ী দেবী তাহা দেখিতেছেন । এইরূপ গুণানুসারে অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের জন্য বিবিধরূপ কল্পনা করা হইয়াছে ।

চিন্ময়মাদ্বি গীয়মা নিষ্কলস্তা শরীরিণঃ ।

উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা ॥ কুলার্ণব

চিন্ময়-জ্ঞান স্বরূপ, অদ্বিতীয়, নিষ্কল, অশরীরী
ব্রহ্মের উপাসক দিগের সুবিধার জন্য রূপ কল্পনা
হইয়াছে । মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষ্যে ।

নির্কিংশেষং পরং ব্রহ্ম নাম্কাং কর্তৃমনীশ্বরাঃ ।

যে মন্দাস্তেহ নুকল্পন্তে নবিশেষনিরূপণৈঃ ॥

নির্কিংশেষ পরব্রহ্মের নাম্কাং করিতে ঐহারা সমর্থ
নন সেই মন্দ বুদ্ধি লোকেরা নানা গুণ অনুসারে তাঁহার
কল্পনা করিয়া থাকেন । যাবতীয় বাহ্য পূজা বিধি এই
কল্পনা মূলক । মহানির্বাণ তন্ত্রে নানাবিধ পূজা পদ্ধতি
বলিয়া শ্রীনদাশিব পার্শ্বতীকে বলিতেছেন :—

অতো বহুবিধং কৰ্ম্ম কথিতং সাধনাস্থিতং ।

প্রযত্নয়ে হল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিত নিরত্নয়ে ॥

অতএব বহুবিধ সাধনাস্থিত কৰ্ম্ম (বাহ্যপূজাত্মক
কৰ্ম্ম) বলা হইল, অল্প বুদ্ধিদিগের ভগবৎ সেবায় প্রযত্ন
লওয়াইবার জন্য এবং পাপাশক্তি নিরত্তির জন্য ।
বাস্তবিক এই কৰ্ম্ম কেবল অল্প বুদ্ধিলোকদিগের জন্য,
ঐহাদিগের মন স্থলের অপেক্ষা না রাখিয়া সুস্থের
ধারণা করিতে পারেন তাঁহাদিগের বাহ্য পূজার
প্রয়োজন নাই । হরিদ্বারে কামরাজ স্বামী নামে এক
পরম হংস আছেন । তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম

হঠযোগের প্রয়োজন কি ? তিনি গঙ্গার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন 'যাঁহার এই জ্ঞান আছে ঐ যে গঙ্গার তরঙ্গ উহাতেই উঠিতেছে উহাতেই লয় পাইতেছে, উগ ব্রহ্মের শক্তি ; এ ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মেতে ঐ প্রকার উঠিতেছে এবং লয় হইতেছে ; তাঁহার আবার হঠ যোগের প্রয়োজন কি ? তাঁহার হৃদয় কোমল, স্মৃতিরাত্ন অনা ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই । আর যাঁহাকে গঙ্গা দেখাইয়া ঐ কথা বলিলে কিছুই বুঝিতে পারে না, কেবল গঙ্গা গঙ্গাই দেখে, ব্রহ্মশক্তি কাহাকে বলে তাহার আভাস পায় না, তাহার কঠিন হৃদয় কোমল করিবার জন্য হঠযোগ প্রভৃতির ক্রিয়া আবশ্যক হয় । সে গুরুর উপদেশে ঐরূপ ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়া চিন্তা করিতে থাকে এ কি করিতেছি ? এই রূপ যত অনুসন্ধান করিতে থাকে ততই জ্ঞানের দিকে অগ্রনব হয়, পরে কৃতার্থ হইয়া যায় । বাহ্যিক পূজাও এই হঠ যোগের ক্রিয়ার ন্যায়, নকলের আবশ্যক হয় না, এবং যাঁহাদিগের আবশ্যক হয় তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে থাকেন, ইহা কি করিতেছি, কি উদ্দেশ্য, ইহার অর্থ কি ? এবং এই অনুসন্ধানের ফলে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের পদবীতে আরোহণ করেন । এই কৰ্ম্ম কেবল উপায় মাত্র, ইহাতে মুক্তি হয় না, এই কৰ্ম্ম করিতে করিতে চিন্তা ও অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃত জ্ঞানের

উৎপত্তি হয়, কর্ম বিনষ্ট হইয়া যায় । কর্মনাশ না হইলে কিছুমাত্র মুক্তি হইবে না ।

যাবদ্বক্ষ্যতে কর্ম শুভং বাহ শুভমেববা ।

তাবদ্ব জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্ল শতৈরপি ॥

কি শুভ কি অশুভ সমস্ত কর্ম যে পর্য্যন্ত ক্ষয় না হয় সে পর্য্যন্ত শত শত কল্লতেও মোক্ষ হইতে পারে না । পূজা প্রভৃতি শুভ কর্ম, ইহাও চলিয়া যাইবে । ব্রহ্ম জ্ঞান উৎপন্ন হইলে এসব কর্ম থাকে না, কর্মের ফলে বন্ধন হইবেই হইবে ।

যথা লৌহময়ৈঃ পাঠৈঃ পাঠৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি ।

তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥

অশুভ এবং শুভ কর্ম দুয়েরই দ্বারা জীব বদ্ধ হয়, প্রভেদ এই মাত্র অশুভ কর্ম যেন লৌহময়, শুভ কর্ম যেন স্বর্ণময় রজ্জু । উভয়েরই ফলভোগ মনুষ্যের বন্ধন । এক বন্ধন জেল খানায়, অপর বন্ধন নন্দন কাননে । মনে করুন যেমন এখানে একটি জেল খানা আছে তেমনি জেলের ফোয়ারা ও নানাবিধ ফল ফুলের দ্বারা নজ্জিত করিয়া গবর্ণমেন্ট একটি নন্দন কানন করিয়া দিয়াছেন । একদিকে চুরি প্রভৃতি অন্যায় কাণ্ড করিলে যেমন ছয় মাসের ফাটক হয়, তেমনি অপর দিকে পরের উপকার, দান প্রভৃতি করিলে ছয়মাস নন্দন কাননে অবস্থিতি হইবে । তাহা হইলেই কোন

এক নির্দিষ্ট সময়ের পর যে পতন তাহার সন্দেহ নাই । মুক্তি হইলে আর পতন কোথায় ? তাই স্বর্গ নরক দুইই ছাড়াইয়া যাইতে হইবে । স্বর্গ ভোগে মুক্তির আশা নাই এবং কর্মের ফলে, হয় ভোগ, নয় শোক ; অতএব কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ কর্ম্মানন্তি ত্যাগ করিতে হইবে । রামকৃষ্ণ পরম হংস মহাশয় বলিতেন ‘আমার আবার কর্ম্ম কি ? কেবল খাব শোব আর কি ?’ অর্থাৎ যে কর্ম্ম না করিলে দেহ থাকে না, শুদ্ধ মাত্র সেই কর্ম্ম থাকে, তাহাও কেবল করি ব’লে করি, কোন প্রকারে বিন্দুমাত্রও আসক্তি নাই । আর বাহিরের পূজাদি ত থাকিবেই না ।

নদাশিব বলিতেছেন :—

বালকীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনং ।

বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠোযঃ ন মুক্তো নাত্র সৎশযঃ ॥

মনসা কল্পিতামূর্ত্তিনুগাং চে ন্মোক্ষ সাধনী ।

স্বপ্নলঙ্ঘনরাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা ॥

মহানির্বাণ তত্ত্ব ।

রূপনামাদি কল্পনা সমস্ত বালকের ক্রীড়ার ন্যায় ত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনিই মুক্ত ইহাতে সন্দেহ নাই । তুলসী দাসের একটী দোহা আছে ; তিনি বলিয়াছেন বালিকা যতদিন আপন

প্রিয়তম স্বামীর দেখা না পায় তত দিন পুতুল লইয়া খেলা করে ।

‘যব্ প্রিয়নে সরবর্ হোই তব্ রাখ্ পেটারি মেল’

আর যাই স্বামীর সহিত দেখা হইল অমনি সব পুতুল পেটারায় বন্ধ হইল । যত দিন তাঁহার সহিত দেখা না হয় তত দিন রূপ নাম লইয়া খেলা আর যাই বন্ধ জ্ঞান হইল খেলা ও শেষ । কেবল যে রূপই কল্পনা তাহা নয়, তাঁহাকে দয়াময় বলুন, হরি বলুন, পতিত পাবন বলুন, ব্রহ্ম বলুন আজ্ঞা বলুন আর যাই বলুন সমস্তই কল্পনা । কারণ তিনি নাম ও রূপ ছুয়েরই অতীত । সূতরাং রূপ ও নাম এই ছুয়েরই শেষ হবে যখন, মুক্তি হবে তখন । নানারূপ পূজা পদ্ধতি প্রকাশ করিয়া অবশেষে শিব বলিতেছেন মনের কল্পিত মূর্তি যদি মোক্ষ দিতে পারে, তবে স্বপ্নলব্ধ বাজ্য লইয়াও লোক রাজ্য হইতে পারে । বাস্তবিক মূর্তিপূজায় মুক্তি হয় না, ইহাতে কেবল মুক্তির উৎকৃষ্ট উপায় খুলিয়া দেয় । স্থূল ধ্যান সূক্ষ্ম ধ্যান শিখিবার জন্য ।

কুলার্ণবে:—

স্থিরার্থং মননং কেচিৎ স্থূল ধ্যানং প্রকুর্যতে ।

স্থূলার্থে নিশ্চলং চেতঃ ত্রবেৎ সূক্ষ্মেহপি নিশ্চলং ॥

কেহ কেহ মন স্থির করিবার জন্য স্থূল অর্থাৎ মূর্ত্যাदि ধ্যান করিয়া থাকেন । স্থূলে মন নিশ্চল

হইলে পরে সূক্ষ্মেও মন নিশ্চল হয় । একটী গল্প প্রসিদ্ধ আছে, কোন একটী ছাত্র বেদ পড়িতে গিয়া মন স্থির রাখিতে পারেন না দেখিয়া, গুরু তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন, তোমার মন এদিক ওদিক যায় কেন ? সে উত্তর করিল, তাহার একটী প্রিয় মহিষ আছে, তাহার মন কেবল সেই দিকেই ধায়, গুরু তাহাকে অজ্ঞা করিলেন ‘তবে তুমি বেদ ছাড়িয়া মহিষই ভাবিতে থাক ।’ শিষ্য তাহাই করিলেন । মহিষটীকে ভাবিতে ভাবিতে মন নিশ্চল হইল ; তখন তাহাকে পুনরায় বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন ; শিষ্য এবার কৃতকার্য হইলেন । বাহু পূজা প্রভৃতি কেবল মনকে সূক্ষ্মের দিকে লইবার জন্য, রূপ হইতে অরূপে গাইবার জন্য, নাম হইতে নামের উপরে উঠিবার জন্য, কেবল মনটাকে বাঁধিবার জন্য এনব করা হইয়াছে । ব্যান-দেব কপাদি কল্পনা করিয়া পরে বলিলেন :—

কপং কপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং ।

স্তুত্যানির্বচনীয়তাহখিলগুরো দুরীকৃত্য যন্ময়া ॥

ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা ।

ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং ॥

হে জগদীশ, রূপহীন যে তুমি, ধ্যানে যে তোমার রূপবর্ণনা করিয়াছি, হে অখিল গুরো ! স্তুতিদ্বারা যে তোমার অনির্বচনীয়তা দূর করিয়াছি, তোমার বিষয়

কেহ কিছু প্রকাশ করিতে পারে না, আমি তোমার স্তুতি করিয়া তাহা যেন প্রকাশ করিবার ভান করিয়াছি, সর্বব্যাপী যে তুমি, বিশেষ বিশেষ স্থান তীর্থ নির্দেশ করিয়া যে তোমার সর্বব্যাপিত্ব বিনাশ করিয়াছি ; আমার বিকলভাষটিত এই তিন দোষ তুমি ক্ষমা কর । রূপ হীনের রূপ কল্পনা, অনির্কচনীয় ঈশ্বরের স্তুতিবাদ এবং সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে তীর্থে দর্শন এ কেবল মনকে তাঁহার দিকে টানিবার জন্য হইয়াছে । তিনি কি কাশীতে আছেন এখানে নাই ? প্যাালেস্টাইনে আছেন, ইংলণ্ডে নাই ? ইহা কে বলিবে ? তবে যে তীর্থ নির্দেশ, সে কেবল প্রাকৃত লোকদিগের মনে বিশেষ বিশেষ স্থল দর্শনে ভক্তির সঞ্চার হইবে বলিয়া ।

প্রভাবাদভুদাত্তুম্ভেঃ সলিলন্যচ তেজসা ।

পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা ॥

ভূমির কোন অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া, কিম্বা জলের কোন আশ্চর্য্য তেজ দেখিয়া কিম্বা মহাপুরুষের জন্ম-স্থান বা কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া তীর্থেতে লোকের প্রাণ ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাই তীর্থ যাত্রার বিধান । আরম্ভে তীর্থ কিন্তু কতক দূর অগ্রসর হইলে আর তীর্থের প্রয়োজন থাকিবে না । আরম্ভে সাকার, পরে নিরাকার । যাঁহার। এই ভাবে সাধন করিয়া

পরম পদ লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ এবং
চৈতন্যের দৃষ্টান্ত দেখুন, স্থূল হইতে কিরূপে তাঁহারা
সূক্ষ্মের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। এই দুইটি গান
একবার শুুন—

রামপ্রসাদী সুর—একতালা ।

মন তোর এত ভাবনা কেন ।
একবার কালী বলে বসবে ধ্যানে ।
জাক জমকে করলে পূজা,
অহঙ্কার হয় মনে মনে ।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা,
জানুবেঁনা রে ভুগজ্জনে ॥
ধাতু পাষণ মাটির মূর্তি,
কায় কি রে তোর সে গঠনে ।
তুমি মনোময় প্রতিমা পরি,
বসাতু হৃদি পদ্মাসনে ॥
আল ঢাল আর পাকা কলা,
কায় কি রে তোর আয়োজনে ।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে,
তৃপ্তি কর আপন মনে ॥
ঝাড় লটন বাতির আলো,
কায় কি রে তোর সে রোশ্নাইয়ে ।
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে,
মেওনা জ্বলুক নিশি দিনে ॥

মেঘ ছাগল মহিষাদি,
 কাষ কি রে তোর বলিদানে ।
 তুমি জয় কালী জয় কালী বলে,
 বলি দেও ষড়্ রিপুগণে ॥

প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল,
 কাষ কি বে তোর সে বাজনে ।
 তুমি জয় কালী বলি দেও কর তালি,
 মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা ।

মন ভোমার এই ভ্রম গেল না ।
 কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ না ॥
 ওবে ত্রিভুজন যে মায়ে মূর্তি
 জেনেও কি মন তা জান না ।
 মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন তাঁর
 কব্ধে চাওরে উপাসনা ॥
 জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা,
 দিবে কত রত্ন সোণা ।
 ওবে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়,
 দিগে ছার ডাকের গহনা ॥
 জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা,
 স্নমধুব খাদ্য নানা ।
 ওরে কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাস্ তাঁয়
 আলো চাল আর বুট ভিজানা ॥

ত্রিজগৎ যে মায়ে'র ছেলে
 তাঁর আছে কি পর ভাবনা ।
 ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি,
 মেঘ মহিষ আর ছাগল ছানা ॥
 প্রসাদ বলে ভক্তি মন্ত্র,
 কেবল রে তার উপাসনা ।
 তুমি লোক দেখানে করবে পূজা,
 মা ত আমার ঘুষ খাবে না ॥

আরও গাইলেন :—

“তাজি'র সব ভেদাভেদ,
 ঘুচে যাবে মনের খেদ,

ওরে শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকার।”

দেখুন, তিনি কোথা হইতে কোথায় উঠিয়াছেন ।
 কিন্তু আমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাই বৃদ্ধেরাও
 পাঠশালাতেই রহিয়া গেলেন । উপরে আর উঠিতে
 পারিলেন না ; উঠিবেন কি করিয়া ? এই দুর্গাপূজা
 আনিতেছে, কেহ কি চিন্তা করেন দুর্গাপূজা কি ?
 তাহা চিন্তা করিলে, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র আলোচনা করিলে,
 তাহার অনুসন্ধান করিলে তবে ত উন্নতি হইবে, নতুবা
 ক'থ' তেই আরম্ভ ক'থ' তেই শেষ । তাই একবার
 আমরা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখি দুর্গাপূজা কি ?
 ইহার রহস্য ভেদ করিতে হইবে ।

দুর্গা কে ?

দুর্গোদৈত্যে মহাবিশ্বে ভববন্ধে কুকৰ্ম্মণি ।

শোকে দুঃখেচ নরকে যমদণ্ডে জন্মনি ॥

মহাভয়েহতিরোগে চাপ্যাশঙ্কে। হস্তৃ বাচকঃ ।

এতানু হন্ত্যেব যা দেবী না দুর্গা পরিকীর্তিতা ॥

দুর্গ শব্দের অর্থ—দৈত্য, মহাবিশ্ব, ভববন্ধ, কুকৰ্ম্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, অতিরোগ । আকারের অর্থ নাশক । অতএব দুর্গা শব্দের অর্থ এই নকল দুর্গতি নাশিনী । তবে ইনি কে ? যিনি ভগবান্, যিনি মূলশক্তি, সেই একজন, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া যে এক শক্তি কাজ করিতেছে, সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণী, জ্ঞানস্বরূপা, অমৃতস্বরূপা, নিত্য স্বরূপা সেই এক শক্তি ।

আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥

দয়া নিদ্রাচ ক্ষুভ্ৰুগ্ৰিচ্চ তুষা, শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ ।

তুষ্টিঃ পুষ্টি স্তথা শান্তি লজ্জাধিদেবতাহি না ॥

বৈকুণ্ঠে না মহানাক্ষী গোলোকে রাধিকা নতী ।

মর্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্যা নতী হি না ॥

না বাণী না চ নাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাত্রীদেবতা ।

বহৌ না দাহিকাশক্তিঃ প্রভাশক্তিচ্চ ভাস্করে ॥

শোভা শক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিচ্চ শীতলা ।

শন্যপ্রসূতিশক্তিচ্চ ধারণা হি ধরাসু না ॥

ব্রাহ্মণ্যশক্তিবিপ্রোষু দেবশক্তিঃ সুরেষু চ ।

তপস্বিনাং তপস্যা চ গৃহিণাং গৃহদেবতা ॥

নৃপাণাং রাজ্যলক্ষ্মীঃ সা বণিজাং লভ্যরূপিণী ।

পারে সৎসারনিবন্ধনাং ত্রয়ী দুস্তর তারিণী ॥

তিনি আদ্যা নারায়ণীশক্তি, সৃষ্টি স্থিতি অন্তকারিণী ।
 দয়া, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা; ক্ষমা, ধৃতি, পুষ্টি, শাস্তি,
 লজ্জা, ইহাদিগের অধিদেবতা তিনি । বৈকুণ্ঠে তিনি
 মহানাক্ষরী, গোলোকে তিনি রাধিকা সতী, ক্ষীরোদে
 তিনি মর্ত্যলক্ষ্মী, দক্ষকন্যা সতী তিনি । তিনি সরস্বতী,
 তিনি সার্বভৌম, বিশ্বাধিষ্ঠাত্রীদেবতা । অগ্নিতে তিনি
 দাহিকাশক্তি, সূর্য্যে প্রভা শক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভা শক্তি,
 জলে শৈত্য শক্তি । শস্যপ্রসূতি শক্তি তিনি, ধরায়
 ধারণা শক্তি তিনি । বিশ্বের ব্রাহ্মণ্য শক্তি, দেবতার
 দেব শক্তি, তপস্বীদিগের তপস্যা, গৃহীদিগের গৃহদেবতা,
 নৃপদিগের রাজ্যলক্ষ্মী, বণিকদিগের লভ্যরূপিণীও
 তিনি । সৎসারনিবন্ধু পার হইতে দুস্তর তারক যে বেদ
 তাহাও তিনি । ইহা দ্বারা কি বুঝিলাম? নেই
 সর্বব্যাপিনী নিত্য চৈতন্য শক্তি (That All-pervading,
 Eternal, Intelligent Force.) তিনি । শাস্ত্রে তবে
 হিন্দুগণ এই শক্তি এই ভাবে ধারণা করিয়াছেন ।
 চণ্ডী যদি কেহ পাঠ করেন, এই শক্তির লীলা স্পষ্ট
 প্রতীতি হইবে । চণ্ডীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কি গভীর,

কি অপূৰ্ণ, কি সুন্দর। দুর্গাপূজার সময় চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার মৰ্ম্মার্থ কে গ্রহণ করেন? চণ্ডীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে এজাতি এরূপ নিজীব থাকিতে পারিত না। আমরা তাহা আলোচনা করিয়া দেখিব। সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন—এক প্রকাণ্ড রাজ্যাধিপতি। তিনি প্রথমে চণ্ডাল, পরে আপন অমাত্যগণ কর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনে গমন করেন, এবং সমাধি নামে এক ধনীর পুত্রও, আপন স্ত্রী পুত্র কর্তৃক উৎপীড়িত ও হতনর্ধন হইয়া, বনে গমন করেন। এই সুরথ রাজা—ভোগী জীব। দেখুন আমাদের মন কি এক প্রকাণ্ড রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। সুন্দর রথে আরোহণ করিয়া বিষয় ভূমিতে বিচরণ করিতেছে। এই মন প্রথমে বাহিরের রিপু পরে ভিতরের শত্রুরূপী কতকগুলি বৃত্তিদ্বারা কুপথে চালিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হয়, পরে বনে গমন করে—অনুতপ্ত হইয়া শান্তির অন্বেষণ করে। কিন্তু তখনও ইহার ভোগবাসনা ভিতর হইতে চলিয়া যায় কই? সুরথ রাজা মেধসু ঋষির তপোবনে গিয়াও ভাবিতেছেন তাঁহার রাজ্যভাণ্ডার কি হইল! তাঁহার সঞ্চিত অর্থের কি সৰ্ব্বনাশই হইতেছে! তাঁহার একটা প্রকাণ্ড হাতী যে সৰ্ব্বদা যুদ্ধে বিজয়ী হইত, সে উপযুক্ত আহার পাইতেছে কি না! হায়! হায়! এমন

সুন্দর শাস্তিপূর্ণ স্থানে গিয়াও ভাবিতেছেন হাতী।
 কিছুতেই মায়ার হাত, বাগনর হাত এড়ান যায় না।
 মানুষের কি দুর্দশা! যে বন্ধন গুলিতে মানুষ নরকনাশ
 প্রাপ্ত হয়, তাহার জ্বালা অনুভব করিয়া দূরে যাইতে,
 শাস্তি আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিয়াও পুনরায় সেই
 বন্ধনের মূল সাংসারিক নিবন্ধগুলি চিন্তা করিতে থাকে,
 তখন ও মনের ভিতর সেই বেগুন ক্ষত। ভোগী মন
 এই সুরথরাজা কি না একবার চিন্তা করিয়া দেখুন!
 সমাধি নামক ধনিপুত্র প্রকৃতই সমাধি অর্থাৎ যোগী
 জীবন পরিচায়ক। যোগী যদি ধনীর পুত্র না হইবেন
 তবে আর কে হইবে? যোগীগণই প্রকৃত ধনী, কিন্তু
 সমাধি অবস্থাতেও মায়া নরকনাশ ঘটায়, যে পর্য্যন্ত
 মুক্তযোগী না হওয়া যায় সে পর্য্যন্ত মনে শত শত
 সাংসারিক চিন্তা, পরিবারের চিন্তা উপস্থিত হইয়া বিপ্ল
 ঘটায়। লোক যোগী হয় কখন? যখন সে দেখে তাহার
 স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি তাহাকে মায়ায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে,
 নানা প্রকারে যতকিছু ধর্ম্মভাবের নাশ ঘটাইতেছে;
 কিন্তু যোগ আরম্ভ করিলেও পুনরায় তাহাদিগের
 সম্বন্ধে চিন্তা উদয় হয়। দেখুন সমাধি কি করিতেছেন?
 যে স্ত্রী পুত্রগণ কর্তৃক তিনি হতনরকস্ব হইয়াছেন
 এবং তাহাদিগের উৎপীড়নে তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত
 হইয়াছে, তাহাদের কিরূপ দিন চলিতেছে, কোন

রোগে কষ্ট পাইতেছেন। ত, এই চিন্তায় অভিভূত ।
 স্মরথ যে ভেগীর পরিচাসক এবং সমাধি যে যোগীর
 পরিচায়ক তাহা চণ্ডীর অন্তভাগ দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে
 পারিবেন । ভগবতীর পূজা করিয়া স্মরথ রাজা
 প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার রাজ্য পুনরায়
 প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি ভগবতীর শক্তি লইয়া মন্দবুদ্ভি-
 দিগকে জয় করিয়া যেন শুদ্ধভাবে রাজকার্য্য-সংসারের
 কার্য্য নিরীহ করিতে পারেন । সমাধি চাহিলেন কি ?
 তিনি চাহিলেন জ্ঞান । ‘আমি’ ‘আমার’ ইত্যাদি আসক্তি-
 নাশকারক জ্ঞান ভিক্ষা করিলেন । যোগীর যাহা
 চাওয়া কর্তব্য তাহাই তিনি চাহিলেন । স্মরথ এবং
 সমাধির মন তপোবনে বিকার প্রাপ্ত হইলে, ইহার শান্তির
 জন্ম কাহার নিকট উপস্থিত হইলেন ? সেই ঋষির
 নাম কি ? মেধস্ ঋষি—মেধস্ শব্দের ব্যুৎপত্তি—মেধ
 ধাতু অমুন্ প্রত্যয় । মেধস্ অর্থ বুদ্ধি—স্মৃতি—প্রকৃত
 মত্যানুসঙ্গীয় বুদ্ধি । যখন বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন,
 প্রকৃত তত্ত্ব গুলি বাহির হইতে লাগিল । মেধস্ ঋষির
 নিকট তাঁহাদিগের বিকার জানাইলে এবং তাহার
 কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন ।

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্শ্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ ।

মহামায়া হরেষ্টৈচ তন্তরা সমোহ্যতে জগৎ ॥

জানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি না ।

বলাদাক্ষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

তয়া বিশ্বজ্যোতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।

নৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥

ইহাতে আশ্চর্য্য হইওনা, জগৎ পতি হরির যোগ নিদ্রা মহামায়া এই জগৎকে মোহিত করিতেছেন, সেই দেবী ভগবতী জ্ঞানীদিগেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া তাঁহা-দিগকে অভিভূত করিতেছেন। তিনিই এই বিশ্ব চরা-চর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই প্রসন্না হইয়া মান-বের মুক্তি বিধান করেন। যাঁহা কর্তৃক বন্ধন, তাঁহারই আরাধনা করিলে তিনিই আবার মুক্তি দেন। তিনি কে? তাঁহার উৎপত্তি কোথায়? মেধস্ বলিতেছেনঃ—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সৰ্ব্বমিদং ততং ।

তথাপি তৎসমুৎপত্তিৰ্বহুধা শ্রয়তাং মম ॥

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধার্থমাবির্ভবতি সা যদা ।

উৎপল্লবতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥

সেই জগন্মূর্তি দেবী নিত্যা, এই সমস্ত তাঁহা দ্বারা ব্যাপ্ত। তথাপি আমার নিকট হইতে নানা ভাবে তাঁহার উৎ-পত্তির বিবরণ শ্রবণ কর। নিত্যা যিনি তাঁহার আবার জন্ম কি? দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধির জন্য যখন তিনি আবির্ভূত হন, প্রকাশমান হন, তিনি নিত্যা হইলেও তখন তাঁহাকে উৎপন্ন বলা হয়। বাহু এবং আধ্যাত্মিক জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য, যখন তাঁহার

তেজ-অমুভূতি হয়, তখন বলা হয় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধি কি? জগতের সৃষ্টি, পালন, সংহার, পাপদৈত্য বিনাশ। ভগবানের শক্তি এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য আবির্ভূত। হন। কি বাহ্য জগতে, কি আমাদিগের অন্তরের মধ্যে ব্যক্তিগত, জাতিগত, বিশ্বগত, ত্রিবিধ উন্নতির জন্য, পাপ, মলকট, বিষ বিনাশ জন্য তাঁহার শক্তি কার্য্য করিতেছে যখন আমরা বুঝিতে পারি, তখনই বলি তিনি উৎপন্ন। প্রকৃত পক্ষে নেই শক্তি নিত্য। মেঘসু এই শক্তি বিকাশের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন। প্রথম সৃষ্টির সময়ে। কল্লান্তে সৃষ্টি লয় হইলে, ভগবান যোগ-নিদ্রাভিভূত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছেন। তাঁহার শক্তি তখন নিদ্রারূপে অবস্থিত—শক্তি তখন আছে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় অবস্থায় এই মাত্র। তখন ভগবানের নাভিকমলে ব্রহ্মার অবস্থিতি। ব্রহ্মা কি? ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা। নাভিকমলে উৎপত্তি কেন? নাভিকমল শরীরের কেন্দ্রস্থল, ঐ স্থল হইতে মাতৃশক্তি প্রসৃত হয়, ইচ্ছা না হইলে শক্তির চালনা হয় না, যাবতীয় শক্তি ইচ্ছা কর্তৃক পরিচালিত হয়, তাই ব্রহ্মার স্থান নাভিকমলে। ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইল; কিন্তু কেবল ইচ্ছায় ত কার্য্য হয় না—ইচ্ছার বিরুদ্ধে মধু কৈটভ দুটী অসুর

দণ্ডায়মান । ব্রহ্মাকে নাশ করিতে এই দুই অসুর উদ্যত অর্থাৎ ইহারা সৃষ্টির বাধক হইলেন । যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থত লয় পাইয়াছে, তবে ইহারা কে ? ইহারা সৃষ্ট নহে । হিন্দু শাস্ত্র মতে যে পদার্থ দ্বারা সৃষ্টি হয়, তাহা অনাদি । তন্মাত্রা, মূলতত্ত্ব অনাদি নিত্য রহিয়াছে ; তাহার যোজনা দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং যখন তাহার বিশ্লেষণ হয় তখনই সৃষ্টি লয় পায় । এই মধু কৈটভ দুই জাতীয় তন্মাত্রা । The Principle of Softness and the Principle of Hardness. ইহারা ভগবানের কর্ণমল-নস্তৃত—অর্থাৎ তাঁহা দ্বারা সৃষ্ট নহে । “কর্ণমলাবিব দ্বাবেবাকস্মাজ্জাতৌ” —কর্ণমলের নায় দুইই অকস্মাৎ জন্মিয়াছে, কেহ তাহাদিগকে সৃষ্টি করে নাই । যে পর্য্যন্ত এই দুই জাতীয় তন্মাত্রা স্বাধীন ভাবে থাকে, যে পর্য্যন্ত এই দুইটিকে পরাজিত করিয়া একটীর সহিত অপরটিকে ইচ্ছাধীন মিলাইয়া লওয়া না যায় সে পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইতে পারেনা । পরিস্কার বুঝা যাইতেছে এই দুই তন্মাত্রা পৃথক থাকিয়া সৃষ্টির বাধা দিচ্ছে—ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে । এখন ইহাদিগকে নাশ করা চাই ; ভগবানের নিদ্রাবস্থিতা শক্তিকে জাগরুক না করিলে নিষ্ক্রিয় শক্তিকে ক্রিয়মাণা না করিলে এই দুই তন্মাত্রাকে জয় করিয়া সৃষ্টি করিবে কে ? ব্রহ্মা—সৃষ্টির ইচ্ছা, তাই সেই শক্তিকে জাগরুক

করিতে প্রয়াস পাইলেন, তাঁহ'র অ'রাধনা আরম্ভ করিলেন:—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং বষট্কারস্বরাস্মিকা ।

সুধা ত্বমঙ্করে নিত্যে ত্রিধামাত্রাস্মিকা স্থিতা ॥

অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যে যানুচ্চার্য্য বিশেষতঃ ।

ত্বমেব না ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা ॥

তুমি স্বাহা অর্থাৎ দেবার্চন শক্তি, তুমিই স্বধা—পিতৃ-
পুরুষ অর্চনের শক্তি, তুমিই ষষ্ঠাদির মূল শক্তি, হে
অঙ্করে, হে নিত্যে, তুমিই অ উ ম এই তিন মাত্রায়
অবস্থিত অর্থাৎ ওঁ তুমি সৃষ্টি স্থিতিসংকারিণী, আবার
তুমিই অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা—যে মাত্রা অনুচ্চার্য্য কেহ
প্রকাশ করিতে পারে না, অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত তুরীয়
ব্রহ্মও তুমি, তুমিই সাবিত্রী, তুমিই পরাজননী ।

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা ।

শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুগুণীপরিধামুধা ॥

তুমিই খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা পাপ নাশিনী, অসুর
মর্দিনী তুমিই । ঋতি বলিতেছেন ‘মহদুয়ং বজ্রমুদ্যতং ।’

আবার

নৌম্যা নৌম্যতরাশেষনৌম্যোভ্যস্মতিসুন্দরী ।

পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥

সুন্দর, অতি সুন্দর, অশেষ নৌন্দর্য্য অপেক্ষাও

তুমি অত্যন্ত সুন্দর, “রনো বৈ সঃ” অতীব সুমিষ্ট,
পরোপরা তুমি, তুমিই পরমেশ্বরী ।

এইরূপে অনেক স্তুতি করিলেন, পরে প্রার্থনা হইল
হেদেবি,

মোহয়ৈতো দুরাধর্ষাবস্তরৌ মধুকৈটভৌ ।

এই দুই দুরাধর্ষ মধুকৈটভ অশুরকে তুমি পরাভূত
কর । সেই শক্তি জাগরুক হইল, ভগবান ক্রিয়মাণ
হইলেন ; এই শক্তি চালনা করিলেন, মধুকৈটভ নাশ
হইল, তাহাদিগেরই মেদ হইতে এই মেদিনী হইল ।
আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন “মেদিনী” মধুকৈটভের
মেদ হইতে সৃষ্ট ; বাস্তবিকই মেদিনীস্থিত যত কিছু
পদার্থ কোমলতা ও কাঠিন্য এই দুই তত্ত্বের সম্মিলনে
উৎপন্ন । যাহা কিছু দেখিতে পাই, ঐ রক্ষ, ঐ টেবিল,
ঐ পাখা, আমার শরীর, আপনাদিগের শরীর, মেদিনীর
যাবতীয় পদার্থ এই দুই প্রকারের তন্ম ব্রাহ্মক । কোন
বস্তুতে হয়ত কাঠিন্য অধিকতর আবার কোন বস্তুতে
কোমলতা অধিকতর । দেখুন, মধুকৈটভের এই কাহিনীর
ভিতরে কি অপূর্ণ দার্শনিকতত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে !
সৃষ্টির আদিতে ভগবচ্ছক্তির এইরূপ আবির্ভাব সকলেই
বুঝিতে পারিতেছেন । পরে আশুন, মহিষাসুর বধ কি
একবার আলোচনা করি ।

ক্রোধের পরিচায়ক মহিষ ; আমরা গোঁয়ার

ব্যক্তিকে বলিয়া থাকি “ওটা যেন মহিষ।” বাস্তবিক সাধারণতঃ যত জীব দেখিতে পাই তন্মধ্যে মহিষের ন্যায় ক্রোধনস্বভাব প্রাণী প্রায় দেখা যায় না। ক্রোধে কত জীবন নষ্ট হইয়াছে, কত রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কত জাতির অধঃপতন হইয়াছে! যখন ক্রোধের উদ্বেক হয় তখন যাহা কিছু শান্তিকর ও সুখকর সমস্ত দূর হয়। মহিষাসুর নাস্ত দেবতাগুলিকে দূর করিয়া দেয়। এইরূপে কোন মানুষ কি কোন জাতি ক্রোধান্ধারা রসাতলে নিষ্কণ্ট হইলে নানারূপ কষ্ট পায়। অবশেষে চৈতন্য হয়—হায় হায় কি হইল, একেবারে যে নাশ পাইলাম। তখন যে দোষে নাশ, সেই দোষ দূর করিবার জন্য চেষ্টা জন্মে। যত দেবতাগণ (আমাদিগের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও প্রত্যেক রক্তির স্ভাব—এক একটী দেবতা) সকলে বিষ্ণু ও শিবের নিকট উপস্থিত হন, অর্থাৎ পালনী শক্তি এবং সংহারিণী শক্তির স্ফুর্তি করিবার চেষ্টা পান। পালনী শক্তি কি করেন? যাহাতে রাজ্য বজায় থাকে তাহারই চেষ্টা করেন, সর্বনাশ হইতেছিল যে মনোরাজ্য কি বহিঃ-রাজ্য, তাহা শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। সংহারিণী শক্তি কি করেন? শত্রু সংহার করিবার চেষ্টা করেন। পালনী শক্তির ব্রত রাজ্যরক্ষা, সংহারিণী শক্তির ব্রত শত্রুবিনাশ। এই

ছুই শক্তিই সর্বপ্রধান ছুইটি শক্তি, তাই অন্যান্য শক্তি-গুলি ইহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন । যখন এই ছুই শক্তির স্ফুর্তি হয়, তখন আর ভয় কি ? তখন সকল শক্তিরই ইহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে তেজ স্ফুর্তি হয় ।

ইথং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ ।

চকার কোপং শস্ত্রশ্চ লোকুটিকুটিলাননৌ ॥

ততো হতিকোপপূর্ণস্তা চক্রিণোবদনাততঃ ।

নিশ্চক্রাম মহতেজে ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্তা চ ॥

অন্তেষাঐব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ ।

নির্গতংসুমহতেজস্তচৈক্যং সমগচ্ছত ॥

অতীব তেজনঃ কুটং জ্বলন্তমিবপর্কতং ।

দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাগুদিগন্তরং ॥

মহিষাসুর কিরূপে দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়াছে, মধুসূদন দেবতাদিগের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়াই ক্রোধান্বিত হইলেন, শস্ত্র ও কোপাবিষ্ট হইলেন, বিষ্ণুর মুখ হইতে তখন এক মহৎ তেজ আবির্ভূত হইল, শিবের মুখ হইতেও তেমনি তেজ নির্গত হইল, অপর অপর দেবতাদিগের শরীর হইতেও ঐরূপ তেজ বাহির হইল—সমস্ত দেবতাদিগের তেজ একত্র হইল—তখন দেবতারা দেখিলেন একেবারে দর্শাদিক আলোকিত করিয়া জ্বলন্ত পর্কতের ন্যায় সেই ঘনীভূত তেজ শোভা পাইতে লাগিল । এই তেজই মূল শক্তি, এই

তেজস্বী আদ্যাশক্তি, ইনিই ভগবতী । মানুষ যখন পাপের দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া ভগবানের পালনী ও সংহারিনী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই তাঁহার কৃপায় যাবতীয় শক্তির সমষ্টিভূতা তাঁহার অমরনাশিনী শক্তি আবির্ভূত হন । সেই শক্তি যখন হস্তার করিয়া উঠেন তখন আর পাপ থাকিবে কদিন ? সেই হস্তারে

চুক্ষুভুঃ নকললোকাঃ নমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে ।

চচাল বসুধা চেলুঃ নকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥

সেই ব্রহ্মশক্তির বজ্রনির্ঘে যে নগ্নলোক দোহুল্যমান, সমুদ্র কম্পিত, বসুমতী টলমল, পর্বত গুলি স্থান ভ্রষ্ট হইয়া গেল । এত বড় শক্তির সহিতও যুদ্ধ করিতে মহিষাসুর অগ্রসর হইল ! পাপ কি অল্পে ছাড়ে ? কত ছল, কত ভাব ধরিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল । কোন সময় মনে হয় আমি এই যে ক্রোধ করিয়াছি ইহাত উত্তমই করিয়াছি, ইহা না করিলে আমার কর্তব্য কার্যের ত্রুটি হইত, এই সময় মহিষাসুর সিংহ নাজিয়া আসিয়াছেন । এইরূপ নানা পশুমূর্ত্তি ধরিয়া দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি নানা ভাবে ভগবতীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে ! একবার ব্রহ্মশক্তি সিংহনাদ করিলে কতক্ষণ পাপ টিকিতে পারে ? ভগবতীর হস্তের খড়া, শূল, গদা, চক্র, বাণ, ভুশুণ্ডী, পরিষের বিরুদ্ধে কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারে ? একাণ্ড

মহিষাসুর খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল । দেবতাগণ জয় জয় রবে দিগুমগুল নিনাদিত করিলেন ; মহাদেবীর স্তব আরম্ভ হইল । এমন অপূৰ্ণ স্তব পৃথিবীতে আর কটি আছে জানি না । ক্রোধ ও তদনুচর বলবান্ রিপুবর্গ জয় করিতে পারিলে সাধকের আনন্দের সীমা থাকে না ; উৰ্দ্ধবাহু হইয়া তখন ভগবানের পাশে দলনী শক্তির বিজয় ঘোষণা করিতে থাকেন । ভগবতী তখন ভক্তের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া এই বর দেন— ‘ভক্ত ডাকিলে আনিব আমি’—বিপদে পড়িয়া যখনই ডাকিলে তখনই উপস্থিত হইব ।

শুস্তনিশুস্ত বধের গুঢ় নাৎপর্য কি ? শুস্তনিশুস্ত শুভ্ ধাতু হইতে । ইহারা দুইই শোভা প্রিয়, বিলাস প্রিয় । ইহারা ত পরিস্কার দেখিতে পাই কাম ও লোভ । ইহারা যে কিরূপ কামুক তাহার ত প্রমাণই রহিয়াছে । ইহারা কিরূপ সৰ্ব্বনাশ ঘটায় তাহার আর বিস্তার বর্ণনার প্রয়োজন নাই । এই বঙ্গদেশ আমার বোধ হয় যেন এখন শুস্তনিশুস্তের অধিকারে । কোন ভক্ত কি কোন জাতি যখন কাম ও লোভ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিজের দুর্দশার প্রতি দৃষ্টি করেন তখন আবার সেই আদ্যাশক্তির আরাধনা করিয়া থাকেন । আমরা যদি তাঁহার আরাধনা করি অবশ্য শুস্তনিশুস্ত বধ হইবে ।

রক্ত বীজ মোহ । এক ফোঁটা রক্ত হইতে এক প্রকাণ্ড অশুরের জন্ম । এক বিন্দু মায়ার ভাব থাকিলেও তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভীষণ ভাব ধারণ করে । মোহ একেবারে সমূলে বিনাশ করিতে না পারিলে তাহার হস্ত হইতে মুক্তি নাই । চামুণ্ডা যেমন একবিন্দু রক্ত ভূতলে পতিত হইবে অমনি তাহা নিঃশেষ করিবেন, তবেত রক্ষা, নতুবা রক্ষা নাই । রক্তবীজের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ঘোর সাধনার প্রয়োজন । চামুণ্ডাও নেই একই শক্তি—এক শক্তিই যখন যে ভাবে কার্য্য করিতে হইবে তাহা তিনিই করিয়া লইবেন । আমরা কেবল তাঁহাকে ডাকিতে থাকিব । তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি উপস্থিত হইবেন । সমস্ত অশুর বিনাশ হইবে । তখন আনন্দে করতালি দিতে থাকিব । দুর্গাপূজায় যে চণ্ডীপাঠ হয় তাহার কি তাৎপর্য্য আমরা দেখিলাম ।

দুর্গামূর্ত্তি কি ভাবে কল্পিত অনেকেই শুনিয়াছেন । শুদ্ধা অপাপবিদ্ধা তেজোরূপা, তাই গৌরী ; দশ হস্তে দশদিক রক্ষা করিতেছেন, ভক্ত-সিংহ-বাহনে ; লক্ষ্মী, সরস্বতী, বীরহ, জ্ঞান, ইহার অন্তর্ভূত, ইত্যাদি ।

এখন একবার পূজার পদ্ধতির ভিতর কি আছে অনুসন্ধান করিয়া দেখি ।

পূজা তিন প্রকার—সাত্ত্বিকী, রাজনী, তামনী ।

নাস্তিকী জপ যজ্ঞাদৈব নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ ।

মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুবাণাদিবু কীর্তিতা ॥

পাঠিত্বস্ত জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদেবীমনাস্তদা ।

দেবীস্তুক্তজপশ্চৈব যজ্ঞোবহ্নিস্তু তর্পণম্ ॥

নাস্তিকী পূজায় জপ, যজ্ঞ, করিতে হয় ; নিরামিষ নৈবেদ্য দিতে হয়, পুবাণাদিতে কীর্তিত ভগবতীব মাহাত্ম্য পাঠ করিতে হয়, দেবী স্তুত জপ করিতে হয় । যজ্ঞ অর্থ বহ্নিতে তর্পণ ।

বাজ্ঞনী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ নামিষৈস্তুখা ।

রাজ্ঞনী পূজায় বলিদান আছে এবং নামিষ নৈবেদ্য প্রদান করা হয় ।

সুরামাংস ছ্যাপহাভৈর্জপযজ্ঞৈর্বিন'তুমা ।

বিনামদ্বৈস্তামনীয়াং কিরাতান স্ত নম্ন্যত ॥

তামনী পূজায় সুরা ও মাংস উপহর দেওয়া হয়, জপও নাই, যজ্ঞও নাই, মন্ত্রও নাই । ব্যাধ প্রভৃতি দিগের এই পূজা । সকল প্রকাব লোকের জন্যই পূজা বিধান করা হইল । তবে যাহারা ভাগ মানুষ, তাহারা অশ্রু নাস্তিকী পূজা করিবেন । নাস্তিকীই সর্কোৎকৃষ্ট পূজা । যাহাদের মন নিতান্তই তমোগুণাক্রান্ত তাহা-দিগের জন্য তামনী পূজা । যাহাই করুক না কেন, দেবী মূর্ত্তি নম্নুখে করিয়া তাহাকে ডাকায় একটু ধর্ম্মের ভাব আনিতে পারে, এবং ক্রমে সেই ভাব দীপ্ত হইয়া

নাস্তিকী পূজার দিকে লইয়া যাইতে পারে। নিতান্ত
পৈশাচিক প্রকৃতির লোকও দেখা গিয়াছে ক্রমে দেবত্ব
প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজনী পূজা তামনী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ
শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু তাহা ও নিতান্ত নীচ। যাঁহার
ভিতরে প্রকৃত একটু ধর্ম্য ভাব আনিয়াছে, তিনি
নাস্তিকী পূজাভিন্ন অন্য কোন পূজা করিতে ইচ্ছা
করেন না। রাজনী পূজায় যে বলিদান আছে, যাঁহারা
প্রকৃত শাক্ত তাঁহারা এ বলিদান ইচ্ছা করিবেন না।
রাম প্রমোদের ন্যায় শাক্ত আছেন কে? তিনি বলিদান
সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শ্রবণ করুন।

ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে,
তার আছে কি পর ভাবনা,
ওরে কেমনে দিতে চান বলি,
মেঘ মহিষ অর ছাগল ছানা?

আপনারা শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছেন, সুরথ রাজা যে লক্ষ
বলি প্রদান করিয়া ছিলেন তাহারা সকলেই পরলোকে
এক এক খজা লইয়া উপস্থিত হইল। ইহার তাৎপর্য্য
কি? প্রাচীনবার্হি রাজা অনন্ত যজ্ঞ করিয়া ছিলেন,
এবং তাহাতে কত 'সংস্র প্রাণী বধ করিয়া ছিলেন।
যখন নারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল, নারদ তাঁহাকে কি
বলিয়াছিলেন?

“ভো ভোঃ প্রজাপতে রাজন পশূন্ পশ্য ত্রয়াধ্বরে ।

সংজ্ঞাপিতান্ জীবনজ্ঞান্ নির্য্যণেন নহস্ত্রশঃ ॥

এতে ত্বাং সংপ্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব ।

সংপরেতময়ঃ কুটৈশ্চিন্দন্ত্যখিতমন্যবঃ ॥ ভাগবত

হে প্রজাপতি, হে রাজন, ঐ দেখ, তুমি নিষ্ঠুর ভাবে যে নহস্ত্র নহস্ত্র জীব যজ্ঞে বধ করিয়াছ, তাহারা তোমার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, যেমন তুমি পরলোকে উপস্থিত হইবে, তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া লৌহময় শৃঙ্গদ্বারা অমনি তোমাকে ছেদন করিবে। শুক দেব বলিয়াছেন।

যুপং কুত্বা পশুং কুত্বা কুত্বা রুধিরকর্দমং ।

যদি যাতি নরঃ স্বর্গং নরকং কেন গম্যতে ॥

ষোগোপনিষৎ

হাড়িকাঠ করিয়া পশু কর্তন করিয়া রক্তের কর্দম করিয়া যদি মানুষ স্বর্গে যায়, তবে নরকে যাবে কিনে? অরধ রাজার কথাত শাস্ত্রদিগেরই শাস্ত্রে, তবে শাস্ত্র পড়িয়াত দেখিতে পাই ছাগাদি বলিদিলে পরকালে তার ফল ভোগিতে হইবে। তবে শাস্ত্রে বলির বিধান হইল কেন? যাহাতে পরকালে কষ্ট পাইতে হইবে তাহা শাস্ত্রে বিধান করিলেন কেন? আমার মনে হয়, মানুষ কতগুলি রাক্ষস প্রকৃতির আছে, তাহারা মাংস খাইবেই খাইবে, কিন্তু মাংস

ভক্ষণে নানা প্রকারের কুপ্ররত্তির উদয় হয় । একেবারে মাংস খাওয়া কিছুতেই বন্ধ করা যাইতে পারিবে না । তবে যে প্রকারের মাংসে ঐ প্রকার কুপ্ররত্তি কম উদয় হয় এবং যাহাতে সেই মাংস কম পরিমাণে খাওয়া হয়, তাহারই জন্ত ছাগাদি পশু বলির বিধান করিয়া, যদি কেহ স্বথা মাংস ভক্ষণ করেন তোরতর পাপ হইবে, এইরূপ বিধান হইল । ইহা ব্যতীত অ'রও একটি হেতু স্পষ্ট উপলব্ধি হয় : কুপ্ররত্তি উভেজক মাংস খাইবার সময়ে যদি মাংসের প্রসাদ খাইতেছি এইরূপ ভক্তির ভাব মনে কর্যা করিতে থাকে—এক ব্যক্তি মারপ্রতি ভক্তির ভাবে পূর্ণ হইয়াছেন চোক দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে, এমন সময়ে যদি মাংস আহার করেন—ঐ গাঢ়তর সাত্ত্বিক শক্তির বিরুদ্ধে মাংসের তামসী শক্তি ততদূর কার্য্যকর হয় না । কিন্তু তাহার একেবারে যে ক্রিয়া না হয় এমন নহে, তবে বীজ বপন সময়ে যখন মাংস উদরে পড়িতেছে সেই সময় ভক্তি ভাবের বড় শক্তি দ্বারা তাহা চাপিয়া রাখিলে অনেকটা দমন থাকে । বোধ হয় এই সব কারণেই এইরূপ বলির বিধান হইয়াছে । ছাগ সম্বন্ধে ত এই যুক্তি । তবে মহিষ বলি দেওয়া হয় কেন ? আমার বোধ হয় শাস্ত্রে মহিষাসুর নামটি আছে বলিয়াই মহিষ বেচারী দোষী হইয়াছে, কিম্বা ইহাও

হইতে পারে যে এই বলিদানের সৃষ্টি যেখানে এবং যখন, সেইখানে ও তখন মহিষ ভক্ষণের নিয়ম ছিল। এতদ্ব্যতীত ছাগ ও মহিষ বলিদান সম্বন্ধে আর একটা কারণ থাকার বিচিত্র নহে। মহানির্বাণ তন্ত্রে দেখিয়াছি, “কাম ক্রোধো (ছাগ বাহো) বিশ্ব ক্রতো বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ।” কাম ক্রোধ এই দুই বিশ্বকারীকে বলিদান করিয়া জপ করিবে। ছাগ অত্যন্ত কামুক এবং মহিষ অত্যন্ত ক্রোধী, তাই ছাগ এবং মহিষ বলিরূপে নিযুক্ত হইল। তাই বলি, এইরূপ ছাগ এবং মহিষ বলিদান না দিয়া, “যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থকর নাশ, বলি দাও মড় রিপুগণে।” এই ভাবের রাজসী পূজা ত্যাগ করিয়া, যখন বুঝিতে পারিতেছেন বলির ফলে কষ্ট ভোগ আছে, বলি তুলিয়া দিয়া নাস্তিকভাবে পূজা করুন। এখন পূজা করিবে কে? যে শাস্ত্রে পূজার বিধি, সেই শাস্ত্রেই বলিতেছেন “স্বয়মসমর্থো ব্রাহ্মণং যুগুয়াৎ” নিজে না পারিলে তবে ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করিবে। কিন্তু এই নিয়ম অনুসারে কি কেহ কার্য্য করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতি প্রায় কেহই নিজে পূজা করেন না, ব্রাহ্মণই বা কয় জনে করিয়া থাকেন? ভগবানকে ডাকিতে হইলে কি মোক্তার দ্বারা ডাকিতে হইবে? চণ্ডী মণ্ডপে পূজা হইতেছে, ব্রাহ্মণ মন্ত্র

পড়িতেছেন, আমি ততক্ষণ ঘরে বসিয়া প্রজ্বার বাজে জমা আদায় করিতেছি কিম্বা কবিগানের বন্দবস্ত করিতেছি। এই ভাবে পূজা করিলে কি ফল হইতে পারে? এদিকে যে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি হয়ত উষ্ট্র স্থলে একবার বলিতেছেন উষ্ট্র, আবার বলিতেছেন উষ্ট্র এবং নতুবা নয়নে এক এক বার নৈবেদ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কি অপূর্ণ পূজাই হইতেছে!। নিজে যদি না পার, তবে ব্রাহ্মণকে ডাক। বাঁহারা এই পথ দিয়া অগ্রসর হইতে চান, তাঁহারা নিজেরা পূজা করুন, তবে চাউল কলাটা না হয় পুরোহিত ঠাকুরকে বৎসব বৎসর দিব'র এগ্রিমেন্ট করিয়া দিন। যিনি নিজে অসমর্থ এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহ'রও ব্রাহ্মণের নিকটে ভাব বুঝিয়া লইয়া ভক্তি নগ্নার করা প্রয়োজন। যদি আমমোক্ত'র কি উকীল নিযুক্ত করিতেই হয়, তবে নন্দরিত্র, শুক্ল, শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ যেন নিয়োগ করা হয়। আশ্রয় যে উকীল কি আমমোক্ত'র দিবা পূজা কবাইয়া থাকি, তাঁহারা প্রায়ই মোকদ্দমা নষ্ট ও তহবিল তক্ষণ করিয়া থাকেন।

পূজার পূর্বে ভূতশুদ্ধি করিয়া লইতে হয়; প্রথমতঃ ব'য়ু বীজ জপ করিতে করিতে প্রাণায়াম করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে করিতে হইবে দেহের জড়-

ভাব বায়ুর সঙ্গে উড়িয়া যাইতেছে । পবে বহি নীজ জপ করিতে করিতে পুনরায় প্রাণায়াম করিবে এবং মনে করিতে হইবে পাপ কলঙ্ক নগস্ত ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে । তৎপর চন্দ্রবীজ জপ করিতে করিতে মনে করিতে হইবে, চন্দ্রমুখায় নগস্ত শরীর প্লাবিত হইয়াছে । পরে বরুণবীজ জপ করিতে করিতে মনে করিতে হইবে, নগস্ত শরীর জগে স্নিগ্ধ হইয়াছে । অবশেষে পৃথ্বীবীজ জপ করিতে করিতে মনে করিতে হইবে দেহ, মন পৃথিবীর ন্যায় দৃঢ় এবং অটন হইয়াছে । পরে ভগবানের মহিমা এক হইয়াছি ভাবিতে হইবে । ইহারই নাম ভূ-শুক্লি ।

তারপর পূজা আরম্ভ । বাহ্য পূজার পূর্বে মানন পূজা । মানন পূজা কি রূপে করিতে হয় তবে শুনুন —

জংপদ্মমাননং দদ্যাৎ মহাস্থারূঢ়াতামুতৈঃ ।

পাদ্যং চরণয়োৰ্দদ্যাৎ মনস্তুষ্যং নিবেদয়েৎ ॥

কেন মুচ্চনাচমনং স্মানীয়মপি কল্পয়েৎ ।

আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধস্ত গন্ধব্জকং ॥

চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ ।

তেজস্তত্ত্বস্ত দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সূক্ষ্মশুদ্ধিং ॥

অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চামরং ।

মৃত্যুমিঞ্জিয়কর্মাণি চাকল্যাৎ মনসস্তথা ॥

পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাদাত্মনো ভাবনিদ্রয়ে ।

অমায়মনহঙ্কারমরাগমদস্তথা ।

অমোহকমদস্তম্ভ অদ্বৈতাক্ষোভকস্তথা ॥

অমাৎসর্য্যমলোভকঃ দশপুষ্পং প্রকীর্তিতং ।

অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ ।

দয়া ক্ষমা জ্ঞানং পুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃপরম্ ॥

হুৎপদ্ম আসন, সহস্রারচ্যুত অমৃত পাদ্য, মন অর্ঘ্য, এবং সেই অমৃত স্নানীয় ও আচমন কল্লনা করিবে; আকাশতত্ত্বকে বগন, গন্ধতত্ত্বকে গন্ধ, চিত্তকে পুষ্প, প্রাণকে ধূপ, তেজতত্ত্ব দীপ, এবং সুধাসুধি নৈবেদ্য কল্লনা করিবে; অনাহত ধ্বনি ঘটা, বায়ুতত্ত্ব চামর, ইন্দ্রিয় কর্ষ্ম এবং মনের চাঞ্চল্য নৃত্য মনে করিবে। নিজের ভাব মিস্রির জন্য নানা প্রকার পুষ্প দিবে। মায়াবাহিত্য, অনহঙ্কার, অনানক্তি, অমদ, অমোহ, অদস্ত, অদ্বৈত, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য, অলোভ, এই দশ পুষ্প; এবং ইহার উপরে আরও পাঁচটি পুষ্প—অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞান। জিজ্ঞাসা করি, আপনাদিগের কাহার বাগ নে ইহার কটি ফুল ফুটিয়াছে? মাযের চবণে ইহার কটি ফুল দিতে পারেন?

অভিষেকের কয়েকটি মন্ত্র শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সেই নানকের অ'রতির গান যেরূপ গম্ভীর উচ্চ ভাব পরিপূর্ণ ইহাও সেইরূপ। সংস্কৃত বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ এক প্রাণ হইয়া রাজরাজেশ্বরীর কি চমৎকার অভিষেক করিতেছে!

ও ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এবচ ।
 দেবপত্ন্যোদ্ভূমা নাগা দৈত্যশ্চ পুত্রসংগণাঃ ॥
 অস্ত্রাণি সর্কশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ ।
 ঔষধানিচ রত্নানি কাশ্যন্যাবয়বাস্চ যে ॥
 নরিতঃ নাগরাঃ শৈলা স্তীর্থানি জলদা হ্রদাঃ ।
 দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ॥
 এতে ভ্রামভিমিঞ্চন্ত ধর্ম্মকামার্থনিদ্ভয়ে ॥
 কীর্ত্তিলক্ষ্মীধ্বতির্মৈবা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ ॥
 বুদ্ধিলজ্জা বপুঃ শান্তি স্তুষ্টিঃ কান্তিচ মাতরঃ ।
 এতা ভ্রামভিমিঞ্চন্ত ধর্ম্মপাণাঃ সুসংঘতাঃ ॥ ইত্যাদি ।

তবে অভিষেক যে কি মহান্ ব্যাপার সকলেই
 দেখিলেন । এখন ষোড়শোপচারে পূজার মন্ত্রগুলি
 একবার দেখি । এই মন্ত্র গুলি সংগ্রহ করিতে আমি
 কেবল দুর্গাপূজার মন্ত্রে আবদ্ধ রহি নাই । শিবপূজার
 মন্ত্রও ইহার ভিতরে সন্নিবেশ করিয়াছি । দুর্গাপূজা,
 শিবপূজা প্রভৃতির মূল তাৎপর্য্য যে এক, তাহা কেহই
 অস্বীকার করিবেন না । শিবপূজা পদ্ধতিও যে
 ভাবের উপরে গঠিত, দুর্গাপূজা পদ্ধতিও সেই ভাবের
 উপরে গঠিত । ভিত্তি একই, নীমাবদ্ধ জীব নীমাবদ্ধ
 ভাবে পূজা করিতেছে, কিন্তু জানিতেছে যাঁহার পূজা
 করিতেছি তাঁহার নিকটে আমার পূজানামগ্রী—আমার
 উপহার—নিতান্ত অকিঞ্চৎকর, কেন না, তিনি অনাদি,
 অনন্ত, ত্রিভুবনাধিপতি, তাঁহার আমার দত্ত দ্রব্যে কোন

প্রয়োজন নাই, বরং আমিই তাঁহার নিকট হইতে এই
দ্রব্যগুলি পাইয়াছি । কয়েকটি মন্ত্র তবে শ্রবণ
করুন :—

সৰ্বভূতান্তরস্থায় সৰ্বভূতান্তরাহুনে ।

কল্লয়াম্যুপবেশার্থমানন্তে নমো নমঃ ॥

মহানির্দীপিত্ত্ব ।

সৰ্বভূতের অন্তরে অবস্থিত যে তুমি, সৰ্বভূতের
অন্তরাহু। যে তুমি, তোমার উপবেশনের জন্য আমি
এই আসন কল্লনা করিলাম ; তোমাকে নমস্কার । তুমি
ত সৰ্বব্যাপী, কিন্তু আমি কীটানুকীট তাহা ধারণা
করিতে পারি না, তাই এই আসন কল্লনা করিলাম ।

মূলপ্রাকৃতিরূপেণ সূমতে সচরাচরন্ ।

পূজামহৎ বিধান্যামি স্বাগতন্তে মঃশ্চরি ॥

মাংসাসুভ ।

তুমি মূল প্রাকৃতি রূপে এই সচরাচর জগৎ প্রসব
করিতেছ, (আমি ত কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি), সেই
আমি তোমার পূজা করিব ; কিন্তু মন অতবড় তোমাকে
ধারণা করিতে পারে না, অথচ তোমাকে চাই বলিয়াই
বলিতেছি এস, এস ।

যৎপাদজলসংস্পর্শাচ্ছ দ্বিমাণ জগৎত্রয়ং ।

তৎপাদাজ্জপ্রোক্ষণার্থং পাদ্যন্তে কল্লয়াম্যহং ॥

পরমানন্দনন্দোহো জায়তে যৎপ্রাদাতঃ ।

তস্মৈসৰ্ব্বায় ভূতায় আনন্দার্ঘ্যং নমর্পয়ে ॥

মহানির্দীপিত্ত্ব ।

যাঁহার পাদজলস্পর্শ করিয়া ত্রিজগৎ পবিত্র হয় তাঁহার পাদপদ্ম প্রক্ষালনের জন্য আমি পাদ্য কলস, করিতেছি । যাঁহার প্রদানে রাশীকৃত পরমানন্দ নষ্টে গইল, সর্কায়িত যে তিনি তাঁহাকে আনন্দার্থ্য অর্পণ করিতেছি ।

উচ্ছিষ্টোহপ্যশুচির্বাপি যস্তাঃ স্মরণমাত্রতঃ ।

শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈতে পুনরাচমনীয়কং ॥

ব্রহ্মনন্দিকেশ্বর ।

উচ্ছিষ্ট কি অশুচি হইলে যাঁহাকে স্মরণ করিলেই শুদ্ধ হওয়া যায়, সেই তোমাকে এই আচমনীয় দিবেছি ।

তাপত্রয়বিনাশার্থমথ গুণানন্দহেতবে ।

মধুপর্কং দদাম্যদ্য প্রীদ পরমেশ্বর ॥

মহানির্কাণতত্ত্ব ।

ত্রিতাপ বিনাশ জন্য যিনি অথ গুণানন্দহেতু সেই তোমাকে মধুপর্ক দিতেছি হে, পরমেশ্বর ! আমার প্রতি প্রণম হও ।

পরমানন্দবোধাক্ষিনিজমগ্ননিমূর্ত্তয়ে ।

নাক্ষোপাঙ্গগিদং স্নানং কল্লয়ামীহদেবিতৈ ॥

ব্রহ্মনন্দিকেশ্বর ।

পরমানন্দ বোধরূপ মনুজের যে তুমি ডুবিয়াই আছ, হে দেবি । সেই তোমার এই নাক্ষোপাঙ্গ স্নান কল্লনা করিতেছি ।

সর্কাবরণহীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নভেজনে ।

বান্দী পরিধানায় কল্লয়ামি নমোহস্তুতে ॥

মহানির্কাণতত্ত্ব ।

নমস্ত আবরণহীন যে তুমি, মায়ায় লুকাইয়া
রাখিয়াছ যে তেজ তুমি, নেই তোমার পরিধানের
জ্ঞাত এই বস্ত্র কল্লনা করিতেছি, তোমাকে নমস্কার ।

বিশ্বাভরণভূতায় বিশ্বশোভৈকসোনয়ে ।

মায়াবিগ্রহভূষার্থং ভূষণানি নমর্পয়ে ॥

মহানির্দীপিত্ত্ব ।

এই বিশ্বের আভরণ যে তুমি, সমস্ত বিশ্বশোভার
এক মূলধার যে তুমি, তোমার এই কল্লনাত্মক মূর্ত্তি
ভূষিত করিবার জ্ঞাত এই অলঙ্কারগুলি দিতেছি ।

গন্ধতন্মাত্রায়া সৃষ্টৌ যেন গন্ধধরা ধরা ।

তস্মৈ পরম্নে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে ॥

মহানির্দীপিত্ত্ব ।

যে তুমি গন্ধতন্মাত্রা দ্বারা এই গন্ধধরা পৃথিবীকে
সৃষ্টি করিয়াছ, নেই যে পরমাত্মা তুমি তোমাকে
এই পরম গন্ধ অর্পণ করিতেছি ।

পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধং দেবনির্ম্মিতং ।

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাং ॥

মহানির্দীপিত্ত্ব ।

এই যে সুন্দর সুগন্ধ মনোহর দেবনির্ম্মিত পুষ্প
অর্থাৎ তোমারই নির্ম্মিত পুষ্প, ভক্তিপূর্ব্বক তোমার
নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ কর ।

পরং জ্যোতিঃপরং ব্রহ্ম জগদেকং সনাতনি ।

ভূতয়ে মম দেবেশি দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥

মাংসমুক্ত ।

পরজ্যোতির্স্মৃগী পরব্রহ্ম যে তুমি সনাতনি, আমি
আমর মঙ্গলের জন্য তোমাকে এই দীপ দিতেছি,
গ্রহণ কর ।

এক একটী মন্ত্রের ভিতরে কত উচ্চ উচ্চ ভাব,
সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্র কোথায় উড়িয়া যাইতেছে ! যাঁহারা
দুর্গা মূর্তি পূজা করেন এই ভাবে করুন । সকলের
অন্যই যে মূর্তিপূজার আবশ্যক, তাহাও নহে, কিন্তু
কতকের যে প্রয়োজন তাহার সন্দেহ নাই ।

অমাব একটী বিশ্বাস আছে, এইরূপ মূর্তি কি নাকার
কোন পদার্থের পূজা কতকগুলি শোকের মধ্যে আপনা
হইতে আসিয়া পড়ে । খৃষ্টানদিগের মধ্যে ত মূর্তি
পূজার কোন বিধান নাই, তথাপি রোমানক্যাথলিক
দলে খৃষ্ট ও তাঁহার মাতার মূর্তি পূজা হইয়া থাকে ।
শিক ধর্ম্মে এইরূপ পূজা নিষেধ, তথাপি শিখগণ কি
করিয়াছেন ? তাঁহাদিগের ধর্ম্ম মন্দিরে গুরু প্রণীত
গ্রন্থের পূজা হইয়া থাকে, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ত
নাকার পূজার বিরোধী ছিলেন, এখন শুনিতে পাই
তাঁহার কতকগুলি অমুচর নাকি তাঁহার উত্তরীয় এবং
পাছুকা পূজা আরম্ভ করিয়াছেন । এইরূপ অনেক
দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে । স্ত্রীবুদ্ধি মনুষ্য একটা
কিছু নাকার না পাইলে, কিছুই ধারণা করিতে পারে না ।
রাজা রামমোহন রায়ও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন ।

এমন অনেক লোক আছেন, তাহাদিগকে ঈশ্বর নিরাকার, নিরঞ্জন, নির্মিকল্প, চিন্ময় বলিলে তাঁহাকে শূন্য বলিয়া মনে করে, নাস্তিকতার গড়াইয়া পড়ে। এই ক্ষণেই বোধ হয় পাশ্চাত্য ইতর ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা এই দেশীয় ইতর লোক সুশীল, নম্রচিত্ত ও অপেক্ষাকৃত অধিক ধর্ম্মভীরু।

এতদ্ভিন্ন আর একটা কথা আছে,—হিন্দুশাস্ত্রে মূর্ত্তিপূজার যে বিধান আছে তদনুসারে পূজা করিতে গেলে, একটু ভাব থাকিলে, যেমন বাহিরের বস্তুগুলি সংগ্রহ করিতে থাকিবেন, অমনি মন্দের মধ্যে নগ্ন প্রাণের মধ্যে ভগবানের স্বরূপগুলি স্ফুট হইতে থাকিবে। যেমন প্রদীপটি লইয়া উপস্থিত হইবেন অমনি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ মনে আসিবে; আবার যখন ভূষণ উপস্থিত করিবেন, তখন তিনি সর্ব্ব শোভার আদার, এই ভাবটি জগুরুক হইবে; পুষ্প চরণে দিবার সময়ে তাঁহার পরিত্রাণ উপলব্ধি হইবে; মন্ত্রগুলি এইরূপে নানাভাবে ভগবানের স্বরূপ মনে উদ্দীপন করিয়া দেয়। যাহারা বাহ্যপূজা করেন না, অথচ মনটি উন্নত হয় নাই, তাহাদিগের বিশেষ আশঙ্কা এই—হয়ত ভগবানের একটা ভাব মনে আগিল অপরগুলি ভুলিয়া গেলেন; বাহিরের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় না বলিয়া তদনুযায়ী ভাব ও হৃদয়ে না

আনিতে পারে। একটা পুষ্প সম্মুখে ধরিলে যে ভাব হয়, যদি ফুটাটা সম্মুখে না থাকে হয়ত নেভাবের উদ্বে-
কই হয় না। তবে সকলের সম্বন্ধে ইহা বলা যায় না।
স্মরণক লোক আছেন, যাঁহাদের বাহু পূজার আয়োজন
হয় না। যাঁহারা বাহু পূজা করিবেন, একবার শাস্ত্রের
মর্ম্ম গ্রহণ করুন, প্রকৃত পূজা যাঁহাকে বলে তাহাই
করিতে আরম্ভ করুন—দুর্ক্লম প্রাণ সবল হইবে, মৃত
প্রাণ নজীবিত হইবে। তেজোময়ীর পূজা করিতে
গিয়া যদি অগ্নি সঞ্চয় না হইল, তবে আর কি পূজা
হইল? প্রকৃত দুর্গাপূজা করিলে মন, প্রাণ ও শরীর
অগ্নিময় হইয়া যাইবে, বাক্য অগ্নির্ঘণ করিবে, দেশময়
অগ্নি ছড়াইয়া পড়িবে, বহু পাপ কলঙ্ক ভস্মীভূত হইয়া
যাইবে, এই নিৰ্জীব জাতি অবার দেশের মুখ উজ্জ্বল
করিবে।

সমাপ্ত।

শরণমপি সুবাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনিদলুজ্জনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং
নৃপতিগৃহগতানাং দম্যভিজ্ঞাসিতানাং
স্বমসি শরণমেকা দেবিদুর্গে প্রসাদ

শ্রীশ্রীসৰ্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ ।

শ্রীশ্রীদুৰ্গাকটকম্ ।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বকপে ।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদাববিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহিদুৰ্গে ॥ ১
নমস্তে জগচ্ছিত্যমান স্বকপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানকপে ।
নমস্তে সদানন্দানন্দস্বকপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহিদুৰ্গে ॥ ২

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতৃবস্য
ভয়ার্ভস্য ভীতস্য বন্ধস্য জন্তোঃ ।
ত্বমেকাগতির্দেবি নিস্তারদাত্ৰি
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহিদুৰ্গে ॥ ৩

অরণ্যে রণে দাক্ষণে শত্রুমধ্যে
নলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে ।
ত্বমেকাগতির্দেবি নিস্তারহেতু
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহিদুৰ্গে ॥ ৪

পারে মহাদুস্তবেহ্যন্তঘোবে
সাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং ।
চাগতির্দেবি নিস্তার নৌকা
জগত্তারিণি ত্রাহিদুৰ্গে ॥ ৫

ত্রিচীচণ্ডী ।

নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

স্বরথ ও বৈশ্যের কথোপকথন ।

স্বয়্যপুত্র মনু যাঁরে এই ভূমণ্ডলে
সাবর্ণি অষ্টম মনু বলেন সকলে
পৃথিবীতে যে প্রকারে তাঁর উৎপত্তি
তাহাই প্রকাশ আমি করিব সংগ্রহিত
মহাভাগ সেই মনু দুর্গার কুপায়
মন্বন্তর অধিপতি হন যে উপায়
তাহাও প্রকাশ আমি করিব এখন
মনোযোগ সহ সবে করহ শ্রবণ ।
স্বরথ নামেতে নৃপ জন্মি চৈত্র কুলে
পূর্ব্বকালে প্রজা পালে পুত্র সমতুলে ।
সুবর্ণ ভূপতি সহ সংগ্রাম ভীষ ,
করিলেক নীচ কুল উদ্ধৃত যবন ।
পরাজিত হয়ে ভূপ গৃহে উপস্থিত
রক্ষিবারে নিজ রাজ্য চিন্তেন বিবিত ।

হেন কালে শত্রুগণ তথায় আসিয়া
 পুনর্ব্বার আক্রমণ করিল গর্জিয়া ।
 ছুরাখ্য আমাত্যবর্গ পাইয়া সমর
 হারিলেক সৈন্য আর সঞ্চিত বিষয় ।
 সর্ব্বস্বাস্ত হয়ে নৃপ চড়ি অশ্বপরে
 প্রবেশে একাকী ঘন বিপিন মাঝারে ।
 সেই বনে উপনীত সুরথ রাজন
 দর্শন করিল মুনি আশ্রম শোভন ।
 মুনির আশ্রমে বাস কবিতকছু দিন
 অপহৃত-রাজ্য চিন্তা মগ্ন বার দিন ।
 আমার চক্ষিত পুত্র দিলায় আমাত্য
 ধর্ম্ম অনুসারে দক্ষা করিছে কি সত্য ।
 নাজানি আমাব সেই প্রধান বীরণ
 কি প্রকাবে ভোগ প্রাপ্ত হইছে এখন ।
 আমার পালিত ভ্রাতা নিশ্চয় এক্ষণে
 উপাসনা করিতেছে ... জগনে
 যতেক আমাত্যবর্গ হইয়া মিলিত
 আমাব সঞ্চিত ধন নানাবে রক্ষিত ।
 এইকথ নাহুনিধ চিত্তে গুন বাজন
 এমন সময় বৈশ্য কলো অগমন ।
 সুরথ নৃপতি ত'হুে কুবল জিজ্ঞাসা
 এখানে কিহেতু তাম কোথা কর বাস ।
 তৌমাংক শোকাক্ত হৃদয় কিশের কারণ
 প্রকাশিয়া কই দেখ শুনি বিবরণ ।

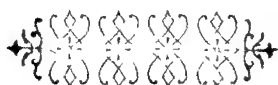
রাজার বিনয় বাক্য করিয়া শ্রবণ
 পরিচয় দেয় নিজ বৈশ্যের নন্দন।
 সমাধি আমার নাম করি নিবেদন
 আমারে করিল দূর আত্মার স্বজন।
 দেখিয়া তাহারা মোর সাক্ষিত বিষয়
 লোভ বশবর্তী হয়ে সব হরি লয়।
 অত্যাধিক রূপেতে ধন করিল গ্রহণ
 পুত্র পৌত্র আদি করি আত্মীয় স্বজন।
 নির্ধন হইয়া আমি ভ্রমি বনে বনে।
 বিধাতা দিবেন কষ্ট নাজানি স্বপনে।
 এই বন মাঝে আমি করি অবস্থান
 পাইব কি পুত্রাদির মঙ্গল বিধান।
 এইরূপ আশা মোর না হয় সম্ভব
 মেঘাবৃত্তে তারা যেন না প্রকাশে গব।
 পুত্রগণ সদাচারি কিম্বা হুঁচাচারী
 হইয়াছে কি প্রকার বিক্রমে বিচারি।
 ঘটিল মঙ্গল কিম্বা হল অমঙ্গল
 কিছু বিচারিতে নারি হইয়া গিহ্মল।
 নৃপতি কহেন বৈশ্যে চিন্ত কি কারণ
 যে হেতু করিল তারা তোমার নির্ধন।
 লোভ পর বশ হয়ে তাহারা যথন
 তোমার সাক্ষিত ধন করিল হরণ।
 কি প্রকারে দয়া তব উপজিল চিতে
 ভাবিয়া সিদ্ধান্ত কিছু নাপারি করিতে।

বৈশ্য কহিতেছে নৃপে করি ঘোড়কর
 কি প্রকারে এ প্রশ্নের করিব উত্তর
 কখনই মোর মনে কোপ না জন্ম
 এখন হইবে কেন তাহার উদয় ।
 ধন লোভে পিতৃভক্তি যেই পরিত্যজে
 সে সম্মানে মম দয়া জন্মে কি প্রকারে
 যেই দাবা বিসর্জিল পতি হেন ধন
 তাহার লাগিয়া মোর শোক কি কারণ ।
 আমার সুহৃদগণ হয়ে নির্বাসিত
 তোমাকেই করিলেক সম্পদে বঞ্চিত ।
 তথাপি তাদের প্রতি বত মম মন
 ইহার কারণ কিছু না বুঝি রাজন ।
 কোন রূপে মোর মন নিষ্ঠুর না হয়
 ইহাব উত্তর কিবা দেন মহাশয় ।
 কথা অবশেষে তাঁরা হইয়া দুঃখিত
 মেধস মুনির পাশে হন উপস্থিত ।
 মুনির চরণে দোহে কবিতা প্রণতি
 জিজ্ঞাসেন প্রশ্ন তাঁহে নম্রভাবে অতি
 মুনির করিয়া পূজা তাঁরা যথোচিত
 নিকটে বসেন তাঁর হইয়া দুঃখিত ।
 মুনিরে জিজ্ঞাসে কিছু স্বপ্ন রাজন ।
 ইহার উত্তর কিছু দেন তপোধন ।
 এ বিষয় নিরূপণ না পারি করিতে
 অত্যন্ত দুঃখিত মোরা হইয়াছি চিতে ।

মূঢ়ের গদগদ মৌর এতেক মমতা
 রাজ্য প্রীতি কেন হয় কই প্রাজ্ঞ চেতা ।
 বৈশ্যই বা কেন হয় সমতা আকৃষ্ট
 ভাষ্যা পূত্র পোষাদিব সাধিবারে ইষ্ট ।
 একপ মমতা কেন জন্মিল হৃদয়ে
 বিচাৰিলা শীঘ্র প্রভু বলুন উভয়ে ।
 মহাভাগ অতিশয় মোহা হুঃখান্বিত
 উপদেশ প্রাপ্ত যেন হুঃখ নিবানিল
 বিবেকাক্ষ যে ও কাবে হয় মোহ গত
 আমরাও সেই রূপ হই জ্ঞান হত ।
 ইহার কাবণ মুনি বলুন দৌহার
 নতুবা মোদেব মনে ধৈর্য্য • 'হ পার ।
 মানিবব কারিতো'ছ গুন মঙ্গলত
 বিষয় গোচর জ্ঞান আছে জীব মাত্রে
 সে বিষয় ভিন্ন হয় পবম্পব জান
 সকলের এক রূপ না হয় কখন ।
 কোন কোন প্রাণী পাম দিবসে দেখিতে
 কোন প্রাণী হয় অন্ধ সূর্য্য আলোকেতে
 কোন প্রাণী ভুল্য দৃষ্টি রাত্র দিন হয়
 সৃষ্টি-কর্তা-সৃষ্ট এই কৌশল নিশ্চয় ।
 সৃষ্টির কৌশল আর নিজ কর্তৃ ফলে
 সুখ হুঃখ ভোগ সবে করে মহীতলে ।
 অদৃষ্ট প্রসন্ন তব ছিল এক দিন
 সেই কারণে রাজসুখ ছিল আজাদীন ।

এখন অদৃষ্ট তব ছুরাদৃষ্টে নত
 সেই জনো রাজ-লক্ষ্মী হইলেন গত ।
 যে প্রকার উপদেশে দিলেন আপনি
 সত্য ইহা বুঝিলাম মনে অমুমানি ।
 এই রূপ জ্ঞান শুদ্ধ মনুষ্যের নয়
 পশু পক্ষী মৃগাদি সব সকলের হয় ।
 অতএব বুঝ নৃপ কবিয়া বিবেক
 সুখ ভ্রমে বোধাবোধ সকলের এক
 যে কারণে বৈশ্য হয় মনস্তা আকৃষ্ট
 তাহাও প্রকাশ করি শুন নৃপ শ্রেষ্ঠ
 ক্ষুধায় পীড়িত যদি হয় পক্ষিগণ
 তত্রাচ সে নাহি কবে আতাব গ্রহণ ।
 চক্ষুপটে খাদ্যদ্রব্য করি আনয়ন
 শাবকেই আতি যত্নে করে সমার্পন ।
 অপত্য স্নেহে বশে মানব সকলে
 আপন সুস্থান গণে পালে কি না পালে ।
 কহ দোষি নৃপ শ্রেষ্ঠ করিয়া বিচার
 মম বাক্য সত্য কি না কটিল এবার ।
 এই রূপ হয়ে থাকে বিধুব মায়ায়
 নতুবা কি জীব সব মোহাবর্তে যায় ।
 তাঁর মায়া কে বুঝিবে এই ভু-বলে
 থাকুক অজ্ঞের কথা শিবে নাহি মিলে ।
 যোগ নিদ্রা স্বরূপিনী শক্তির প্রভাবে
 সর্ব জীব হয়ে থাকে মোহিত এ ভবে ।

আর দেবী ভগবতী মার্যাক্রপ বলে
 আকর্ষিয়া জ্ঞানী জনে মোহ গর্তে ফেলে
 যিনি এই চরাচর করণ সৃজন
 তাঁহার ক্রপায় জীব লভে মুক্তি ধন ।
 মহামায়া সনাতনৌ ব্রহ্ম জ্ঞান রূপা
 পৃথিবীস্থ সর্ব জীবের করিছেন রূপা ।
 মুক্তি প্রদা হন তিনি আর সর্বৈশ্বরী
 নতুবা কাতার সাধা তবে ভব-বারি ।



মধুকৈটভ বধ ।

রাজা বলিলেন শুন প্রভু ভগবান
 কি প্রকারে মহামায়া হন অধিষ্ঠান ।
 তাঁহার স্বভাব কিম্বা উত্তম রূপেতে
 বিস্তারিয়া কহ প্রভু বুঝি যেন চিতে ।
 কোথা থাকি উৎপত্তি হন ভগবতী

বর্ণন করুন তাঁর সমস্ত ভারতী ।
 কহ কহ দ্বিজ শ্রেষ্ঠ অপূর্ব কাহিনী
 জনম সফল। মোব হবে যাহা শুনি ।
 শুনিতো আকাজক্ষা মোব বড় হইতেছে মনে
 আপনি বর্ণিলে মোরা শুনিব শ্রবণে ।
 মণি বলিলেন শুন রাজার নন্দন
 জগন্মূর্ত্তি মহামায়া নিত্য। বলি জান ।
 তাঁহার বিনাশ কভু না হয় জগতে
 জন্ম বিবরণ তাঁব না পাবি বলিতে ।
 সমস্ত পৃথিবী ব্যাপা কবে কবেন বসন্তী
 কিছু কিছু বলিতেতেছি তাঁব উৎপত্তি ।
 নিত্য। বলি অভিহিত। গিনি মহামায়া
 দেব কার্য্য সিদ্ধ হেতু। গিনি ধনি কার্য্য ।
 লোক মধ্যে মধ্য গলে হন প্রচারিত
 তাঁহার জনম কথা বুঝত বিহিত ।
 করনান্তে যখন পূণী হয় একাধিব
 অনন্ত শয্যায় প্রভু নিদ্রিত কেশব ।
 তখন ব্রহ্মাকে নাশ কবিতার তরে
 মধুকৈটভ অস্তরে নিজ মূর্ত্তি ধরে ।
 ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তাব জগৎ বিখ্যাত
 দেখি ব্রহ্মা বিনাশিতে গাঢ়হান উদ্যত ।
 ব্রহ্মা দেখিলেন বিষ্ণু নিদ্রায় মগন
 অহরে আসিছে মোকে করিতে নিখন ।
 ভয়াতুর চতুর্ভুজ না দেখি উপায়

যোগ নিদ্রা স্তব করে ঠেকি বড় দায় ।
 বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী প্রলয় কারিনী
 তব স্তব করিবার আমি কিবা জানি ।
 তুমি সর্বোৎকর্ষী সর্ব সৃজন কারিনী
 প্রলয় সময় তুমি ত্রিলোক রক্ষিনী ।
 তুমি সর্ব জীবে রাথ উদর ভিতরে
 তব কার্য্য বর্ণিবারে কেবা শক্তি ধরে ।
 তুমি সৃষ্টি স্থিতি তুমি প্রলয় কারিনী
 জগৎ বিনাশ কালে তুমি সংহারিণী ।
 মহাবিদ্যা মহামেধা তুমি মহাস্বৃতি
 শক্তি রূপে শিব হৃদে তুমি কর স্থিতি ।
শুণ ত্রয় রূপে বাস কর চরাচরে
 তোমার প্রকৃতি আমি বুঝি কি প্রকারে ।
 মহারাত্রি কালরাত্রি তুমি ভয়ঙ্করী
 ধরাময়ী হয়ে কভু তুমি ভয়হরা ।
 ত্রীরূপে এসতী তুমি কর সর্ব জীবে
 তোমার যতেক লীলা মূর্খে কি বুঝিবে ।
 লজ্জা পৃষ্টি তুমি ধরণী ভিতরে
 তোমার মহিমা দেবী কে বর্ণিতে পারে ।
 সনাতনী ব্রহ্ম জ্ঞান তোমার রূপায়
 লভি জীব করে নিজ মুক্তির উপায় ।
 শান্তি রূপে ক্ষিতি মাঝে সদা বাস কর
 পাপ পূর্ণ হলে পৃথ্বী অশান্তিকে ধর ।
 ঋজিনি শূলিনী তুমি ভীষণ গদিনী

শঙ্খিনী চক্রিনী তুমি পরিখ চাপিনী ।
 স্তম্ভ দুঃখ দাতা তুমি আবুধ ধারিনী ।
 তোমার মাহাত্ম্য শিবে আমি কিবা জানি ।
 তুমি সৌম্য! সৌম্যতরা আর কি বলিব
 তোমাপেক্ষা এ জগতে কে আছে স্তম্ভব ।
 তুমি শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠাপেক্ষা হও শ্রেষ্ঠতরা
 শ্রেষ্ঠ বরাদিব তুমি ঈশ্বরী অপবা ।
 হে অখিঅকৈ তুমি সদাসং শক্তি
 অতএব আমি কার তোমাকেই ভক্তি ।
 মহামায়া সর্বৈশ্বরী তুমি গো ঈশ্বরী
 কখন কি রূপ ধর বলতে কি পারি ।
 নৃষ্টি স্থিতি লয় কর্তা যিনি নারায়ণ
 তুমি কবিরূপ তাঁবে নিদ্রায় মগন ।
 অপরে কি তোমা স্তব কবতে সমর্থ
 স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান তিনি অসমর্থ ।
 আমি বিষ্ণু মহেশ্বর জান্য তোমা হতে
 না পারি যখন তোমা স্তবে সন্তোষিতে ।
 তখন অপবে কেবা হইবে সমর্থ
 স্বর্গপুরে দেবী দুর্গে ! ভব সন্তোষার্থ ।
 তুষ্ট হয়ে মধুকৈটভে কর বিমোহিত
 তা'হলে বিষ্ণুর ক্রোধ হবে অন্তমিত ।
 মহা হর হয়ে শাস্ত্র করিতে বিনাশ
 সংজ্ঞাকে পাঠাও দেবী মহাবিষ্ণু পাশ ।
 ব্রহ্মার সম্মুখে মধুকৈটভে নাশিতে

বিষ্ণুর হৃদয় বাহু দেহ মগ্ন হৈতে ।
 নিষ্ক্রান্তা হইয়া দেবী কাবণ বসতী
 দেবকার্য্য সিদ্ধ হেতু অতি শীঘ্র গতি ।
 ঋষি বলিলেন ব্রহ্মা এই প্রকাবেতে
 নিদ্রাদেবী শুব ঠৈলা বেদ বিধি মতে ।
 নিদ্রা ভঞ্জে দেখিলেন দেব ভগবান
 ব্রহ্মা বিনাশিত মৈত্রী কবে অবস্থান ।
 মহাপবাক্রম তাঁর আবহুলোচন
 ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি তাঁর সঙ্গজন ।
 কৃতোদ্যম ছবায়ন ব্রহ্মাকে নাশিতে
 দেখিলেন নিঃশ্বাস ক্রমশঃ শয়নে ;
 উত্থানান্তে নাবার । গহ বুদ্ধ কবে
 পঞ্চম সহস্র নব বাপি এক বাবে ।
 মহামায়া নিরোহিত মহা সুরদ্বয়
 আপন বিস্মৃত হৈ। বিষ্ণু প্রতি কয় ।
 তোমার সহিত যুদ্ধ নোরা অতি তুষ্টি
 বর ভিক্ষা যত এবে যাহা হয় ইষ্ট ।
 অশুরেব সাধা শুনি দেব নাবায়ণ
 হাসিয়া তা। বর প্রতি বলেন বচন ।
 উভয়েই সম এবা হও এই ক্ষণ
 ইহা ভিন্ন তত্ত্ব বন নাহি প্রয়োজন ।
 মহাসুরদ্বয় বাস ভগবান প্রক্তি
 অস্ত্রিমের নিবেদন শুনহ সংপ্রতি ।
 জলাকীর্ণ শূন্য স্থানে নোদের বিনাশ

শেষ কথা তব স্থানে করিহু প্রকাশ।
 সম্মত হইলা তাহে দেব নারায়ণ
 শঙ্খ চক্র গদা হস্তে করিয়া ধারণ।
 নিজ উরু দেশে রাখি মহাসুরদ্বয়ে
 করেন মস্তকচ্ছেদ প্রসন্ন হইয়ে।
 মহামায়া সমুদ্ভূত এই রূপে হোন
 ব্রহ্মার বর্ণিত স্তব মেধ সোত কোন।
 মধুকৈটভ ধ্বংস কথা হইল সমাপ্ত
 মোরে স্থান দেহ দুর্গে! ত্রীচরণে আপ্ত।



মহিষাসুর বধ স্বভাস্ত্র ।

ঋষি কহিলেন শুন আমাব ভারতী
 পূর্ব্ব কালে ছিল ইন্দ্র দেবতাদিপতি।
 মহিষ অশুর হয় অশবের পতি
 দেবাসুরে যুদ্ধ শত বর্ষ ক্রমাগতি।
 পরাজিয়া দেব গণে মহিষ অশুর
 ইন্দ্ৰের ইন্দ্রত্ব লভে অসুরের পুর।
 পরাজিত হয়ে তারা পদোদ্ভব লয়ে
 বিষ্ণু মহেশ্বর স্থানে চলিলেন ধৈর্যে।
 দেবগণ তাঁহাদের নিকটে আসিয়া

বলিতে লাগিলা সবে বিনয় হইয়া ।
 ইন্দ্রের ইন্দ্র আর চন্দ্রের চন্দ্র
 মহিষ অশুর লয় সকল রাজত্ব ।
 অগ্নি ঘন সূর্য্য আর পবন বরুণ
 সকলের স্বলাধিষ্ঠিত তারা এইক্ষণ ।
 হুয়াহুয়া মহিষ সবে করিল তাড়না
 দেবগণ ভ্রমে মর্ত্তে ক্লেশ পান নানা ।
 অশুরের যুদ্ধে মোরা হই পরাজিত
 আপনারা করিবেন যা হয় উচিত ।
 কহিলাম উভয়েরে যত বিবরণ
 রক্ষহ শরণাগত হর নারায়ণ ।
 অশুর বধের শীঘ্র করহ উপায়
 নতুবা দেবতাকুল একবারে যায় ।
 দেবতার ষাক্য শুনি হরি বিশ্বস্তর
 কোপে কাঁপে দোহা অঙ্গ থর থর থর ।
 কোপাবিষ্ট চক্রধারী শঙ্কর ব্রহ্মার
 তেজঃ বিনির্গত হয় সর্ব্ব দেবতার ।
 তেজঃপুঞ্জ একত্রিত হইল যখন
 দৃশ্য হয় দীপ্তিমান পর্ব্বত যেমন
 প্রজলিত অগ্নি সম দিগন্ত ব্যাপিল ।
 দেখিলা সকল দেব আশ্চর্য্য হইল
 প্রভাশালী তোজারানি হইয়া মিলিত
 নারীর আকার এক হইল স্থরিত ।
 শঙ্করের তেজে ইয় মুখের আকার

বিষ্ণু যম তেজে হয় বাহু কৈশাকার ।
 চন্দ্র তেজ স্বনরূপে বক্ষ দেশে বসে
 ইন্দ্র তেজ বসিলেন গিয়া কটি দেশে ।
 বরুণ তেজেতে জজ্বা হয় উৎপত্তি
 পৃথ্বী তেজ দ্বাবা হয় নিতম্ব আকৃতি ।
 ব্রহ্মতেজে পদ দ্বয় হইল গঠিত
 সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলি হইল রচিত ।
 বসুদের তেজে হয় নাসিকা উদ্ভব,
 প্রজাপতি তেজে দন্ত সৃষ্টি হয় সব ।
 চক্ষুরূপ রূপ ধবে তেজ অনলোব,
 সন্ধ্যাদেব তেজে সৃষ্টি হয় ক্রোধের ।
 পবন তেজেতে তাঁর কর্ণ দ্বয় হয়,
 অন্য দেব তেজ প্রাপ্তে শিবা উপজয় ।
 মঙ্গল আকাজক্ষী শিবা হইল উদ্ভব,
 একবাব উচ্চঃস্ববে দুর্গা বল সব ।
 তেজোবাশি সমোদ্ভূতা দেবীর দর্শনে ।
 হর্ষান্বিত হইলেন সর্বদেব গণে ।
 নিজ শূল হতে শিব শূল আকর্ষিয়া,
 তাহার হস্তেতে দেন প্রসন্ন হইয়া ।
 নিজ চক্র হতে চক্র করিয়া সৃজন
 দেব নারায়ণ তাঁহে করিলা অর্পন ।
 বরুণ দিলেন শঙ্খ শক্তি হুতাশন
 বায়ু ধনুর্ঝান তুণ করেন অর্পন ।
 অমরাধিপতি ইন্দ্র নিজ বজ্র থেকে,

উৎপন্ন করিয়া বজ্র দিলেন তাঁহাকে ।
 ঐরাপত দিলা ঘণ্টা ব্রহ্মা কুমণ্ডল,
 এই রূপে দিলা সবে হয়ে কুতুহল ।
 যম কালদণ্ড থেকে দত্ত সমর্পিলা ।
 বরুণ দিলেন পাশ দক্ষ অক্ষমালা ।
 দিবাকর লোমকূপে নিজ রশ্মি দিলা,
 যম তীক্ষ্ণ খড়্গা অসি তাঁহাকে অর্পিলা ।
 ক্ষিরোদ তাঁহাকে দিলা দিব্য চূড়ামনি,
 অর্দ্ধ চন্দ্র আব দিব্য কুণ্ডল দুখানি ।
 হার যুগ্ম বস্ত্র আর বলয় নিকর,
 কেয়ূর শোভিছে ভূজে অতি মনোহর
 দুখানি নুপুর তাঁর পদদ্বয়ে দিলা,
 অত্যন্তম গ্রীবদেশে হার প্রদানিলা ।
 সমস্ত অঙ্গুলে শোভে অঙ্গুরী সমূহ,
 তুলনার তুলা কেবা হয় তাঁর সহ ।
 বিশ্বকশ্মা নানাবিধ তাঁরে অস্ত্র দিলা,
 জলনিধি দিলা কণ্ঠে পঙ্কজের মালা ।
 বাহনার্থ সিংহ দান কৈল হিমালয়,
 কুবের দিলেন সুরা সহ পাত্রাক্ষর ।
 নাগেশ্বর যেই হার করিলা অর্পণ,
 সর্প মণি দ্বারা হয় তাহার গঠন ।
 অলঙ্কার অস্ত্র দিলে যত দেবগণ,
 সম্মানিত হয়ে দেবী করিলা গর্জ্জন ।
 গর্জ্জন শব্দেতে পূর্ণ হয় শূন্য দেশ ;

পৃথিবী কম্পিত আর সমুদ্র প্রবেশ ।

চঞ্চল পর্বত সব মনুষ্যোবা ক্ষুব্ধ,

পশু পক্ষী নদ নদী হইল নিস্তব্ধ ।

সিংহ পৃষ্ঠে ভগবতী করি নিরীক্ষণ

জয় জয় ধ্বনি করি উঠে দেবগণ ।

ভক্তিসহ স্তব করে যত মুনিগণ,

আমিও মন্তকে কবি ও বাজা চরণ

সমস্ত ত্রৈলোক্য দেখি অতি শশঙ্কিত

অশ্রুবের সৈন্ত সব হয়ে স্তম্ভিত ।

হস্তে ধনু অস্ত্র ধরি তুবা সমুখান,

ক্রোধে শব্দ অনুসাবে হব ধাবমান ।

উপনীত হয়ে তাবা কবিল দর্শন,

নিজ কান্তি দ্বাবা দেবী ব্যাপী ত্রিভুবন ।

ধনুঃ শব্দে পৃথ্বীতল কবি বিকোভিত,

নিশক হৃদয়ে তিনি হন বিবাক্তিত ।

অশ্রু সহিত দেবী যুদ্ধ আরম্ভিল,

বানের কিবণে দশদিক আলাকিল ।

সেনাপতি মহাসুর সাজিল আর চিন্তুর

চতুবঙ্গে চামর সহিত

ছয়াযুত লয়ে রথ আগুলিলা গিরা পথ

চণ্ডী সহ হইল মিলিত ।

অসি লোমা মহাক্রুর বাহুল নামে অশ্রুর

একাদশ রথ সঙ্গে নিলা

মহাক্রুর চড়ি রথে সহশ্রেক রথি সাথে

সংগ্রাম করিতে আরজিলা ।
 পরিবারিত অসুর শত্রু করিবারে দুর
 অশ্বগজে হইয়া বেষ্টিত
 মহাসুর বিড়ালাক্ষ পদাতিক অর্ধ লক্ষ
 সঙ্গে লয়ে হয় সুসজ্জিত ।
 অন্যান্য অসুর গণে রণ অশ্ব লয়ে সনে
 একটি অযুত পরিমিত
 মহিষ অসুর শেষে কোটী সহস্রেক অশ্বে
 যুদ্ধ স্থানে হয় উপনীত ।
 পরে অসুরের পাল লয়ে শক্তি ভিন্দি পাণ
 পরশু মুঘল অস্ত্র নানা
 পট্টিশ ঝড়াদি শূল বেল অস্ত্র সমতুল
 অস্ত্র শব্দ হয় বন্ বন্না ।
 কেহ শক্তি কেহ পাশ দেগি লোকে পা' ত্রাশ
 চণ্ডীকা উপরে ফেলিতেছে
 দেবী নিজ অস্ত্র ধরি অস্ত্র গতি রোধ করি
 মহা মহা রথিরে নাশিছে ।
 দেব ঋষি স্তব করে দেবীকে প্রসন্ন হেরে
 ঈশ্বরী শুনিয়া নিজ কাণে
 করিলেন জর্জরিত আছিল অসুর যত
 পুনঃ পুনঃ অস্ত্র বরিষণে ।
 দেবী-বাহন কেশরী কেশর কম্পিত করি
 অনিলের ন্যায় সেও ভ্রমে
 যুদ্ধ কালে ঋষি ত্যাগে শত শত সৈন্য বাগে

মহাসুর তারা বধে ক্রমে ।
 নিশ্বাসে বর্দ্ধিত গণ লয়ে অস্ত্র অগণন
 কবিতেছে বিপক্ষ জনন ।
 কোন গণ উৎসবে শজ্ঞাদি মৃদঙ্গ ববে
 চাগিদিক ববে বিচরণ ।
 শাক্তগদা দেনৌ ধবি অসুরে আঘাত করি
 কত লত কবিল বিনাশ
 ঘণ্টা রবে পাশ দিয়া দৈত্যদের বান্ধি হিরা
 আকষিষা ফেলে পৃথ্বী পাশ ।
 কেহ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে দ্বিধা হয় দুই ভিতে
 কেহ পায় গদাব ঘাতন ।
 মুথলে তাড়িত বেহ অত্যন্ত ক্রোধিরা বহ
 হয়ে কেহ করে পলায়ন ।
 কেহ শূলাঘাত প্রাপ্তে বক্ষ দেশে রক্ত লিপ্তে
 ভূমিতে হইল নিপতিত ।
 দিয়া সমুদ্রাদি শর যুদ্ধ স্থান কলেবর
 যেন কবিলেক আচ্ছাদিত ॥
 আর যত সেনাপতি চণ্ডিকার করি নতি
 ইহলোক চলিল ছাড়িয়া ।
 দ্বিজ গিরিশঙ্কর ভণে দয়া করি অকিঞ্চনে
 ভব বজ্জু ফেল না ছেদিয়া ॥
 কাহারও বা বাহু ভিন্ন কাহারও বা গ্রীবা ভিন্ন
 কাবো কটি দেশ বিদারিত ।
 কাহারও মস্তক নাই রক্ত পড়ে সর্ব ঠাই

উরুদেশে হইয়ে আকিত ॥

বাহু চক্ষু পদ ধরে বানামাতে বিধা হয়ে

অবশেষে পড়ে ভূমিতলে ।

শির ত্রিগ্ন হয়ে কেহ ভূমিতলে পড়ে দেহ

পুনঃ উঠে পূর্ব তপ ফলে ॥

কবন্ধ অসুর গণ যুদ্ধ করে প্রাণ পণ

করি অস্ত্র সুন্দর গ্রহণ ।

অত্যাচার কবন্ধ যত হযে তুর্য়ালয়াশ্রিত

নাচে পাব দেবার চরণ ॥

শিরশ্চিন্ন অসুরেরা কবন্ধ হইয়া তারা

গদাশক্তি করিয়া ধারণ ।

বলে দেবী স্থির হয়ে যুদ্ধস্থলে দণ্ডাইয়ে

কিছুকাল কর মহারণ ॥

ক্ষণকালে দাবানল দগ্ধ করে বৃক্ষদল

সেইরূপ মহাসুরক্ষর ।

ধরিলেন দিগম্বরী দশভূজে অস্ত্র ধরি

মুক্তি দেখি পায় সবে ভয় ॥

কেশর কম্পিত করে গার্জ্জ সিংহ বায়ে বায়ে

নাশিতেছে অসুর সকল ।

কহে গিরীশ একান্তে পাই যেন প্রাণ অন্তে

অধিকার চরণ কমল ॥

চিকুর বধ ।

দেবসেনা যুঝে অস্ত্রের মাঝে

তুষ্ট হয়ে দেব গণে ।

পুষ্প বৃষ্টি করে দেব সৈন্তোপরে

অতি আনন্দিত মনে ॥

কতে তপোধনে বাজার নন্দনে

দোষি সৈন্ত রণে হত ।

চিকুরাতিশয় ক্রোধাশ্রুত হয়

আর মহাসুর যত ॥

অস্থিকার সনে প্রাণ্ডিল রণে

ধনুঃশর ধরি কবে

দেবী মহেশ্বরী হস্তে ধনু ধরি

বধে অশ্ব সারথিরে ।

সুমেরু শৃঙ্গেতে বর্ষে বরিষাতে

যেন জলধর গণে

বাণ বৃষ্টি করে সেই রূপ করে

দেবী হরষিত মনে ।

কাটী রথধ্বজে অস্থিকা গরজে

সেনাপতি চিকুরের ।

রথ শূন্য হয়ে চিকুর ধাইরে

অসি ধরিয়া গৌহের

দেবী পাশে গিয়া সিংহে আঘাতিয়া

দেবী বাম হস্তে হানে ।

স্পর্শে অসি হাত হইল নিপাত

পুনঃ যুঝে শূল আনে

কালীকে লক্ষ্যল শূল ছাড়ি দিল
 উঠে শূল শূন্যোপরে
 শতোদ্ধু দেখি দেবী শশীমুখী
 সায় শূল করে ধরে।
 দেবী তাক্ত শূলে চক্ষুরে নাশিলে
 খণ্ড কবি শত শত
 চক্ষুব পড়িল আনন্দিত হল
 স্বর্গবাসী দেব যত।

মহিষাসুর বধ।

মহিষ অশুব দেখি চক্ষুব নিহত
 গজস্কন্ধে উঠি হয় সমরে আগত।
 চামর ত্রিদশাদনে সঙ্ঘেতে লইল
 চক্ষুব নিমিষে যুদ্ধে উপস্থিত হইল।
 চামর অশুব তবে দেবী লক্ষ্য করি
 হানিলেক শক্তি গোটা নিজ হস্তে ধরি।
 দেবীর হৃদাবে শক্তি নিশ্চভ হইয়া
 ভূমিতলে অতিবেগে পড়িল ধাইয়া।
 চামর অশুব দেখি শক্তি নিপাতিত
 হানে শূল দেবী প্রতি হয়ে ক্রোধান্বিত।
 শূল ছিন্ন কবে দেবী বানের প্রহারে
 তিনি ক্রোধ কৈলে কেবা রক্ষিবারে পারে।
 অনন্তর দেবী-সিংহ লক্ষ্য দান করি

অসুরের সহ যুঝে গজস্কন্ধে চড়ি ।
 হস্তী স্বক হইতে তুরা ভূমিতে নামিল
 অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দোহে আরম্ভিল ।
 এক লক্ষ উঠে সিংহ আকাশ উপরে
 চামর মস্তক ছেদে করের গ্রহারে ।
 উপগ্র যসুরে দেবী মুষ্টি আঘাতিয়া
 যুদ্ধ ক্ষেত্রে নাশিলেন ছহকার দিয়া ।
 গদার আঘাত করি উদ্ধত অসুরে
 মস্তক করিয়া চূর্ণ দিলা যমপুরে ।
 ভিন্দিপাল দ্বারা নাশে অসুর বাস্কেলে
 বাণ দ্বারা তাম্র অন্ধ নাশিলা সকলে ।
 ত্রিনয়না মহেশ্বরী ত্রিশূল আঘাতে
 উগ্রাস্ত ও মহাহনু উগ্রের নিপাতে ।
 বিড়ালাক্ষ মহাপুরে অসির খাতনে
 মস্তক কাটিয়া দিলা যমের সদনে ।
 হৃদ্ধির হৃশুর্ধ নামে অসুর দ্বিজনে
 শর দ্বারা নিলা দেবী যমের সদনে ।
 মহিষ অসুর দেখি সৈন্য নিজ ক্রর
 মতিষ আকাবে দেবে ত্রাসিত করয় ।
 খুর নিক্ষেপণে বধে কাহারো সোবনে
 কাহারো লইল প্রাণ লাঞ্ছল তাড়নে ।
 কাহাকেও শৃঙ্গ দিয়া করে বিদরিত
 গদাঘাতে কারো প্রাণ চির অন্তমিত ।
 গজ্জন শব্দেতে কেহ প্রাপ্ত হয় নাশ

ভ্রমণ দ্বাবার কেহ হইল বিনাশ ।
 খুরাঘাতে পৃথিবীকে কবি বিদারণ
 হুঁচুচিক্তে রণস্থলে করে বিচরণ ।
 শৃঙ্গ দ্বারা উপাড়িয়া পরত সকল
 কাতারো উপরে ফেলে হইয়া নিহবল ।
 পৃথ্বী বিদাবিত তায় সবেগে ভ্রমণে
 সমুদ্র পৃথিবী গ্রাসে লাক্ষণ তাড়নে ।
 শৃঙ্গাঘাতে কম্পমান হলে মেঘগণ
 থণ্ড থণ্ড কবি ফেলে নিশ্চুঁস পবন ।
 উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত কবি পর্তত দারুণ
 ভূতলে পতিত কবে শৃঙ্গ নিদারুণ ।
 কুপিত অশুরে দেখি নিকটে আসিতে
 ক্রোধ উপজয় দেবী চণ্ডীকার চিতে ।
 পাশ নিক্ষেপনে তাবে কবিল বন্দন
 মহিষ আকার ত্যজে অশুর তখন ।
 যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহ রূপ কবির্যঃ দাবণ
 দেবী অগ্নিকাব সনে আবস্তিল রণ ।
 অগ্নিকা যথম তাব মস্তক ছেদিল
 ঋজু-পাণি কপে এক পুরুষ হইল ।
 ঋজুসহ দেবী তাবে করিল ছেদন
 পুরুষ আকার ত্যজি হইল বাবণ ।
 মহা গজ শুণ্ড দ্বাবা সিংহে আকর্ষিয়া
 যুদ্ধক্ষেত্রে মধ্যে উঠে গর্জন করিয়া ।
 প্রীতি শোধ জন্য সিংহ করিলে গর্জন

দেবী-থড়াঘাতে শুণ্ড করিল ছেদন ।
 মধুপান করি দেবী অরুণ নয়না
 জগন্মাতা হান্তোদয়ে হইলে উন্মনা ।
 তৎকালে মহাবীৰ্য্য হ্রস্ত অসুর
 চণ্ডীকা উপরে ফেলে ভূধর প্রচুব ।
 ক্রোধ উপজিল দেবী চণ্ডীকার চিতে
 পর্কিত করেন চূর্ণ শবের আঘাতে ।
 ক্রোধে চক্ষুরক্তবর্ণ হইলে ভবানী
 কণ্ঠ উচ্চারিত শব্দ স্পষ্ট নাহি শুনি ।
 মধুপিয়ে মত্ত আমি ছিনু যতক্ষণ
 গর্জন করিলি মুঢ় তুই ততক্ষণ ।
 এবে তোরে রণক্ষেত্রে নিশ্চয় নাশিয়া
 দেবগণে গর্জাইব এখানে আনিয়া ।
 এই বলে উঠে দেবী মহাসুরোপরে
 পদে আক্রমিয়া তার শূলে বিদ্ধ করে ।
 পদাক্রান্তাসুর হলে দেবী বীৰ্য্যাক্ষর
 অগ্নি দ্বারা করে দেবী দেহ মাথা ভিন্ন ।
 হাহাকার ধ্বনি উঠে দৈত্যদের মাঝে
 হরষিত দেবগণ অত্যন্ত গরজে ।
 গাইছে গন্ধর্বে গান নাচিছে অঙ্গরী
 সবে মিলে স্মর এবে শঙ্কর শঙ্করী ।



ইন্দ্রাদি দেবতা কর্তৃক দেবীর স্তব ।

— ০ঃ০ —

মহিষে দেখিয়া হত ইন্দ্রাদি দেবতা যত
হয়ে অতিশয় হবষিত
দেবীর চরণে নতি জাব ববে ভক্তি স্তুতি
পুষ্প বৃষ্টি চন্দন সসিতি ।
বিনত দেবতা সবে করিছেন এক্য ভাবে
বাহাব স্বকীয় প্রভাবেতে
চবাচর বিস্তারিত দেবকণ্ঠে দেহ কৃত
প্রাপ্ত হন যিনি পাণ্ডবীতে
তিনি হন পূজনীয় দেব স্বামি ইত্যাদিয়
মোরা নত তাঁর চরণেতে ।
দয়া করি সর্বজীবে মঙ্গল ককন শিবে
মোদে রক্ষ সর্ব ভয়হতে ।
হরি হর সৃষ্টি কর্তা তিন জনে যাব বাড়া
শক্তি নাহি ধরে বর্ণিবাবে ।
সেই মহামায়া দেবী প্রতিপালি এ পৃথিবী

চিহ্নাবিত ভয় নাশিবারে ।

লক্ষ্মীকপে তুমি বাস পূণ্যশীলদেব পাশ

পাপী গৃহে অলক্ষ্মী রূপেতে ।

তুমি ধ্যানীদের ধ্যান আর জ্ঞানীদের জ্ঞান

শ্রদ্ধারূপে সংহদয়েতে ।

শুদ্ধ বংশে জাত যারা তুমি লজ্জা হও তারা

তঁাহাদের শরীর ভিতরে ।

এ হেতু তোমায় শিবে বাব বার প্রণমিবে

বসে যত জীব পৃথ্বী পরে ।

দশভূজা তব মূর্তি বণিবারে মোর শক্তি

হয় কিগো জগত জননা ।

দেবাস্তর যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ দর্শিনু নেত্রে

সাধ্য কি তাহাও বর্ণনী ।

তুমি বিকার রহিতা হও ত্রিগুণ আশ্রিতা

একমাত্র হেতু জগতের ।

বিষ্ণু মহেশ্বর আব ইন্দ্রাদি দেবতা সাব

পরিজ্ঞাত না হ'ন তত্ত্বের ।

তুমি গো অপবাজিতা হও মহী শ্রেষ্ঠ ভূতা

যত রূপ পদার্থ আশ্রিত ।

পদার্থ আশ্রয় করি ব'স দেবী মহেশ্বরী

তব অংশে জগত সৃজিত ।

যজ্ঞে নাম উচ্চারণে তপ্ত লভে দেবগণে

স্বাভা স্বধা নামের কারণ ।

চণ্ডীকার উপাসনা হৃদয়ে চিত্তিয়া নানা

না পারি করিতে নিকপণ ।

যত যশ কুতেন্দ্রিয় ভক্তসাব মোক্ষার্থীয়

দোষ শূন্য হল মুনিগণ ।

তুমি মুক্তি কক প্রদ ছিন্নে বজ্জু ভবাপদ

ঠাঁহাদেব মতে নির্দ্বাবণ ।

তও তুমি গো অস্থিকঃ মনোহর শর্কারাত্মকঃ

শুক যজু সাম বেদ আদ ।

ধরি রূপ মহোষধি বিনাশিষে সর্ব বাধি

নাশ শস্য আকাষে ক্ষুধাদি ।

অতএব ভগবতী একমাত্র তুমি গাহি

তও এই নিখিল জগতে ।

তুমি তও ভবাবাধা অসীম তোমাব সাধা

সদ্য কিবা মোদেব নগিতে ।

বুদ্ধ রূপ ধব শিবে বাস কব সর্ব জীবে

ভব পাবে তুমি গো তরণী ।

ভানি নমুকেটভাবি হইরে প্রাকপ ধাবি

তও বিষ্ণু হৃদি বিলাসিনী

অহাদেব কোতৃহলে বুদ্ধি কব অবহেলে

ধরি গৌরী দ্বিভুজা যুবতি ।

মতিব অমুব সনে বুদ্ধ কবি প্রাণ পণে

যবে হাস্য হইল উৎপত্তি ।

মুখাকৃতি ভবে ছিল অতিশয় সমুজ্জল

পূর্ণ শশী জিনিয়া আকৃতি ।

অধ্বস্থিত দেবগণ সমুহ অমুব গণ

আশ্চর্য্য মানিল ইহা অতি ।
 ভীষণ কুপিত অতি দর্শিয়া তব মুরতি
 ঈষৎ লোভিত মুখাকার ।
 মহিষ অসুরগণে শ্রাণ তাজিল না কেনে
 এবড় হয় চমৎকার ।
 দেখি কুপিত অন্তকে কেহ বা জীবিত থাকে
 বল দেখি দেবী মহেশ্বরী ।
 তুমি হইয়ে প্রসন্ন মঙ্গল কবিরে নানা
 এইত বিধান বিশেষ্বরী ।
 তুমি হলে ক্রোধ যুক্ত সকলেই হয় মুক্ত
 ইহা এইক্ষণে দেখিলাম ।
 মহিষ অসুর যত তোমা ক্রোধে হয়ে তত
 স্বর্গপ্রে লভিতে বিশ্রাম ।
 তুষ্ট হও বার প্রতি তাকেই মর্যো ক্ষতি
 ধন যশ সমূহে বদ্ধিত ।
 তাঁদের না শেষ হয় ধর্ম্ম আদি সমুচয়
 ধন্য তাঁরা পুত্রাদি সহিত ।
 তব অনুগ্রহে করি হয়ে লোকে পূণ্যাচারী
 করে সবে স্বর্গে আগমন ।
 অতএব মাহাত্মা পাপ, পূণ্য বিচারিয়া
 স্বর্গে মর্ত্তে করাতু ভ্রমণ ।
 অসুর নিধন হলে জগলোক সুখপেলে
 রণভূমে নষ্টাসুর যত ।
 নাহয়ে নরকগামী হল সবে স্বর্গাশ্রমী

এত বড় আশ্চর্য্য সংভূত ।
 দৈত্যশূল আঘাতনে অক্ষ নাহি হয় কেনে
 নাহি বুঝি কাবণ সকল ।
 তবশশী কবোজ্জল হেবি বদন মণ্ডল
 বুঝি চক্ষু তাদেব শাতল ।
 ইহাদ্বাৰা প্রতিপন্ন না হও চাঁড়কা ক্ষুন্ন
 দৃষ্টি কবি শত্রু কলেবব ।
 তোমাব অশেষ লীলে কাব সাধা অবহেলে
 বুঝে পাপী জ্ঞান হীন নব ।
 শত্রু প্রশমন কব দেবা যেই কপ ধব
 তাহাও অতুল চিন্তাতীত ।
 দেব পবাক্রম হাবি অশ্রুব বিনাশ কাব
 বাঁধ্য তব তুলনা বহিত ।
 অতুল তোমাব ক্ষুদ্রি শত্রু ভয় কাব নৃহি
 এ জগতে তুলনা বহিত ।
 স্বৰ্গ মৰ্ত্ত বসাতলে অন্বেষিলে নাহি মিলে
 সৰ্ব দেব ইহাতে বান্ধিত ।
 হেবিয়া ভুবন ত্রয় কুত্ৰাপি না দৃষ্ট হয়
 দয়া নির্ভুবতা সহ মিলে ।
 করি শত্রুর বিনাশ হাবিলে দেবেব ত্রাস
 পুনঃ দেবে স্বৰ্গ মিলাইলে ।
 এ হেতু দেবী শঙ্করী বাবে বাবে নমস্কাবি
 ভবাবাধ্য তোমার চরণে ।
 আমাদিকে রক্ষাকব শূল খড়্গ কবে ধব

শঙ্খ চক্র আর ধনু কাগে ।

শূল স্বকীয় ভ্রমণে রক্ষা কর দেব গণে

পৃথিবীস্থ চারিদিক হতে ।

তব সর্ব্ব রূপ সৌমা* তয়ঙ্কবাকাবে গম্য

পৃথিবীর হয় চতুর্ভিতে ।

তদীয় কব পল্লবে খজা শূল ধরি এবে

বক্ষ দেবে আব মহীতল ।

এইরূপে দেবগণ স্তব করি অগণন

অস্থিকাব তুষিল কেবল ।

শেষে পূজ্য মহেশ্বরী গন্ধাদি সঞ্চয় করি

ইন্দ্রাদ্যানে পুষ্পাদি আনিয়া ।

দেবী এবে হয়ে তৃপ্ত বব মাগ যাহা ইষ্ট

দেবে কন সন্তোষ করিয়া ।

ইন্দ্র আদি দেবে কর করি জোড কং দ্বয়

যখন হইল শত্রু নষ্ট ।

তখন আব ববাননে বব নাহি প্রয়োজনে

পাইলাম যাহা হয় ইষ্ট ।

যদি বর দিবে দেবী বক্ষা কব এ পৃথিবী ।

আমাদেব আপদ ভঞ্জে ।

মোদের রচিত স্তবে মনুষ্যেবা যে তুমিবে

তাকে তোষ ঐশ্বর্যাদি দানে ।

হয়ে অতি সুপ্রসন্ন জগৎ মঙ্গল জন্য

দেবগণ অভীষ্ট সাধন ।

সুয় লোকে বর দানে অন্তর্হিতা নিজ স্থানে

চণ্ডীকা হইল সেইক্ষণ ।

অতএব হে ভূপতে উদ্ধৃতা হন জগতে

জগত্রয় মঙ্গল কারণ ।

একবার মুক্ত হবে কায় মন এক কবে

তারা তারা বল জগজ্জন ॥

— ::(::*):* —————

অপরাজিতার স্তব ।

— ::(::*):* —————

শুভ ও নিশুভ দৈতা নিধন কারণ ।

পাক্ষতীৰ জন্ম কথা কবচ শ্রবণ ॥

ঋষি কন পূৰ্ব্বকালে দৈত্য দুইজন

শুভ ও নিশুভ নাম করিল গ্রহণ ।

ইন্দের ত্রৈলোক্য আব নিখিল যজ্ঞাংশ

কুবের সঞ্চিত ধন হারিল সৰ্বাংশ ।

পবন অগ্নির করে দৈত্যদ্বয়ে কাৰ্য্য

পরাভূত দেবগণ ত্যজে নিজ রাজ্য ।

স্বৰ্গ হতে দূরীকৃত হয়ে দেবগণ

অপরাজিতায় তবে কবিলা স্মরণ ।
 পূর্বে বব দিলা দেবী দেবতা সকলে
 আবিভূত হব আমি তোমবা স্ববিলে ।
 বিপদে পড়িয়া মোবা ডাকি এক চিত্তে
 পবিত্রাণ কব বধে নিশ্চিন্তাদি দৈত্যে ।
 দেবগণ হিমালয়ে কবিয়া গমন
 বিষ্ণু মায়্য কালীকাব কবেন অচন ।
 স্বর্গবাসী দেবসব বিনয়ে কহিলা
 তুমি হও সর্বেশ্বর পশমনশীলা ।
 তুমি মহাদেবী তুমি কল্যাণ রূপিনী
 তুমি জগৎসব মূল প্রকৃতি কপিনী ।
 পালন কারিণী তুমি ভানে সর্বভূতে
 সর্বদেব নাবাষণা পদে নমস্তুতে ।
 বৌদ্ধা নিত্যা গোবো ধাত্রী কবি নমস্কাব
 পবমা আনন্দা আব চন্দ্র কপাধাব ।
 কলাগীকে বাব বাব প্রণাম কবিয়া
 সিদ্ধিকপা নমস্কাবি বিনয় হইয়া ।
 নৃপ গৃহে লক্ষ্মী আব নৈঋতা স্বকপা
 সর্বাগীকে নমস্কাবি মোবে কব কৃপা ।
 দুর্গা দুর্গ পারা সাবা সুকল কাবিণী
 খ্যাতি তুষা ধুয়া আব নমি সনাতনী ।
 অতি সৌম্যা পদে মোরা হইয়া বিনত
 অতি রোদ্ৰা নমস্কার কবি শত শত ।
 জগৎ প্রতিষ্ঠা রূপা দেবীয়ে প্রণাম

প্রকৃতি স্বরূপা পদে করি অবিবাম ।
 বিষ্ণুরূপে বাস কর সর্ব জীবাশ্রয়
 বাব বাব নমস্কাব কবি তব পায় ।
 চেতনা কপেতে বাস কব সর্বভূতে
 শত নমস্কাব কবি তব চরণেতে ।
 বুদ্ধি রূপে অবস্থান প্রাণী মাত্র কব
 এ হেতু তোমাব পদে শত নমস্কার ।
 ক্ষুধা কপে সর্ব জীবে তুমি অবস্থিত
 চরণে তোমাব করি নমস্কাব শত ।
 নিদ্রা কপে অবস্থান দেবী প্রাণী মাত্র
 তব পদে প্রণমামে দেবতা একত্রে ।
 ছায়া রূপে বাস কব দেবী সর্বভূতে
 দেবতা সমূহ তব পদে নমস্তুতে ।
 সর্বভূতে বাস তব শক্তি রূপ ধরি
 চরণে শতেক তব নমস্কাব কবি ।
 তৃষ্ণা কপে বাস তব সর্ব জীবাশ্রয়
 বাব বাব নমস্কাব কবি চণ্ডীকায় ।
 বর্ণাশ্রয় কপে তব বাস জীবাশ্রয়
 তব পদে নমস্কাবে সর্ব দেবতার ।
 ক্ষমা রূপে বাস তব সর্ব জীব হৃদে
 শত নমস্কাব তব ভবাবাধা পির্দে ।
 প্রাণী মাত্র বাস কব লজ্জা রূপ ধরি
 এ হেতু চরণ তব মস্তকেতে কবি ।
 সর্ব ভূতে বাস তব জাতি রূপ ধরে

নমস্কার করি তব চরণ উপরে ।
 শান্তিকপে সর্ব জীবে তোমার আশ্রয়
 তব পদে সর্ব দেবে শত প্রণময় ।
 শ্রদ্ধারূপে অবস্থান কর জীবাত্মায়
 মোবা নমস্কাবি তব শ্রদ্ধা রূপিকায় ।
 প্রাণী যাত্রে বৃত্তি কপে তব অবস্থিতি
 আমরা তোমায় করি শতেক প্রণতি ।
 স্মৃতি রূপে সর্ব ষটে দেবী বিদ্যমান
 নমস্কার কবি তোমা হও অধিষ্ঠান ।
 দয়া কপে তব বাস নিখিল প্রাণীতে
 তোমাবে প্রণাম কবে সর্ব দেবতাতে ।
 প্রাণী যাত্রে তুষ্টি কপে তুমি নিবাসিত
 বাব বাব নমস্কার মোবা কবি শত ।
 মাতৃ কপে সর্ব ভূতে তব অবস্থান
 নমস্কাবি দৈত্য হস্তে কর পবিত্রাণ
 সর্ব জীবাত্মায় ভ্রান্তি হও মহেশ্বরী
 শত শত নমস্কাব তব পদে কবি ।
 ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাত্রী যিনি হন জগাত্তর
 ব্যাপ্তি রূপে বিদ্যমানা ভূত নিবহের
 সেই দেবী চণ্ডীকার চরণ কমলে
 বার বার নমস্কার কবি সর্ব মিলে ।
 চৈতন্য রূপেতে ব্যাপ্ত যিনি ত্রিজগৎ
 ঠাঁহার চরণে মোরা করি দণ্ডবৎ ।
 দেবগণ যাকে পূজি করেন অভিষ্ট

দেবরাজ যাঁও সেবে সিদ্ধ নিজ ইষ্ট
 সবমঙ্গলার যিনি কারণ স্বরূপা
 মঙ্গল করুন তিনি মোদে করি কৃপা ।
 হৃদয় অশ্রু পীড়াগ্রস্ত মোরা হয়ে
 স্মরণ করিলে যিনি আপদ ভাঞ্জে
 তখন সকলে তোষে দয়াদ্বিত হয়ে
 করুন মঙ্গল তিনি বিঘ্ন বিনাশিয়ে ।
 প্লাব করিলেন গুন নৃপের নন্দন
 এই কপে শুবে তুষ্ট কৈলে দেবগণ
 পার্বতী চলিয়া যান তাঁদের সম্মুখে
 স্নান করিবার হেতু গঙ্গা অভিযুখে ।
 পার্বতী শরীর কোষে শিবা উৎপন্ন
 হইয়া দেবতা প্রতি করিছেন প্রশ্ন ।
 আপনারা কার স্তব করেন এখানে
 সমস্ত করুন ব্যক্ত মোর সন্নিধানে ।
 বুঝিলেন দেবী তবে তাঁদের বচনে
 মোর স্তব করে শুভ্র নিশুভ্র নিধনে ।
 যিনি উৎপন্ন হন পার্বতী শরীরে
 ভুবনে কোষিকী বাল তাঁরে ব্যক্ত করে ।
 কোষিকী শরীর থাকে হইলে নক্ষত্র
 তৎপরে হন তিনি কৃষ্ণবর্ণাদ্রাস্ত ।
 কালীকা নামেতে তিনি হইয়া কীর্তিতা
 হিমাচলে হইলেন অগ্রে অবস্থিতা ।
 জ্ঞতি মনোহরা রূপ চতুকা ধরিয়া

কবেন বসতি দেব শুভ আকাজ্জিকা ।
 শুভ নিশ্চেষ্টেব ভূতা চণ্ড মুণ্ড নাম
 মনোহরা কালীকান্তি দশী অবিবাহ ।
 শুভাস্তবে ধীবে ধীরে বলে সবিনয়ে
 মনোহরা কোন নারী শোভে হিমালয়ে ।
 কুরাপি না দেখি মোরা রূপ প্রকাব
 পবিচয় দেহ প্রভু উক্ত নারী কর ।
 আপনি ডাকৈ যদি কবেন গ্রহণ
 এখনি এখানে মোরা কাব আনয়ন ।
 অতিশয় সেই নারী মনোহরা হয
 জাগণেব মধ্যে যেন রত্ন অবস্থয় ।
 স্বকীয় শরীর কান্তি এত দীপ্তমান
 চারি দিক আলোকিয়া কবে অবস্থান ।
 আপনাব তাব সঙ্গে সাক্ষাৎ উচিত
 যেহেতু আপন গৃহে হয় বিধাজিত
 ত্রৈলোক্যেব মধ্যে বহু শ্রেষ্ঠ হয় যত ।
 অশ্বমণি মুক্ত আদি শোভা কবে যত ।
 গজরত্ন ঐবাবত অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা
 পাবিজাত তক আদি অতি মনোলোভা ।
 ইন্দ্রের নিকট থাকি হয়েছে আনীত
 দেবেব অর্পিত বস্তু অপমায়া যত ।
 আপনার অঙ্গনেতে হয় শোভমান
 বিধাতার বহু যুক্ত ঋগ্বেদ বিমান ।
 মহাপদ্ম নামে নিধি কুবেরের ছিল

সমুদ্র পঙ্কজ মালা আপনায় দিল ।
 কাঞ্চনশ্রাবি ও তব গৃহ রক্ষা করে
 প্রজাপতি শ্রেষ্ঠ রথ করণ ছত্রে ।
 যমের মরণ প্রদ যেই শক্তি হয়
 তাহা আপনার গৃহে রক্ষিত যে হয় ।
 রত্নাকর রত্ন রাজি বরুণ পাশান্ত
 তব ভ্রাতা নিশ্চেষ্টের নিকটে সমস্ত ।
 অগ্নি আপনাকে দিল তার নিজ কৃত
 উত্তরী পবিত্র বস্ত্র হয়ে আনন্দিত ।
 এই সব দ্রব্য হয় আপন আদৃত
 স্ত্রী রত্ন গ্রহণে কেন না হন সম্মত ।
 ঋষি কহিলেন শুন ভূপতি নন্দন
 শুভাসুর শুনি চণ্ড মুণ্ডের বচন ।
 সূগ্ৰীব নামেতে দূতে নারীকে আনিতে
 অতি শীঘ্র পাঠাইলা হিমাচল ভিতে ।
 তাহাকে বলিয়া দিল শুভ দৈত্য পতি
 হিমাচলে গিয়া তারে আন শীঘ্র গতি ।
 তাহাকে তুষিবে তুমি এমত বচনে
 অতি প্রীতা হয়ে যেন হেতা আগমনে ।
 অতি বেগে যার দূত পর্কত ধবলে
 বিরাজে রমণী রত্ন একা যেই স্থলে ।
 দূত বলে অবধান তুমি নারী কর
 দৈত্যোৎসব শুভ হয় ত্রৈলোক্য ঈশ্বর ।
 আমাকে পাঠান তিনি তব সরিধানে

তাই আমি উপস্থিত হই এই স্থানে ।
 সর্ব দেবগণ হয় তার বশীভূত
 আর যত দৈত্য বৃন্দ তাঁর অগুণত ।
 যাহা বলিলেন তিনি শুনহ এক্ষণে ।
 প্রকাশ করেছি আমি তব সন্নিধানে ।
 তিনি বলিলেন হয় ত্রৈলোক্য আমার
 আমি প্রভু হয়ে থাকি সর্ব দেবতার ।
 পৃথক পৃথক আমি যজ্ঞভাগ পাই
 ত্রৈলোক্য বিখ্যাত রত্ন সব মোর ঠাই ।
 দেবেন্দ্র বাহন রত্ন বাবণ আমার
 ক্ষীবোদ মহনোদ্ধৃত অশ্ববত্ত আব ।
 দেবতা গন্ধর্বে সর্পে যত রত্ন ছিল
 এক্ষণে সে সমুদয় আমাকে অপিল ।
 তোমাকে স্ত্রীরত্ন বণি আগবা বিচারি
 যখন সকল রত্ন মোরা অধিকারী ।
 তখন উচিত তব হয় আগমন
 দৈত্যেশ্বর নিমন্ত্বেন স্তবমা ভবন ।
 আমাকে অথবা মোর নিমন্ত্বে অগুজে
 যাকে ইচ্ছা হয় তব তাহাকে ভিজবে ।
 আমাকে ভিজিলে তুমি ঐশ্বর্য্য অতুল
 নিশ্চয় পাইবে এতে নাহি কোন ভুল ।
 এট সব মনো মধ্য বিবেচনা করি
 আমাকে ভজনা কর মনোহরা নারী ।
 স্তুতি বলিলেন শুণ আমার বচন

যিনি করিলেন এই জগৎ ধারণ।
 সেই মেবী জগদ্ধাত্রী লাগিল বলিতে
 গম্ভীর অদৃশ্য ভাবে হাসিতে হাসিতে।
 দূত তুমি সত্য কথা বলিলে নিশ্চয়
 ত্রিলোকাধিপতি শুভ নিশুভ যে হয়।
 নাহিক সন্দেহ মোর বুঝিলাম চিতে
 কিম্ব এক পণ মোর আছে এ স্থলেতে।
 অল্প বুদ্ধি হেতু আমি করিয়াছি পণ
 কিকপে করিব আজি তাহাব লজ্বন।
 আমার প্রতিজ্ঞা যাহা করহ শ্রবণ
 বুদ্ধে পরাজিবে যেই করি মহাবণ।
 মোর দর্প চূর্ণীকৃত করিতে পারিবে
 নিশ্চয় জানিবে সেই মোর ভর্তা হনে।
 এক্ষণে নিশুভ শুভ করিয়া গমন
 বুদ্ধে জয়ী হয়ে মোবে করুক গ্রহণ।
 অধিক বিলম্বে আর কিবা প্রয়োজন
 এই স্থানে শীঘ্র তারা কবি আগমন
 দুই জন মধ্যে যেনা রণে পরাজিবে
 সেই এই ক্ষণে মোরে বিবাহ করিবে।
 অবলা রমণী তুমি হয়েছ গম্ভীর
 আমার সমীপে তাই বল এই মত।
 ত্রিলোকের মধ্যে নাহি দেখি হেন জন
 শুভ ও নিশুভ অগ্রে কবে মহারণ।
 থাকুক অন্যের কাজ নারে সর্বদেবে

একাকিনী নারী তুমি কিরূপে যুঝিবে ।
 তাঁদের সম্মুখে ইন্দ্র আদি দেবগণ
 যুদ্ধে তিষ্ঠিবারে নাহি পারে কদাচন ।
 তাঁদের সহিত তুমি অবলা রমণী
 কিরূপে যুঝিবে তাহা বল দেখি শুনি ।
 অতএব চল তুমি আমার সহিত
 অতি শীঘ্র তাঁহাদের হও পার্শ্বস্থিত ।
 নতুবা লইয়া যাব কেশ আকর্ষণে
 গৌরব নাশিয়ে কেন যাবে সেই স্থানে ।
 রমণী বলিলা শুন দূত মহামতী
 শুভ্র নিশুস্তের যাহা বলিলে ভারতী ।
 সমস্তই সত্য তাহা জানি ভালমতে
 উভয়ে বলিষ্ঠ তারা হন পৃথিবীতে ।
 পূর্বের প্রতিজ্ঞা মম তাহা তুমি জান
 গোলযোগ হবে এতে নাজানি কখন ।
 আমি যাহা বলিলাম করিয়া গমন
 উভয় দৈতেরে তুমি করাও শ্রবণ ।
 বিধান উচিত যেন তাহাদের মনে
 আসিয়া করিরে তাহা মোর সন্নিধানে ।
 দুর্গে দুর্গে দুর্গে বল ওরে মোর মন
 অস্ত্রমে লভিবে যদি অভয়া-চরণ ।



চণ্ডমুণ্ড বধ ।

— :: (: ::) :: —

চণ্ডীকার এই কথা, শুনি মনে পায় বাথা,
দৈত্যেশ্বর দূত প্রমুখাত,
ডাকি ধুম্র সেনাপতি, পাঠাইলা শীঘ্রগাত,
যুদ্ধ হেতু দেবীর সাক্ষাৎ ।
স্বীয় সৈন্ত লয়ে তুমি, যাও শীঘ্র বণভূমি,
আন তারে কেশে আকষিরা,
তাহাকে করিতে ত্রাণ, যদি ধরে ধনুৰ্কাণ,
দেব যক্ষ গন্ধৰ্ব আদিগণ ।
সেসবে করিয়া নষ্ট, সিদ্ধ কর নিজ ইষ্ট,
মম বাক্য শিরোধার্য্য করি,
শুভ্র আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে, অমর চলিল ধারে,
যষ্টী সহস্রেক সহকারি ।
রোষে কহিছে ধুম্রাঙ্গ, পার্শ্বতিকে করি লক্ষ্য,
হিমালয় কঙ্কন শৃঙ্গেতে,
যদি প্রীত হয়ে তুমি না হইবে শুভাশ্রমী,

লয়ে যাব ধরিয়া কেশেতে ।

দৈত্যেশ্বর সেনাপতি, তুমি ধুম্র হও অতি,

বলবান সৈন্ত পরিবৃত,

আমি একাকিনী হই, সৈন্ত পরিবৃত নই,

সাহায্য করিতে বীতিমত ।

যদি তুমি চায়ে যাবে, আব নোবে কে বন্ধিবে

বল আমি কি করি তোমাব ?

ধূত্র এই কথা শুনে, ধাবমান দেবীপানে,

দেবীভ্রম্মে হুঙ্কার দ্বারায়,

অনন্তর দৈত্য সনা ক্রোধে তীক্ষ্ণ শর নানা,

অস্থিকা উপবে ববিসয় ।

শব্দকরি ভবন্তর, ক্রোধে কম্প কলেবর,

দেবা সিংহ গর্জে আতশর,

অম্বর সৈনিকপবে, পতিত হইয়া পবে,

নাশে সব করের প্রহারে ।

কাহাকেও নথ দিয়া, বিদোর্ণ করিয়া হিয়া

উদ্গাদ হইল বক্রপানে,

কারো হয় হস্ত ভগ্ন, কারো কাঁব শিব ছিন্ন,

কারো নাশে চপেটা ঘাতনে ।

এটকপে নৃগহক্স, নাশিল অম্বর ব্রহ্ম,

পার্বাশালী দেবাব বাহন,

ধুম্রাঙ্গ হইল ক্ষয়, আব যত মৈন্যচয়,

দৈত্যেশ্বর কবিল শ্রবণ ।

নিগুপ্ত ক্রোধতা হয়ে, চণ্ডমুণ্ড আহ্বানিয়ে,

আজ্ঞাদিল করিতে সমন,
 ওথে চণ্ডমুণ্ড শুন, হস্তে করি শরাসন,
 শীঘ্র দ্বাণ্ড বগভূমি পর ।
 বহু সৈন্য লয়ে সঙ্গে, যুদ্ধ সজ্জা পরি অঙ্গে,
 আত শীঘ্র কব আনয়ন,
 নারী আব পশু বাজে, আপনার রথধ্বজে,
 দৃঢ়তর করিয়া বন্ধন ।
 তাহার কেশেতে ধাবি, অথবা বন্ধন কবি,
 যদ্যপি আনিতে অসমর্থ,
 সবে হয়ে একাত্তত, স্ব স্ব অস্ত্রে সুসজ্জিত,
 তবে যুবা তারে তনুনর্থ ।
 শুভ্র আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে, চণ্ডমুণ্ড যার ধায়ে,
 নানাবিধ অস্ত্র সহকারে,
 তাহাবা গমন কার, দেখে দেবী সিংহোপবি,
 দাণ্ডাইয়া হিমাচলনিরে ।
 দেবী মুহু হাস্য করে, অশুরেরা দৃষ্ট কবে,
 অগ্রসব তাঁরে ধবিবারে,
 শত্রুগণ নেহারিয়া, অধিকা ক্রোধত হৈয়া,
 বদন রক্তিমাবর্ণ ধরে ।
 ক্রকুটি কুটিল হয়, ললাটেতে উপজয়,
 অসিসহ করাল বদনা,
 খট্খট ধারিণী কাশী, ঘন দেন করতালী,
 ভয়ঙ্করী ভীষণ নয়না ।
 গলদেশে মুণ্ডমালা ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিতা,

চতুর্ভুজা নিজ কটী দেশ
 বিস্তৃত বদন অতি, লক্ লক্ জিহ্বাগতি,
 গর্জনে পূরিত শূন্যদেশ ।
 ভয়ঙ্কর রূপধারি, বেগে পড়ি সৈন্যোপরি,
 অমুরের সেনা কালী নাশে,
 যোধ ঘণ্টা সহকরী, পাশি ও অকুশধারী,
 যোদ্ধাগণে মুখে ফেলি গ্রাসে ।
 অশ্ব সহ অশ্বারোহী, রথ সহ রথারোহী,
 মুখে ফেলি করয়ে চক্রগ,
 আকষিয়া কারো কেশে, কাহাকেও গ্রীবাদেশে,
 নিজ হস্তে করিয়া ধারণ
 কোন দৈত্যে পদ দিয়া, বক্ষঃস্থল বিমর্দিয়া,
 ভূতলে করেন নিক্ষেপন ।
 অমুর নিক্ষিপ্ত অস্ত্র, আর যত মহাঅস্ত্র,
 চক্রে দেবী করিয়, দশন ।
 সরল প্রকাণ্ডকার, নাশি দৈত্য সমুদায়,
 করে দেবী উদর পূরণ ।
 কাহাকে করি মর্দিত, কাহাকেও বিদারিত,
 করিলেন দূরে নিক্ষেপন ।
 কারেনাশে খড়্গাঘাতে, আরকারে দণ্ডাঘাতে,
 খট্টাঙ্গেতে কেহ বিতাড়িত,
 গ্রহিত দণ্ডাগ্র দ্বারা এইরূপে অমুরেরা,
 সকলে হইল বিনাশিত ।
 অমুর মহতী সেনা, নষ্ট হয় রূপে নানা,

দেখি চণ্ড রোষে অগ্রসরি,
 ভীমাকী কালীকে শরে, চৌদিকে আচ্ছন্ন করে,
 নিক্ষেপ সহস্র চক্র করি ।
 চক্র কালী মুখ মাঝে প্রবেশ কালীন সাজে
 সূর্য্য যেন মেঘে প্রবেশিলে ।
 তৈরবনাদিনী কালী হয়ে অতি কুতূহলী,
 সেই কালে হাস্য উপজিলে ।
 দুর্ধর্ষ দশন প্রভা, চারিদিকে করে শোভা
 বরাল বদনা অভ্যস্তরে ।
 তবে কালী সিংহোপরে, উখিত হইয়া পরে,
 চণ্ডাসুর-শরশ্ছেদ করে ।
 চণ্ড হলে নিপাতিত মুণ্ড হয়ে ক্রোধাবিস্ত,
 কালী প্রতি হইলে ধাবিত,
 কালী নিজ অঙ্গ দিয়া, মুণ্ডাসুরে আঘাতিয়া;
 ভূতলে করেন নিপাতিত ।
 অবশিষ্ট সৈন্যগণ, করে ভয়ে পলায়ন,
 চণ্ডমুণ্ড দেখিয়া নিহত ;
 চণ্ডমুণ্ড মাথা লয়ে কালী আনন্দিত হয়ে,
 দেবীর নিকটে উপস্থিত ।
 অট্ট অট্ট যুক্ত হাসো, দেবীরে কহে প্রকাশ্যে
 চণ্ডমুণ্ড নিহত করিয়া,
 মহাপণ্ড মুণ্ডধর, এ দেখ আনিত হয়,
 তব হস্তে দিগু সমর্পিয়া ।
 তুমি স্বয়ং এইক্ষণে নিশ্চিন্তকে বধ রণে,

তা'হলে হইবে শত্রু কর,
 কলাগা চণ্ডিকা তবে, কালী প্রতি মূহুভাবে
 কহিছেন প্রসন্নাত্মায় ।
 চণ্ডমুণ্ড নিপাতন করি কর আনয়ন,
 এই হেতু চামুণ্ডা হইলে,
 চামুণ্ডায় করি নতি, আমি নরাদম অতি
 স্থান দিও চরণ কমলে ।

— ০ঃ০ —

রক্তবীজ বধ ।



চণ্ডমুণ্ডাস্বর রণে হইলে নিহত,
 প্রতাপ আদিত্য গুপ্ত হইয়া কুপিত ।
 অসুর সৈন্যকে যুদ্ধে উদ্যোগী হইতে,

আদেশ প্রদান করে অশ্বরথাদিতে ।
 অদ্য বড়শীতি সংখ্য আবুধ উদাত,
 চারিশত অশ্বরেরা হও বিনির্গত ।
 কোটি বীৰ্য্য অশ্বরের কুলে পঞ্চশত
 ধুম্রবংশ জাত শত হউক নির্গত ।
 কালকের বংশোদ্ভব যুদ্ধার্থে সজ্জিত,
 কালেকা সৌহদা মৌর্য্য বংশ আছে যত,
 তৈবব শাসন শুভ্র আজ্ঞা প্রদানিয়া
 যুদ্ধার্থে সজ্জিত বহু সৈন্যোতে বেষ্টিয়া ।
 অশ্বর ভীষণ সৈন্য আসিতে দেখিয়া ,
 চণ্ডী দেবী ধনুঃ শব হাতে কাব নিষা ।
 যে কালে ধনুতে গুণ কবেন যোজিত ,
 গুণ শব্দে ভূমণ্ডল হইল পূরিত ।
 অনন্তর দেবী সিংহ গর্জ্জন কবিল ,
 চণ্ডী নিজ ঘণ্টা শব্দে সে শব্দে বর্জ্জিল ।
 ধনুগুণ সিংহ ঘণ্টা শব্দেতে পৃথিবী,
 পবিপুবি জয় লাভ কবে কালোদেবী ।
 হেন কালে চামুণ্ডাব বদন মণ্ডল
 এতেক বিস্তৃত যেন গ্রাসে ভূমণ্ডল ।
 এই সব শব্দ শুনি দৈত্য সেনাগণ
 চণ্ডী কালীকায় কবে চৌদিকে বেষ্টন ।
 অশ্বর বিনাশ আব দেবতা মঙ্গল,
 করিবার জন্য বিষ্ণু ব্রহ্মাদি সকল ।
 নিজ নিজ দৈহে শক্তি নিক্ষেপ করিয়া

চণ্ডিকা সমীপে সবে দেন পাঠাইয়া
 অক্ষমালা কমণ্ডলু সূত্রের ধারণে,
 হংসযুক্ত রথে ব্রহ্মা রূপ আগমনে ।
 ব্রাহ্মণী বলিয়া তিনি হইয়া কীর্তিতা,
 দৈত্য সত্তা মধো ভুবা হন উপনীতা ।
 অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষণা ত্রিশূল ধারিণী,
 মহেশ্বরী শক্তি বৃষে ধাইলা তখনি ।
 গুহরূপী শক্তি হস্তা কোমারীর শক্তি,
 আসেন ময়ূরোপরি অম্বিকা যেমতি ।
 শঙ্খ চক্র গদা শাস্ত্র খড্গেব ধারণে
 আসেন বৈষ্ণবী শক্তি গকড় বাহনে ।
 মহান বরাহ রূপি দেব ভগবান
 বিষ্ণু শক্তি রূপে তিনি হন অধিষ্ঠান ।
 নবসিংহ শক্তি আসি নৃসিংহ শরীবে,
 কেশব প্রক্ষেপে তারা সঞ্চালিত করে ।
 সকলেই রণস্থলে হন উপনীত
 অস্ত্র সমূহে যুদ্ধে করিতে নিহত ।
 সহস্র নয়না গজে করি আরোহণ
 ত্রীকী শক্তি রূপে তিনি অধিষ্ঠান হন ।
 হস্তে বজ্র লয়ে শাস্ত্র সংগ্রামে চলিল
 ইন্দ্রের সদৃশ তাঁর আকৃতি হইল ।
 ঈশান বেষ্টিত হয়ে দেবের শক্তিতে
 চণ্ডিকাকে বলিলেন অস্ত্র ত্যানিতে ।
 দেবীর শরীরে জন্মি চণ্ডিকা শক্তি

শত নিনাদিনী শিবা ভীষণা আকৃতি ।
 জটায়ুক্ত ধ্বজবর্ণা ঈশানের প্রতি,
 আদেশ করেন চণ্ডী অত্যাশ্রা মুরতি ।
 মোর দূত হয়ে তুমি ঘাইয়া সত্ববে,
 বলিবে গর্জিত শুভ্র আর নিশুঙ্করে,
 আর যত আদে মৈত্র যুদ্ধের কারণে,
 তোমবার ইচ্ছা যদি জীবন ধারণে,
 প্রাণ লয়ে শীঘ্র কব পাতালে গমন,
 ত্রৈলোক্য করুণ লাভ সহস্র লোচন ।
 দেবগণ পুনর্ব্বার হবির ভোজন,
 করি সবে মহানন্দে হউন মগন,
 আর যদি যুদ্ধাকাজ্জী তোমরা সকলে
 তবে আগমন কর শীঘ্র রণস্থলে ।
 তোদের শোণিত পানে মোর শিবাগণ,
 তৃপ্তিলভি যুদ্ধক্ষেত্রে কক্ক ক্রমণ ।
 শিবাকে অধিকা দেবী দূতেতে নিযুক্তে,
 একাবণে শিব দূতী খ্যাতি সবে বাক্তে ।
 মহেশ্বর সম্মিধানে দেবী বাক্য শুনে,
 ক্রোধেতে কম্পিত হয়ে মহাস্ববগনে ।
 কাত্যারনী যেই স্থানে করেন বসতি,
 সেইস্থানে উপস্থিত হন শীঘ্রগতি ।
 হিংসা দীপ্ত অস্ত্রেরা দেবীর উপর,
 পর শক্তি ঋষ্টিবর্ষে অতি খরতর ।
 ঋতুর্ন্যুক্ত মহাধাণে দেবী সর্ব্বেশ্বরী,

অম্বর প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রে ফেলে ঋণ করি ।
 দেবীর সম্মুখে কালী শূলাঘাত করে,
 কোন দানবের বক্ষ বিদারিত করে ।
 খুটান্ন দ্বাবায় কাবে করিয়া প্রাণিত,
 যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণে হয়ে অবশিত ।
 শক্রগণ যেইদিকে হঠেছে ধাবিত,
 ব্রাহ্মণী শকতি জল কম গুল্লস্থিত,
 সেই দিকে তাদের প্রাণ কবিতা বিক্ষিপ্ত,
 করিলেন সকলের বীৰ্য্য অন্ত্যমত ।
 বৈষ্ণবী ও মহেশ্বরী ত্রিশূল চক্রেব
 আঘাতনে প্রাণ নাশে অনেক দৈত্যেব ।
 কুপিত কোমারী শক্তি কবি নিক্ষেপন
 কবেন অনেক দৈত্য নিধন সাধন ।
 ত্রিলী শক্তি-বজ্রাঘাতে যত দৈত্যগণ,
 শোণিত বসনে পৃথু হইল পতন
 ববাহী শকতি মুখ কবিতা প্রহাব,
 কোন কোন দৈত্য সেনা কবেন সংহার ।
 চক্রেব প্রহারে কাবে কবি বিদারিত,
 একবারে পৃথিবীতে কবেন পাতিত ।
 দশন আঘাত করি বক্ষঃস্থল ক্ষত,
 করিলেন বহু সৈন্য দৈত্য মধ্যগত ।
 যুদ্ধক্ষেত্রে বাবস্থাব কবিতা গর্জন,
 নরসিংহ শক্তি কবি আকাশ পূরণ
 নখে বিদারিত হুঁষ্ট অম্বর সকলে,

ভক্ষণ কবতঃ ভ্রমে অতি কুতূহলে ।
 অটুহাস্যে শিবদুতী করি বিমোহিত,
 অমুব গণেবে ভূমে কবিয়া পাতিত ।
 ভক্ষণ কবেন তিনি চক্ষিয়া দশনে,
 এইকপে মাতৃগণে শত্রুর নিধনে ।
 ক্রোধ সহকায়ে কাবে কবেন মর্দন,
 দেপিয়া অমুব সব কবে পলায়ন ।
 রক্তবীজ দেখি সৈন্য কবে পলারন,
 ক্রোধে অগ্রসব হয় করিবাবে বণ ।
 রক্তবীজ বক্ত যদি ভূমিতে পড়য়,
 তাহাব সদৃশ দৈত্য তবে উপজয় ।
 গদাপানী রক্তবীজ ইন্দ্রশক্তিসহ,
 সংগ্রাম আবস্ত কবে নানা অস্ত্রসহ ।
 ঐন্দ্রী নিজ বজ্রাঘাতে তাড়িলে তাতার,
 যতেক শোণিত বিন্দু ভূমিতে পড়ায় ।
 তাহাব সদৃশ যুদ্ধা পবাক্রমশালী,
 সমুখান হয়ে ত্রবা ব্যাপে বণস্থলী ।
 মাতৃগণ সহ তাবা অত্যাগ্র অন্তেতে,
 অত্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ লাগিলা কবিতে ।
 বজ্রাঘাতে মাথা তার হইলে ছেদিত,
 ক্ষতস্থান দিয়া রক্ত হয় বহির্গত ।
 তাহাতে সহস্রামুব হয়ে উৎপন্ন,
 বণস্থল একবারে হয় সমাকীর্ণ ।
 বৈষ্ণবী শক্তি রোষে সেই বণস্থলে,

রক্তবীজে নিজ চক্রে আহত করিলে ।
 ঐক্সশক্তি গদাঘাতে অত্যন্ত তাড়িত,
 রক্তবীজ যাতাহুরে জগত ব্যাপিত ।
 কোমারী বরাহী দেবী আর মহেশ্বরী,
 শক্তি ত্রিশূল আর অসি ঘাত করি
 রক্তবীজ সর্ব গাত্র করার বিচ্ছিন্ন,
 তাঁদেয়ে অসুর গদাঘাতে ভিন্ন ভিন্ন ।
 শক্তিশূলে নানা অস্ত্রে হইলে আহত,
 রক্তবীজ দেহে থাকি শোণিত পতিত
 ভূমিতে হইয়া পরে হয় শত শত,
 বীর্যবন্ত মহাসুর অতি সমুদ্ভূত ।
 সর্ব ভূমণ্ডল যবে অসুরে ব্যাপিল,
 সুরগণ মধ্যে তবে আতঙ্ক হইল ।
 চণ্ডীকা বিষধ দেগি সব দেবগণে,
 চামুণ্ডার আদেশে বিস্তার বদনে ।
 মোর অস্ত্রপাতে রক্তবিন্দু পড়ে যত,
 মহাসুর উৎপন্ন সেইক্ষণে তত ।
 এহেতু বদন তুমি বিস্তার করিয়া,
 শোণিত গ্রহণ করি বেগবতী হ'য়া ।
 রণক্ষেত্রে বিচরিতে তক্ষণ করত,
 রক্ত ক্ষীণে দৈত্য সব তবৈ হবে হত ।
 তক্ষণ করিলে তুমি শোণিত সকল,
 কখনই মোর আশা না হবে বিফল ।
 যদি তুমি আরম্ভিলা তক্ষণ করিতে,

আর তাবা নাপাবিবে উদ্ধব হইতে ।
 একথা বলিয়া দেবী শূলের ঘাতনে ।
 বক্তবীজে অভিহিত কবেন সেক্ষণে ।
 বক্তবিন্দু সমুদায় বিস্তারি বদন,
 কালীদেবী কবিলেন সত্ত্ববে গ্রহণ ।
 বক্তবীজ বর্ণক্ষেত্রে ভীষণ ৭দায়,
 আঘাত করিল বোধে দেবী চণ্ডীকার ।
 গদাৰ প্রহাবে দেবী না হন ব্যথিত,
 অশ্রুব সহিত নার পূজাপবনত ।
 বক্তবীজ বক্ত হলে ভূমতে পতিত,
 যে সকল মহাশূর তাহাতে উড়ুত ।
 সে সব অশ্রুবর্ণে শোণিত সহিত,
 ভক্ষণ কবেণ কালা হয়ে নশকিত ।
 বক্তবাজ বক্তপান চামুণ্ডা কবিলে
 শূল বজ্রাদিতে চণ্ডী তাবে আঘাতিলে,
 বক্তবাজ পৃথু পৃষ্ঠে হইল পতন,
 দৈত্য সেনাপতি এবে হইল নিধন ।
 ঋষি বলিলেন শুন নৃপতি নন্দন,
 অত্যন্ত আনন্দ লভে সর্ব দেবগণ ।
 দেবে উদ্ধাবিলে দেবী বপদ সাগরে,
 আমাকে লইবে কবে ভব আধাবাবে ।



শুভ ও নিশুভবধ ।



রাজা বলিলেন শুন দেব ভগবান,
রক্তবীজ বধে ব্যক্ত দেবী উপাখ্যান ।
কিন্তু বড় ইচ্ছা হয় করিতে শ্রবণ,
রক্তবীজ বধ হ'লে কি কবে এখন ।
শুভ ও নিশুভ দৈত্য হইয়া কুপিত,
পুনর্বার कह মুনি করিয়া বর্ণিত ।
মহর্ষি কহেন তবে ভূপতি নন্দনে,
নিহত করেন সৈন্য দেবশক্তিগণে ।
নিশুভ অসুর দেগি শ্রেষ্ঠ অগ্রগণ্য,
রণস্থলে যান ধারে লয়ে সর্ব সৈন্য ।
নিশুভ বেষ্টন করি দংশি ওষ্ঠ দেশে,
সম্মুখে উভয় পার্শ্বে আর পৃষ্ঠদেশে ।
দেবীর নিধন হেতু করে আগমন,
অবল বেষ্টিত যত মহাসুরগণ ।

মহাবীৰ্য্য গুস্তাসুর সহ মাতৃগণ,
 যুকিয়া তাদের বুকি নিশ্চয় হনন ।
 কবির বলিয়া ক্রোধে হয়ে আগুয়ান,
 উপস্থিত হয় তুরা দেবী বিদ্যমান ।
 গুস্ত ও নিগুস্ত দোহে তাঁহাব সহিত,
 বণ ফেঁরে যুদ্ধ কবে অতি অপ্রমিত ।
 ববিষা কালেতে যেন বৰ্ষে জলধর,
 সেইরূপ অঙ্গপড়ে তাঁহার উপর ।
 অসুর প্রাক্ষিপ্ত অঙ্গে স্বীয় অঙ্গ দিয়া,
 চণ্ডী দেবী নাশিলেন আনন্দ হইয়া ।
 পরে নিজ অঙ্গে তিনি মহাসুব যত,
 ক্রোধান্বিত হয়ে সবে করেন তাড়িত ।
 শাণিত সুপ্রভ খজা সিংহের মস্তকে,
 নিগুস্ত আঘাত কবি তাড়িলা তাহাকে ।
 বাহনে তাড়না যদি নিগুস্ত কবিল,
 তাব তীক্ষ্ণ খজা চন্দ্র চণ্ডীক ছেদিল ।
 নিগুস্ত সুদীর দেখে খজা ব্যর্থ হয়,
 চণ্ডীর উপবে তবে শক্তি নিক্ষেপয় ।
 শক্তি অভিযুগ্মগত দেখি মহেশ্বরী,
 কবিলেন দুই ভাগ দণ্ডেতে প্রহারি ।
 অনন্তর কোপান্বিত অসুর হইল,
 দেবীর উপবে শূল নিক্ষেপ কবিল ।
 দেবী শশীমুখী দেখি শূলাগত প্রায়,
 মুগ্ধাঘাতে করিলেন চূর্ণ তার কার ।

অম্লব আঘাতে গদা তবে চণ্ডীকার,
 ত্রিশূল গ্রাহারে তিনি ভস্মেন তাহায় ।
 ত্রিলোক জননী তবে পরশু আঘাতে,
 দৈত্য শ্রেষ্ঠ নিশুভকে পাড়েন ভূমেতে ।
 ভীম পবাক্রম ভ্রাতা নিশুভ পতিত,
 দেখি কুস্তাস্রব ক্রোধে যুদ্ধার্থে আগত ।
 অতুল উন্নত অস্থ অষ্ট ভূজে ধরি,
 অসাম আকাশ ব্যাপি চড়ি রথোপরি ।
 শুভাগত দেগি দেবী শজা নিনাদিয়া,
 কবেন ভীষণ শব্দ ধনুকে জ্যাদিয়া ।
 যণ্টাব শব্দে তিনি দশদিক পূবে,
 দৈত্য সৈন্য সমুদ্রেব তেজ নাস্ত কবে ।
 লক্ষ দিয়া উঠে শূন্যে কালী অনন্তরে,
 আঘাত করেন হস্ত পৃথিবী উপবে ।
 আঘাত শব্দেতে সেট শব্দ পূর্বকৃত,
 একবারে কবিলেন তিনি মন্দীভূত ।
 শিবদূতী শক্রগণ অমঙ্গল আশে,
 ভয়ানক শব্দ কবি অতি উচ্চহাসে ।
 সেই সব শব্দে ভীত অস্থর হইল,
 শুভাস্তরে অতিশয় ক্রোধ উপজিল ।
 অধিকা কহেন থাক থাক দুরাত্মন,
 এখনি নাশিবে তোরে করি মহারণ ।
 আকাশে দেবতা সব করি ভয় ধবনি,
 বলে শাস্ত্র জয় লভ গণেশ জননী ।

উগ্রতেজাবিষ্ট শুভ্র করি আগমন,
 নিক্ষেপ করিল শক্তি আকৃতি ভীষণ ।
 বহির সদৃশ শক্তি দেখিয়া আসিতে,
 মহা উচ্চাষাতে দেবী তাহাবে নিপাতে ।
 পবে সিংহ নাদে শুভ্র ত্রিলোক ব্যাপিল,
 অন্যান্য সকল শব্দে পরাজয় কৈল ।
 শুস্তেব নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে উগ্রশব দিয়া ।
 কাত্যায়ানী মহামায়া ফেলেন ছেদিয়া ।
 দেবীর প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রে স্বীয় অস্ত্রে করি,
 দূরে ফেলি দেয় শুভ্র দুই খণ্ড কবি ।
 অনন্তবে চণ্ডী দেবী হয়ে ক্রোধাশ্বিত,
 শূল দ্বারা শুভ্রামুরে করেন পীড়িত ।
 শূলহত দৈত্য পতি হইয়া মূচ্ছিত,
 বাতা হত বৃক্ষদম ভূতলে পতিত ।
 দেবী আর সিংহ গাত্রে কাম্যুক ধরিয়া,
 নিশুস্ত্র আঘাত করে চৈতন্ত্য লভিয়া ।
 দলুজ দৈত্যব বাহু অযুত বিস্তারি
 চণ্ডীকে আচ্ছন্ন করে চক্র যুদ্ধ করি ।
 বিপদ নাশিনী দুর্গা সেই চক্র বরে,
 শর নিক্ষেপে দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে ।
 নিশুস্ত্র হইয়া আশ্রয় সেনা পরিবৃত
 গদা হাতে অতি বেগে হইল ধাবিত ।
 তাহারে আগত দেখি দেবি মহেশ্বরী,
 ছেদন করেন গদা ঋজুঘাত করি ।

তখন নিশুভ শূল কবিয়া গ্রহণ
 অতি শাস্ত্র ধাবমান দেবীর সদন ।
 শূল লয়ে দৈত্য দেখি সম্মুখে আগত,
 তাহাব হৃদয়ে দেবী শূলে বিদারিত ।
 বিদৌর্ণ হৃদয় হতে মহা বীর্য্যবস্ত,
 বলে দেবী থাক থাক পুরুষ নিষ্কান্ত ।
 অশুব নির্গত প্রায় দেখি কাত্যায়নী,
 হাসিয়া মস্তকশ্ছেদে তীক্ষ্ণ শব হানি ।
 অশুব পৃথিবী পৃষ্ঠে তইল পতিত,
 সিংহ দন্ত দ্বাৰা গ্রীবা কবিল চৰ্খিত ।
 অশুব সকল দ্বাৰা উদব পূৰণ,
 শিব দূতা কালী সিংহ কবিয়া ভক্ষণ ।
 কোমারী শক্তিতে কাবে কবিয়া আঘাত,
 বিদারিত কবি তাহ কবিলা নিপাত ।
 ব্রাহ্মণীৰ মন্ত্রপূত জল পবশনে
 অন্যান্য অশবে নাশি ভূমিতে পতনে ।
 ত্রিশূল আঘাত করি দেবী মহেশ্বরী
 অনেক অশুরে নাশি ফেলে পৃথিবী ।
 আঘাত করিয়া দেবী ববাহী মুখেতে
 চূর্ণ কবি এক বাবে ফেলে ধবণীতে ।
 বৈষ্ণবী শক্তি দিয়া খণ্ড খণ্ড কবি,
 ঐক্যোনিজ বজ্র ক্রোধে নিক্ষেপণ করি ,
 করিলেন এই রূপে দেব শক্তি যত
 অন্যান্য অশুরগণে সমরে নিহত ।

অবশিষ্ট কিয়দংশ করে পলায়ন,
 শিবদূতী কালী কিছু করিলা ভক্ষণ ।
 নিশ্চিন্ত বধেব কথা হইল সমাপ্ত
 মোরে শ্রীচরণে স্থান দেহ দেবী অাপ্ত ।
 প্রাণ তুল্য ভ্রাতা আর যত সৈন্যগণ,
 বণক্ষেত্রে হত গুণ্ড করিল দশন ।
 ক্রোধ উপজিল তাব আতশয় চিতে,
 তুর্গা প্রতি তবে কিছু লাগিল কহিতে
 বল অভিমানী তুর্গে না কবিও গর্ব,
 অভিমানী তুমি পেয়ে দেব শক্তি সর্ব ।
 অমর শক্তিতে তুমি হয়ে বলীয়ান,
 দৈত্য যুদ্ধে বাবস্ব'ব পাও পরিত্রাণ ।
 দেবী কহিলেন মঢ় দুষ্ট দৈতাপাত,
 আমি বিদ্যামান হই মধ্যবর্তী ক্ষিতি ।
 আমার দ্বিতীয় কেবা আছে পৃথিবীতে,
 সর্ব দেব শক্তি দেখ বলীন আমাতে ।
 এই সব শক্তি হয় আমার বিভূতি,
 মোর বিভূতিতে সর্ব রূপ উৎপত্তি ।
 সমূহ দেবের শক্তি ব্রাহ্মণী প্রমুখে,
 মিলিত হইয়া গেল দৈত্য পতি দেপে ।
 অনন্তরে একাকিনী দেবী বিদ্যামান,
 স্বক্ৰোধে দৈত্যের প্রতি কহিছেন নানা ।
 সমস্ত শক্তি আমি করিয়া সংহার,
 মুক্ত ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হলেম এবার ।

তুমি স্থির হয়ে যুঝ আমার সংহতি,
 কত বল ধর এবে দেখিব সংপ্রতি ।
 গ্নাষি কহিলেন শুন ভূপতি কুমার,
 সম্মুখে হটল যুদ্ধ দৈত্য দেবতার ।
 পুনর্বার অশ্বিকার অশুর সহিত,
 যুদ্ধ দেখি সর্বলোক হইল ত্রাসিত ।
 অসি যুদ্ধ করে দোহে আর শরবৃষ্টি,
 উপদ্রবে এই বার বুঝি লোপে সৃষ্টি ।
 চণ্ডীকা নিক্ষিপ্ত দিব্য অস্ত্র শত শত,
 শুভ ছেদে দিব্য অস্ত্রে করি মন্ত্রপুত ।
 তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে শুভ ঈশবীর প্রাতি,
 চণ্ডীকা করেন তাহে অস্ত্রে বিনশ্বতি ।
 তদন্তরে শত শরে দেবীকে আচ্ছন্ন,
 কূপিত হইয়া দেবী তার ধনুভগ্নে ।
 ধনুর্ভঙ্গে লয় দৈত্য এক গোটা শক্তি,
 শক্তিকে পার্শ্বতী দেন একবারে মুক্তি ।
 অস্ত্র ব্যর্থ দেখি শুভ হয় ধাবমান ।
 হস্তে খড়্গ করি সূর্য্য সমদীপ্তিমান ।
 হস্তে খড়্গ গত প্রায় দেখিয়া তাহারে ।
 ধনুর্শূল বানে চণ্ডী খড়্গাচ্ছেদ করে ।
 ধনু ভগ্ন রথ শূন্য সারথি বিহীন,
 হয়ে দৈত্যেশ্বর হয় অতি হতাস্বীন ।
 হতাস্ব হইয়া হস্তে মুদগর লইল,
 অশ্বিকা বিনাশ জনা উদ্যত হইল ।

সমুখে আগত দেখি নানব ঈশ্বর,
 মূদগর ছেদেন দেবী শব্দে ঋগভর ।
 মুষ্টি আঘাতন হেতু হইয়া উন্মত্ত,
 তাঁর প্রতি শুদ্ধাত্মর তত্রাচ ধাবিত ।
 দেবীর হৃদয়ে দৈত্য করতলাঘাতে,
 হৃদয় ভাঙেন তার তিনি মুষ্টিপাতে ।
 মুঠাঘাতে প্রপীড়িত দৈত্য অধিপতী,
 ভূমে পড়ি পুনরায় উঠে শীঘ্রগতি ।
 দেবীকে লইয়া শূণ্যে উঠে লক্ষ দিরা,
 পরস্পর করে যুদ্ধ নিরালস্য হইয়া ।
 অনন্তর বাহু যুদ্ধ দেখি তাঁহাদের,
 বিশ্বর জন্মিল অতি দিগ্ধ যুগ্মদেব ।
 বহুক্ষণ বাহু যুদ্ধ উভয়ে হইল ।
 অধিকা তাহারে উর্দ্ধে ত্রামিত করিল ।
 পবেতে নিক্ষেপে তার পূর্ণেশ্বরদনী ।
 ঈশ্বর হৃজিত প্রাণী পুরিত মেদিনী ।
 ধরণী উপরে হুটু হইয়া পতিত,
 চণ্ডিকার মুষ্টিঘাতে নালিতে উন্মত্ত ।
 দৈত্যের ঈশ্বরে দেবী দেখি সমাগত ।
 শূল দ্বারা বন্ধ করেন আহত,
 শূল দ্বারা বক্ষঃস্থল করিয়া বিদীর্ণ,
 তাহাকে করেন তিনি ভূমে অবতীর্ণ ।
 শূলাগ্রে করিয়া তিনি হৃদয় বিকৃত,
 করেন স্তম্ভের প্রাণ চির অভ্যমিত ।

দৈত্যেশ্বর শুকাসুর হইলে পতিত,
 পূর্বত সমুদ্র দ্বীপ পৃথিবী কম্পিত ।
 জগত লভিল সুস্থ আকাশ নির্মল,
 পৃথিবীস্থ জীব হয় আনন্দ সকল ।
 অনিষ্ট সূচক মেঘ আর উল্লাসগণ,
 বিদ্যমান ছিল যত গুপ্তের সদন ।
 তাহারা অদৃশ্য ত্বরায় আর নদীগণ,
 পথদ্বারা প্রবাহিত হয় পূর্বতন ।
 দেবগণ হরষিত হইল স্বর্গেতে,
 গাইছে গন্ধর্বগান নাচে অম্রবেতে ।
 অনুকূল বায়ু সব লাগিল বহিতে,
 তপন সূপ্রভ রশ্মি বিস্তার করাতে ।
 চৌদিক প্রশান্ত ভাবে হয়ে দীপ্তিমান,
 নিজ নিজ শব্দ সব কবে সমুত্থান ।
 অসুর নিহত কবি তোম দেবগণে,
 দেবী স্থান দাও মোরে স্বীয় শ্রীচরণে ।

দেবীর স্তোত্র ।



কর নর অধিপতি

ঈশ্বর বচন শ্রুতি

অনুরেক্ত হইলে নিধন,

বহ্নিকে করিয়া অগ্র স্বর্গস্থিত দেব বর্গ,
 নিজ ইষ্ট করিতে সাধন ।
 কবেন হর্গার স্তব ভক্তিবৃক্ষ হয়ে সব,
 স্নমধুব বাক্যে নানামত,
 শরণ লইলু মোবা প্রসন্ন হউন তারা
 সকলেই হয়ে পদানত ।
 অখিল জগৎ মাতা হইয়ে প্রসন্ন যুতা
 বিশ্ববক্ষ তুমি বিশ্বেশ্বরী,
 তুমি শত্রু নিবাবিনী রূপ ধরি ভববাণী,
 শত্রু নাশ পবমঙ্গলস্বরী ।
 তুমি জগত আধার হও সর্বমূল্যধাব
 মতীরূপে দেবী মহেশ্বরী
 তুমি জগৎকপ ধব, সর্বত্র বিজ্ঞাব কব
 সর্ব ব্যাপি হও সর্বেশ্বরী ।
 অলঙ্ঘ্য তোমাব কার্য্য, অনন্ত তোমাব বীৰ্য্য,
 বৈষ্ণবী শক্তিরূপধারী,
 তুমি সংসারের জন্য মায়াকপে অবতীর্ণ,
 বাধ বিশ্ব বিমোহিত কবি ।
 তুমি মুক্ত কব জীব প্রসন্ন হইয়া শিবে,
 পৃথী “পরি নিবেসয়ে যত.
 বিদ্যার যতেক মুক্তি সর্বলি তোমাব শক্তি,
 ত্রিভুবনে আর নারী যত ।
 তুমি দেবী একাকিনী ব্যাপিয়াছ এ ধরনী,
 শ্রেষ্ঠ তুমি স্তব্য গণাদির

আর কোন শকে করি তোমাতে সন্তোষ করি,

সর্ব শক তুমি পৃথিবীর ।

তুমি হও দীপ্যমানা সর্ব ভূতে রূপে নানা,

জীব মুক্তে স্বর্ণশুরে বার,

এহেতু তোমার শিবে বার বার ভক্তিভাবে,

সবে তোমেষ স্তবের দ্বারায় ।

তুমি বুদ্ধি রূপ ধর সর্ব জীবে বাস কর,

দেবী স্বর্গবাস প্রদায়িনী,

এহেতু তোমার করি তব পদ শিবে ধরি,

নমস্কার দেবী নারায়ণী ।

কলা কাষ্ঠা স্বরূপিনী তুমি মুক্তি প্রদায়িনী,

দেবী বিশ্ব বিনাশ সামর্থ্যে,

তব পদে নারায়ণী, বারে বারে প্রণমামি,

সর্বদেব বিপদ নাশার্থে ।

গৌরি শরণ্যে ত্রিস্তিকে শিবে সর্বার্থ সাধিকে,

নমি সর্ব মঙ্গলা মঙ্গল্যে,

হুর্মা পদপ্রান্তে ধরি, নারায়ণী শিরে করি,

নমস্কারি দায়িনী কৈবল্যে :

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশিনী, শক্তিভূতা সনাতনী

নমস্কার করি নারায়ণী,

দীন ও শরণাগত, ব্যাধিগ্রস্তে প্রসীড়িত

মহুবোর উদ্ধারকারিণী ।

এই হেতু নারায়ণী, ওগদে নমি জননী

তুমি ব্যাধি হও বিনাশিনী,

হংস যুক্ত রথে চড়ি, ব্রহ্মাণীর রূপ ধরি
কুশে জল সেচন কারিণী ।

তবপদে অনিবার, নমস্কারি ধারেবাব
নাবাস্তগৌ ত্রিপাপ বারিগৌ,

ଶର୍ପ ଡ୍ରାମାବିଗ୍, ମହା ବୃଷଭ ବାହିନୀ
 ମହେଶ୍ୱରୀ ଗଣେଶ ଜନନୀ ।

আমরা প্রণাম করি, ওরাজা চবণ ধবি
নায়াগী ত্রিলোক রক্ষণী,

সুশ্রী ময়ূব বাহিনী, দেবী কোমারী কপিনী
মহাশক্তি নমি নারায়ণী ।

বৈষ্ণবী শক্তি কপা, প্রসন্ন হইয়ে কপা,
চক্রে আদি মহাস্ত্র ধারিণী,

আমরা প্রণাম করি, ভবাবাধ্য পদে ধরি
নারায়ণী গুরুড বাহিনী ।

চক্র মহোত্র ধারিনী, মণীদন্তে উদ্ধাবিণী,
বরাহী রূপিনী নারায়ণী,

নমস্কার করি শিবে, বিপদে বক্ষিবে দেবে,
 বারে বারে বিপদ বারিণী ।

প্রচণ্ড সিংহ রূপিনী, দৈত্য বিনাশ কারিণী
মহাদেবী ত্রৈলোক্য রক্ষিণী,

তব পদ প্রাপ্তে ধরি মোরা নমস্কার করি
তিনয়না দেবী নারায়ণী ।

দেবী কিরিটি ধারিণী ঐন্দ্রী মহা বজ্রপাণী
সমজ্ঞল সহশ্রেক নেত্রা,

नमस्कृति नारायणी, धरि नम दुहेथानि,

প্রাণ হারিণী অন্তর বেত্রা ।

ଭବ ଭୟ ନିବାରିଣୀ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ବିନାଶିନୀ

দেবী সর্ব পাপ নিবারিণী ।

হে শিব দূতি কপিনী, দৈত্যগণ বিনাশিনী,

ସାର କ୍ରମା ନମି ନାରାୟଣୀ,

ନଂହୁଁ କରାଳ ବଦନା, ସୁଖମାଳା ବିଭୂଷଣା,

দেবী চণ্ড যুগু বিনাশিনী ।

প্রণিপাত চামুণ্ডায়, করি সৰ্ব'দেবতায়,

शुद्धकेशी कामी नारायणी,

লক্ষ্মী লজ্জা স্বধা কপা, মহাবিদ্যা কর কৃপা,

ପୁଣି ଏବଂ ଆଉ ମହାବାତ୍ରି ।

ব্রহ্মা মহান আত্মা, নগন্ধার করি পায়,

नादाग्रणी आव जगद्धात्री ।

ঈশে মেধে স্বরস্বতী নিয়তে বাব্রবি ভূতি,

তামসী ওরব স্বরূপিনী,

একে একে নমি সবে, সকাল প্রসন্না হবে,

সর্বদেবে দেবী নারায়ণী ।

সর্বোশ সর্ব স্বরূপা, আমাদিগে কর কৃপা,

দুর্গে সৰ্ব শক্তি সমৰ্পিত.

মুক্তকেশী ত্রিনয়না, দিগাম্বরী শবাসনা,

নমস্কার তব পদানতে ।

ভবিত লোচন ত্রে, তব সৌম্য রূপ হয়ে,

মোনে রক্ষা কর সর্বভূতে,

অন্ধকার মাংগর্ভে ভ্রমণ করাও মর্তে
 সৎবাক্যে বিবেক আদিত্তে ।
 যেখানে রাক্ষসালয় সেই স্থানে সর্প ভয়
 হয় দেবী তোমার কারণে,
 যে স্থানে শত্রু আলয় দশ্য সেই স্থানে রয়
 ইচ্ছা হয় তোমার বিধানে ।
 দাবানল যেই স্থানে সমুদ্র ও সেই স্থানে
 তুমি করি রক্ষা পৃথিবীকে
 তুমি বিশ্ব রক্ষা কর বিশ্বেশ্বরী নাম ধর
 পূর্ব উক্ত উপায়ে অস্থিকে ।
 এ হেতু তুমি অস্থিকে নামধর বিশ্বাত্মিকে
 এই বিশ্ব করিছ ধারণ
 বিশ্বেশ্বর বন্দিনীয়া তুমি আর তব ক্রীয়া
 ইহা সব জানে জগজন ।
 যেবা ভক্তি সহকারে তোমারে আশ্রয় করে
 হন তাঁরা বিশ্বের আশ্রয়,
 চণ্ডীক। প্রসঙ্গা হয়ে শত্রুভয় নিবারিয়ে
 মোদে রক্ষা উচিত তো হয় ।
 দ্বিজ গিরিশঙ্কর ভণে দেবী স্তোত্র সমাধানে
 বৃদ্ধপদ মস্তকে ধরিয়া,
 দেবী মোরে কৃপা করে লও ভব পারাবারে
 ভবানলে দহে মোর হিয়া ।



দেবগণ প্রতি দেবীর উক্তি ।



কহিলেন দেবী তবে সুরগণ প্রতি,
ত্রিভুগত উপকার যাহে হবে অতি ।
সে বর প্রার্থনা কর তোমরা সকলে,
বরদা হইয়া আমি দিব কতুহলে ।
অখিল ঈশ্বরী মোরা করি নিবেদন,
ত্রিলোক প্রশান্তি কর শত্রুর নিধন ।
করি ভবিষ্যৎ যাক্রা মোদের পূরণ,
সন্তোষ হইয়া তবে করিব গমন ।
কহিলেন বরদাত্রী প্রসন্না অন্তরে,
অষ্টাবিংশ সংখ্যায়ুগে সপ্তমহাস্তরে ।
শুভ ও নিশুভ নামে মহাসুরদ্বর,
পুনর্বার অত্মাত্মরে হইবে উদয় ।
মহীতনে পুনর্বার অবতীর্ণ। হব,
বৈপ্রচিত্ত নামে দৈত্য বিনাশ করিব ।

উগ্রাসুর বৈপ্রচিন্তে করিলে ভক্ষণ,
 দাড়ি স্ব কুম্ভ সম লোভিত বরণ ।
 হইবে আমার দস্ত নিশ্চয় তখন,
 দস্তাঙ্গীকে বলি স্বর্গ বাসি দেবগণ ।
 মনুষ্য পৃথিবী মাঝে আছে যত জন,
 সবে স্তবকালে মোরে করিবে কীর্তন ।
 পুনর্বার যত বর্ষ অনাবৃষ্টি হবে,
 মুনিগণ স্তবে তুষ্ট আমারে করিবে ।
 অযোনি সম্ভবা আমি জন্মিয়া ভারতে,
 মুনিগণে দবশিব শতক নেত্রিতে ।
 শতাক্ষী বলিয়া মোরে যত নরগণ,
 এই হেতু স্তব কালে করিবে কীর্তন ।
 যত দিন অনাবৃষ্টি হইবে ধরায়,
 আমি স্বীয় গাত্রোথিত শাকের দ্বারায়
 ততদিন সর্বলোকে করিব পালন,
 পুথু শাকাস্বরী নাম লভিব তখন ।
 দুর্গা নামাস্তুর বধি অনাবৃষ্টি কালে,
 এ হেতু আহ্বান মোরে কবে দুর্গা বলে ।
 মুনিগণ রক্ষা হেতু হিমাচলে পুন,
 ভীমরূপে রাক্ষসেরে করিব ভক্ষণ ।
 তৎকালে মুনিগণ নম্র মূর্তি হয়ে,
 আমারে তুষিবে সবে ভীমা দেবী করে ।
 যে কালে অরুণ নাম ধরি মহাসুর,
 ধরণীতে মহাবাধা ঘটাবে প্রচুর ।

অসংখ্যের ঘটপদ সেকালে ধারণ,
 ভ্রমরী হইব পৃথ্বী মঙ্গল কারণ ।
 সবে এই হেতু মোরে বলিয়া ভ্রমরী,
 সৰ্বকাল সন্তোষিবে স্তব স্তুতি করি ।
 এইরূপে সমোখিত দানব যখন,
 পৃথিবীতে নানাবাধা ঘটাবে তখন
 অবতীর্ণা হয়ে আমি এই ভূমণ্ডলে,
 করিব শত্রুর নাশ জানিবে সকলে ।
 দেবী कहিলেন মোরে এই সব স্তবে,
 সমাহিত চিত্তে যারা সন্তোষ করিবে ।
 সকল প্রকার বাপা নিশ্চয় বিনষ্ট,
 করি আমি তাহাদের পুরাইব ইষ্ট ।
 মহান্নর শুভ আর নিশ্চয় বিনাশ,
 মধুকৈট বধ কথা করিয়া বিশ্বাস
 ভক্তিয়ুক্ত হয়ে যাবা একাগ্র চিত্তেতে,
 নবমী অষ্টমী আর চতুর্দশাদিতে,
 মহাত্ম্য কীর্তন কিস্তা করিবে শ্রবণ,
 তাহাদের সৰ্বপাপ হয় বিমোচন ।
 দরিদ্র নাহবে তারা বন্ধু বিরোজন
 নিশ্চয় জানিবে সবে আমার বচন ।
 এই হেতু সমাহিতে মহাত্ম্য মদীর,
 সকলে করিবে পাঠ শ্রবণ আদীর ।
 মদীর মহাত্ম্য কথা জানিবে নিশ্চয়,
 সৰ্ব উৎকৃষ্ট এই স্বস্তয়ন হয় ।

নানাবিধ উপদ্রব আর মহামাঘি
 মনীর মাহাত্ম্যে নাশ হয় বঝাবরি ।
 যে গৃহে আমার এই মহাত্ম্য পঠন,
 সমস্ত করয়ে সেই গৃহ কদাচন,
 নাপারি কবিত্তে ত্যাগ সকলে জানিবে
 আমার বসতি তৎসন্নিধানে হবে ।
 পূজা বলিদান অগ্নি কার্য্য উৎসবে
 আমার চরিত্র কথা শ্রবণ কবিবে ।
 জ্ঞানে বা অজ্ঞানে লোকে হোম পূজাবলি
 কবিলে গ্রহণ আমি কবিব সকলি ।
 শবতে বার্ষিক পূজা করিয়া সকলে,
 আমার মহাত্ম্য ভক্তিপূর্ব্বক শুনিলে ।
 আমার প্রসাদে সর্ব্ব বিপদ হইতে,
 মুক্তিলাভ করি বাড়ে ধন ধাণ্যানিতে ।
 বৃদ্ধ পরাক্রম আব শুভ উৎপত্তি,
 মহাত্ম্য আমার ঘেবা কবিরেক শ্রুতি,
 নির্ভয় পুরুষ সেই অবনি মণ্ডলে,
 জানিবে সকলে ইহা দেবী বাক্য বলে ।
 সর্ব্বত্রই শান্তিকর্মে হুঃস্বপ্ন দর্শনে
 গ্রহপীড়া কালে মোব মহাত্ম্য বর্ণনে ।
 নিশ্চয় হুঃস্বপ্ন হয় স্নানোত্তে নত,
 উপসর্গ গ্রহ পীড়া হয় দূরীভূত ।
 রিষ্টি দোষে যদি হয় বালক দূষিত
 মন তত্ব শুনে তারা শান্তি পরিণত ।

অশেষ তর্কিত বক্ষ পিশাচাদি যত,
 বলহারি মন্ত্রে মোব তাবা নষ্টীভূত ।
 আমার মহায়া মোব সন্নিধিকাবক,*
 সকলেব নানা বিঘ্ন হয় বিনাশক ।
 উৎকৃষ্ট পশু পুষ্প ধপ গন্ধাদিতে,
 ব্রাহ্মণ ভোজন হোম অগ্ন্যান্য ভোগেতে,
 কবিলে আমার পূজা প্রীতি লাভি যত,
 শ্রবণে মহায়া তুষ্ট আমি হই তত ।
 সন্ম পাপে মুক্ত প্রাতে আমাব মহায়া,
 সকলে আবেগ্য লাভ কবে দেহ আয় ।
 জনম বৃত্তান্ত মোব কবিলে কোত্তন,
 ভূতগণ হতে বক্ষা সকলশেই হন ।
 শত্রু বিনাশক যুদ্ধ আমাব চবিত্র,
 শ্রবণে পূরন শূন্য ভয় অবা কৃত ।
 এক্ষণি ভোমবা এক্ষা কবয়ে যে স্তুতি
 শ্রবণে পঠনে তাহা শুভকব অতি ।
 অবগ্য প্রাস্তবে আব দাবাগ্নি বেষ্টনে,
 মিত্র শূন্য স্থানে যদি দম্বা শত্রুগণে,
 মহার্ণবে জলযান বায়ুতে ঘূর্ণিত
 সংগ্রামে সমূহ অন্ত্র হইলে পতিত,
 সিংহ ব্রাহ্ম বন পশু করে আক্রমিত,
 সর্ক বিপত্তিতে হয়ে মন্ত্রণাভিভূত,
 মনুষ্য আমারে যদি করয়ে স্মরণ,
 সকল সঙ্কট তবে হয় বিমোচন ।

মদীয় চরিত্র হেবা করিবে স্ববণ,
 আমার প্রভাবে তারে করিয়া দশন,
 গিংহাদি হিংস্রক জন্তু আর দম্যাগণ,
 সব শত্রু শীঘ্র দূরে করে পলায়ন ।
 এই কথা বলি চণ্ডী দেবগণ প্রাতঃ,
 অন্তর্দ্বান হইলেন অতি শীঘ্র গাত ।
 বৈর হতে নিরাতঙ্ক হয়ে দেবগণ,
 যজ্ঞ ভাগ ভোজ্য প্রাপ্ত হন নিজ ধন ।
 যুদ্ধক্ষেত্রে দেব শত্রু বিক্রম অতুল,
 শুভ ও নিশুভ দোহে হইলে নিশ্চল,
 অবশিষ্ট অশুরেরা পাতাল ভ্রবন,
 নিজ প্রাণ রক্ষে সবে করি পলায়ন ।
 মূর্খান বলিলেন গুন নৃপতি কুমার
 হইলেও দেবী নিত্য জন্মি বার বার
 এইরূপে পৃথিবীকে করেন পালন,
 ভাঙ্গাগড়া কার্য্য তার গুনহ রাজন ।
 মোহিত করেন বিশ্ব বিশ্বের জননী,
 প্রসব করেন বিশ্ব তিনিই আপনি
 তাঁহার নিকটে যদি চাই দিব্য জ্ঞান
 প্রসন্ন হইয়া তিনি করেন প্রদান ।
 প্রলয় কালেতে দেবী মহান কালীকে
 মহামারি রূপাবৃত্ত করেন মহীকে ।
 মহামারি রূপে সৃষ্টি নাশি যথাকালে ।
 আবার পালেন তিনি প্রাণী কোন কালে ।

মনুষ্য দিগেব গৃহে তিনিই থাকিয়া,
মঙ্গল কবেন নানা ঐশ্বর্যাদি দিয়া ।
তাঁহার অভাবে লক্ষ্মী হন অন্তহিতা
চবিত্র তাঁহার কোন বুঝে প্রাপ্তচেতা ।
করিলে তাঁহার পূজা পুষ্প গন্ধাদিতে,
শুভ মতি দিয়া বৃদ্ধে ধন ধাত্যাদিতে ।

স্মরথ এবং বৈশ্যকে বরদান ।

শুন শুন মহাপাল ঋষির বচন,
কবিলাম তব কাছে দেবীর কীৰ্ত্তন ।
কবিছেন গিনি এই জগৎ ধাবণ,
তাঁহার প্রভাব এই শুনহ রাজন ।
বিষ্ণু মায়া ভুগবতী দেন তত্ত্বজ্ঞান,
তাঁহার প্রভাবে লোকে হয় জ্ঞানবান ।
তোমার বৈশ্যকে আর অবিবেকী যত,
করিয়া রাখেন তিনি মায়াতে মোহিত ।
ভবিষ্যৎ ব্যক্তিগণ এইরূপে যত,
হইবে তাঁহার মায়াজালে জড়ীভূত ।
পাক তীক্ষ্ণ বর্ণাগত হয়ে দুইজনে,

তাঁর আবাধনা কর কিবা বাত্রিদিনে ।
 স্বর্গভোগ মুক্তি তিনি করেন প্রদান,
 তাঁহার সন্তোষে কার্য্য সব সমাধান ।
 বাজন্ত হবণ জন্ত হইয়া দুঃখিত,
 মেধস মুনিব বাক্য শুনি অপ্রমিত ।
 কঠোর তপস্যা হেতু স্রবত বাজন,
 বাহ্যগত হন বন্দী মুনিব চরণ ।
 বৈশ্যও তপস্যা হেতু কবিল গমন,
 সমভিব্যাহারে ভ্রুবা স্রবথ রাজন ।
 দেবী দরশন হেতু বৈশ্র ও বাজন,
 ভগবতী প্রীতিমূর্তি মন্ময় গঠন ।
 দুইজনে নদীকূলে করি অবস্থিতি,
 দেবীযুক্ত যপে তপ করেন সংপ্রতি ।
 কখন আহান কবি কভু নিবাহারে,
 গন্ধপুষ্প হোমাদিতে পূজিয়া তাঁহাবে ।
 আপন আপন বস্ত্র বলিদান করি,
 তিন বর্ষ ধরি পূজা কবেন শক্রবী ।
 এইরূপে জগদ্ধাত্রী পবিতৃষ্ট হয়ে,
 প্রকাশিত হন পরে প্রত্যক্ষ হইয়ে ।
 দেবী কহিলেন শুন বৈশ্র ও রাজন,
 প্রার্থনা করিবে যাহা করিব পূরণ ।
 চণ্ডিকা প্রসঙ্গা হেরি নৃপতি নন্দনে,
 ভক্তি সহ অতি নম্র ভাবে নিবেদনে ।
 শুন শুন জগন্নাথ আমার বচন,

পূৰ্ব জন্মার্জিত মোব যত রাজ্য ধন ।
 নিজ ভূজবলে বধ কবি শত্ৰুগণ,
 ইহ জন্মার্জিত পাই রাজত্ব আপন ।
 বৈশ্ব নিবেদন করে অশ্বিকা চবণে,
 দিব্য জ্ঞান দেন মোরে কুপা বিতরণে ।
 দেবী কহিলেন তবে ভূপতি কুমাবে,
 শত্ৰুকুল ধ্বংসী রাজ্য পাইবে অচিবে ।
 পুনৰ্বাব সূর্য্যকূলে তব জন্ম হবে
 ভূমণ্ডলে সাবণিক মনু তোমা কবে ।
 বৈশ্ব শ্রেষ্ঠ মনস্কাম পুৰিবে নিশ্চয়,
 আমার কুপায় তব হবে জ্ঞানোদয় ।
 এইরূপে ক্ষত্ৰ শ্রেষ্ঠ স্তবথ বাজন,
 দেবীৰ নিকটে বব কবিতা গ্রহণ,
 উৎপত্তি লভি তিনি সূর্যদেব হতে,
 সাবণিক নামে মনু হবেন মহীতে ।
 সম্পূর্ণ কবিতু চণ্ডী চণ্ডীব কুপায়,
 পাদপদ্ম লভি যেন অন্তিম দশায় ।

মার্কণ্ডেয় পূৰ্বাণাস্তৰ্গত দেবী মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ ।

৪২ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত দুই লাইন ১৫ লাইনের পর ছাড় হইয়াছে ।

কাহাকেও অক্রমিয়া কাহাকেও মুখ দিয়া

কখনও অধরাঘাত করে ।

বলি মীমাংসা ।

— ০৩) ২ (২০ —

শ্রীরজনীকান্ত স্মৃতিরত্ন প্রণীতা
তেনৈব সংস্কৃতা প্রকাশিতাচ ।

— ০' ০' ০' —

বিশাল—কমলা-প্রেসে
শ্রীমদ্য কুমার দাস বহুক মুদ্রিত ।

শকাব্দ: ১৮৩৩ ।

সন ১৩১৮ ।

মূল্য ১০ আনা

পরিবারবর্গ মনঃক্লান্ত না হয় এই জন্ত তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বক্ত
 প্রকাশে পরানুগ্ৰহ হইব না। বস্তুতঃ সেই সময় টাকা পয়সা মাত্র
 হাতে ছিল না বলিয়াই কষ্টকর পথ পরিত্যাগ পূর্বক সুখকর পথে
 মন ধাবিত হইয়াছিল। শাস্ত্রেও আছে যে, সম্ভবতি লঘুপায়ে গুরু-
 পায়স্তাত্ধ্যাত্ম্য—লঘু উপায় সম্ভব থাকিলে গুরু উপায় অবলম্বন
 করা অত্যাশ এইরূপ বিবেচনা করিয়া উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত
 ক্ষণটির নিকট হইতে বিদায় হইয়া নিজ বাটীতে উপস্থিত হইয়া
 নিজ পরিবারস্থিত আবার বৃদ্ধদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, এই
 ২৫শর ৮শারদীয়া পূজায় পাঠা বলিদান দিব না, কারণ টাকা মাত্র
 মাই যে পাঠা ক্রয় করিব, বিশেষ পাঠা না দিলেও কোন দোষ
 হইবে না, তাহাতে সকলে নিতান্ত দুঃখিত ও নিকংসাহ হইয়া
 অসমক্ষে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং সুখ মন ও দুঃখ
 সূচক চিহ্ন ধারণ করিল, অনেকেই ভোজনে বিরক্ত ভাব প্রকাশ
 পূর্বক রাত্রিতে শয্যায় নিদ্রা অবলম্বন করার জন্ত শয়ন করিলেন।
 ভট্টাচার্য্য মহাশয় গভীর রাত্রে প্রায় তৃতীয় প্রহর হ্রাত্ত সময়ে তাঁহার
 পত্নীর অক্ষুট স্বরে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
 তুমি কি জন্ত রোদন করিতেছ, তিনি উত্তর করিলেন, আমার চক্ষু
 গিয়াছে, ভয়ঙ্কর বেদনা, জ্বালা, যন্ত্রণা, সহ্য করিতে পারি না, বোধ
 হয় দক্ষিণ চক্ষুটি উঠাইয়া নিয়াছে। তোমার চক্ষু কে উঠাইয়া
 নিয়াছে? হঠাৎ এইরূপ অসহ্য দারুণ বেদনার কারণ কি? পত্নী
 বলিলেন স্বপ্ন ঘটত বৃত্তান্ত রাত্রে বলিব কিম্বা প্রভাতে বলিব?
 ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, প্রভাতে বলিবা। রাত্রি প্রভাতের পর
 পত্নী বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, আমি স্বপ্নে দেখি যে, স্বভাবতই

ভগবতীর হার সুন্দরী আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নি আমার শিরোদেশে শস্যের
 উপাধানের (বালিশের) নিকট বসিয়া একখানি চিকন কুঞ্চি হস্তে
 করিয়া বলিলেন যে, ত্রাথ তোর নাকি পূজার পাঠা দিবি না, তবে
 ত্রাথ তোর চক্ষু ঠেঁাইয়া ফেলি, এই বলিয়া কুঞ্চিখানি চক্ষু মধ্যে
 প্রবেশ করাইয়া দিয়া মাংসচর্শ্ব উৎপাটন করিয়া বলিলেন যে, তোর
 অপর চক্ষুটাও নিব, তৎশ্রবণে আমি তাঁহার চরণ ধারণ পূর্বক
 ক্রন্দন করিয়া বলিলাম, দিদি ! তোমার কি মায়া দয়া মাত্র নাই ;
 চিরদিনের জন্ত আমাকে অকর্ম্মা করিলা, তুমি আমাকে যারপর নাই
 স্নেহ করিতা, কি জন্ত আমার প্রতি এতদূর নিষ্ঠুর ও নৃসংশ
 ব্যবহার করিলা । পাঠা দেওয়া না দেওয়ার কর্ত্তা পুরুষগণ, আমার
 কি সাধ্য আছে । এই বলিয়া নিদ্রাবস্থায় রোদন করিতে করিতে
 চৈতন্তলাভ করিয়া চক্ষুর বেদনায় যারপর নাই যন্ত্রণা পাইতেছি ।
 আপনি আমার চক্ষু দর্শন করুন, এইরূপ শ্রবণ করিয়া ভট্টাচার্য্য
 মহাশয় চক্ষু দর্শন করিলেন, চক্ষু অতিশয় রক্তবর্ণ এবং চক্ষু হইতে
 অজস্র জল পতন হইতেছে ও ফুলিয়া উঠিয়াছে, তদ্বর্ণনে ভট্টাচার্য্য
 মহাশয় অত্যন্ত ভীত হইয়া স্থির করিলেন যে, পাঠা দেওয়াই
 কর্ত্তব্য । পরে তিনটি টাকা মাত্র সঙ্গে নিয়া হাটে গমন করিলেন ।
 প্রথমতঃ পাঠা ক্রয় করিতে যাইয়া সেই স্থানেই অনেক জন শিষ্য
 নিকট এগারটি টাকা পাইলেন, তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বকই দিয়াছিল ।
 জগদম্বার অনুকম্পায় অতি সুলভে ছয়টি পাঠা চৌদ্দ টাকায় ক্রয়
 করেন কিন্তু হাটেই অনেক লোকে অনুমান করিল চব্বিশ টাকা
 হ্রাস্য মূল্য । ঠিক দুই প্রহরের সময় ঐ পাঠা ক্রয় হয়, বাটীতে
 ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রী তাঁহার জ্যেষ্ঠ জালের নিকট বলিলেন, দিদি !

বোধ হয় পাঠা খরিদ হইয়াছে, কারণ হঠাৎ আবার চক্করপীড়া
 নিবৃত্তি হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটী আসিয়া জানিলেন
 বাস্তবিক বে বেলা দুই প্রহরের সময় পাঠা ক্রয় করিয়াছেন ঠিক
 সেই সময় অবধি চক্কু ভাল হইয়াছে। এই অনৈসর্গিক ঘটনার
 জ্ঞান বশতঃ এবং বহু লোকের অহরোধ বশতঃ আমি এই ক্ষুদ্র বলি
 নীমাংসা পুস্তকাকারে সিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম। যদি
 ধর্ম্মোৎসাহী ব্যক্তিগণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আত্মোপাত্ত পাঠ করেন
 তবে শ্রম সকল জ্ঞান করি ইতি।

বিনীত নিবেদক—

প্রকাশক।

182. J. 894 9

বলি মীমাংসা ।

ননামায়াঃ মহামায়াঃ শক্তিরূপাঃ ববপ্রদাঃ ।

সুখদাঃ জ্ঞানদাঃ সৌম্যাঃ মোক্ষদাঃ শিবদায়িনীঃ ॥

বজনীকান্ত বিপ্রেণশ্রিষা বিপশ্চিতাঃ মুদে ।

মীমাংসা বলিদানশ্চ ক্রিয়তে ধর্মরক্ষিকা ॥

এই স্থাবর জঙ্গমাশ্রয়ক ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এবং প্রকৃতিতেই লয়প্রাপ্ত হয় । প্রকৃতিই সর্বপ্রধানা, শক্তিগ্রাহক অমর-কোষে প্রকৃতি ও প্রধান শব্দ এক পর্যায় উক্ত হইয়াছে । প্রধানঃ প্রকৃতিঃ স্খিয়াং । প্রকৃতিই সর্বলব্ধের আদিভূতা, প্রকৃতির আদি নাই, অন্ত নাই, উৎপত্তি বিনাশ বিহীনা । প্রকৃতি শব্দের বাৎপত্তি প্রথমঃ ক্রিয়তে স্বয়মেব । কর্ম কর্তৃকাবে কর্ম প্রত্যয়ে ক্রিয়তে প্রয়োগ সাধু হইয়াছে । কলাপমতে কর্মবৎ কর্মকর্তা সূত্রদ্বারা সিদ্ধ । অতএব প্রথম করণীয়া অর্থাৎ প্রথম আপনাকে আপনি কবিয়াছেন এইহেতু প্রকৃতি বলিয়া কথিতা । প্রকৃতিঃ সর্ব রজ স্তমসাং সাম্যাবস্থা । যথা—

সব্বং রজ স্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহতং ।

সাম্যাবস্থিতি বেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্তিতা ॥

কেচিৎ প্রধান মিত্যাছরব্যাক্তম পবেজ্ঞৎ ।

এতদেব প্রজাসৃষ্টিং কুবোতি বিকরোতিচ ॥

ইতি মাংস্তে তৃতীয়াধ্যায়ে ।

তৎপর্যায়ঃ প্রকৃতিঃ । ১ ॥ প্রধানঃ । ২ ॥ মায়। ৩ ॥ শক্তিঃ ।
৪ ॥ চৈতন্যঃ । ৫ ॥ ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ । মৎস্তপুরাণে তৃতীয়াধ্যায়ে
কথিত হইয়াছে । সত্ত্ব রজ তম এই তিনগুণের সমতাবস্থা প্রকৃতি ।
কেহ কেহ প্রকৃতিকে প্রধান বলেন । অপর কোন কোন জ্ঞানী
অব্যক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । রাজনির্ঘণ্টে প্রকৃতি, প্রধান,
মায়া, শক্তি, চৈতন্য এই পাঁচ প্রকার নাম নির্দিষ্ট আছে । তত্ত্বা
ব্যুৎপত্তিব্যাখ্যা—

প্রকৃষ্ট বাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টি বাচকঃ ।

সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যাদেবী প্রকৃতিঃ সাপ্রকীর্তিতা ॥

গুণে প্রকৃষ্টে সত্ত্বৈচ প্রশদোবর্ততে শ্রুতৌ ।

মধ্যমোরজ সিকৃশ্চ ত্রিশদস্তামসঃ স্মৃতঃ ॥

ত্রিগুণাত্ম স্বরূপায় সার্বশক্তি সমন্বিতা ।

প্রধানা সৃষ্টি করণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে ॥

প্রথমে বর্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টি বাচকঃ ।

সৃষ্টেরাণা যতোদেবী প্রকৃতিঃ পরিকীর্তিতা ॥

প্রকৃতি শব্দেব ব্যুৎপত্ত্যর্থ উক্ত হইয়াছে । প্রশদ প্রকৃষ্ট বাচক,
কৃতিশ্চ সৃষ্টি বাচক, সৃষ্টি বিষয়ে যে দেবী প্রকৃষ্টা তিনি প্রকৃতি
নামে কথিতা । প্রশদ প্রকৃষ্ট সত্ত্বগুণ বাচক । মধ্যম কুশল বজ্রো
গুণ বাচক । তিশদ তমোগুণ বাচক । সার্বশক্তি সমন্বিতা ত্রিগুণা-
ত্মিকা সৃষ্টি করণে যিনি প্রধানা, তিনি প্রকৃতি নামে কথিতা । প্রশদ
প্রথম বাচক, কৃতিশ্চ সৃষ্টি বাচক, সৃষ্টিব আদি যিনি তিনি প্রকৃতি
বলিয়া অভিহিতা । দর্শনকার বলিয়াছেন—

মূল্য প্রকৃতির বিকৃতি মর্হদাতাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃসপ্ত ।

সকলের মূলীভূতা, আদিভূতা যে প্রকৃতি তিনি বিকার শূভ্রা, মহত্ত্বাদি যে সপ্ত পদার্থ, তাহার প্রকৃতি এবং বিকার ভাবাপন্ন। প্রকৃতির বিকার মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, বিকার রূপে উৎপন্ন। সূতরাং অহঙ্কারের প্রকৃতি মহত্ত্ব। অহঙ্কার হইতে আকাশাদি পরস্পর ক্রমশঃ একের প্রকৃতি, অন্তের বিকৃতি।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত আছে। প্রকৃতিবৃক্ষ সর্বস্ত গুণত্রয় বিভাবিনী। তুমি সকলের প্রকৃতি এবং সত্ত্ব বজ্র স্তমোগুণোৎপাদিকা।

হেতুঃ সমস্ত জগতাং ত্রিগুণাপি দোমৈর্নজ্ঞায়
সে হবি হবাদিভিরপ্যাপাবা
সর্বপ্রযাখিলমিদং জগদংশভূত মব্যাকৃতাহি
পরমা প্রকৃতি স্বমায়া।

তুমি সমস্ত জগতের উদ্ভব ক্ষেত্র, সত্ত্ব বজ্র স্তম এই গুণত্রয় তোমার স্বরূপ। তোমার মহিমার পার নাই, হবি হবাদিরাও তোমার প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাত নহেন। বাগাদি দোষ সমস্ত তোমার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। তুমি সকলের আশ্রয়, এই অখিল জগৎ তোমারই অংশ। তোমার জন্ম নাই মৃত্যুও নাই। তুমিই আত্মা ও পরমা প্রকৃতি।

এই প্রকৃতিই নিত্যানুগ্ৰী। মার্কণ্ডেয় পুৰাণে উক্ত হইয়াছে--

নিত্যৈব সাজগন্মুক্তিস্তয়া সর্বমিদং ততঃ।
কথাপি তৎসমুৎপত্তির্কহধা শ্রয়তাং মম ॥
দেবানাং কার্যাসিদ্ধ্যর্থশির্ভবতি সা যদা।
উৎপত্তেতি তদালোকে সানিত্যাপ্যাত ধীয়েত ॥

সুবধ বাজাকে বেধসমুনি বলিয়াছেন, সেই দেবী নিত্যাই বটে, জগৎ তাঁহাব মূর্তি, সেই শক্তিদেবী কর্তৃক এই সকল জগৎ বিস্তৃত, তথাপি তাঁহার সম্যক উৎপত্তি বহুপ্রকার আমার নিকট শ্রবণ কব। দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধার্থ সেই শক্তিদেবী যে সময়ে আবিভূতা হইয়াছেন, সেইকালে এই লোকে তিনি নিত্য হইয়া ও উৎপত্তা বলিয়া অভিহিত। নিত্য লক্ষণ নিত্যাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, যথা—

ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাदीनां भवोद्यता निजेच्छया ।

পুনঃ প্রলীয়তে যস্তাঃ নিত্যাসা পবিকীর্তিতা ॥

যাহাব নিজেছা হেতু ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত ভূতব উৎপত্তি হয় এবং যাহাতে ঐ সকল ভূত লয়প্রাপ্ত হয় তিনি নিত্য নামে খ্যাত।

সকল বস্তুব আদিভূতা প্রকৃতিই মহাশক্তি রূপা প্রকৃতি আব শক্তি একই কথা, প্রকৃতিই সকল বস্তুব শক্তি স্বরূপা। মার্কণ্ডেয় পুবাণে কথিত আছে—

यच्छक्तिर्यत्किञ्चिद्वस्तु सदसद्वाधिलाश्रितके ।

तन्तु सर्वश्रुत याशक्तिः सात्तु किञ्च नूनमेतदा ॥

হে অধিলাশ্রিতকে ! হে সর্বস্বরূপে। যে কোন স্থানে যে কোন সদ সত্ত্ব আছে, সেই সকল বস্তুব যে শক্তি সেই শক্তি তুমি। তোমার আব একটা স্তব কি ? সেই শক্তি জগদ্ব্যাপিনী মহতী শক্তি। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

यथाहरिर्जगद्व्यापी तन्तुशक्तितुलानघ ।

दाहशक्तिर्धथाङ्গারে आश्रयंब्याप्य तिष्ठति ॥

হে অনঘ ! হে নিম্পাপ ! হরি যে প্রকার বিশ্বব্যাপক তাঁহার শক্তিও বিশ্বব্যাপিনী, যে প্রকার অঙ্গারে দাহশক্তি অর্থাৎ অগ্নির

দাহিকা শক্তি স্বাপন্ন, স্বকীর্ত্তন অগ্নিকে ব্যাপিগ্না স্থিতা আছেন ।
দেবী সূক্ত মধো সেই প্রকৃতি দেবীই বলিয়াছেন—

অহংশক্তি রহংবিষ্ণু রহংব্রহ্মা হরস্বহং ।

বাপ্নোমীদং জগৎসৰ্বং মন্তোনানাং কচিদধ্বং ॥

আমি শক্তি এবং আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিগ্না
আছি, আমরা হইতে অন্য কোন স্থানে কিছুই নাই ইহা নিশ্চিত ।

অতএব এই শক্তি সৰ্বভূতে পৃথক পৃথক রূপে প্রতীয়মানা
হইতেছেন । যে শক্তি বলে জগতের কার্য্য চলিতেছে, সেই শক্তি
ঐ মহাশক্তির অংশভূতা । যে প্রকার আকাশ উপাধিভেদে ভিন্ন
ভিন্ন প্রতীয়মান হয়, ঘট মধ্যস্থিত আকাশ, ঘটাকাশ, মঠ মধ্যস্থ
আকাশ, মঠাকাশ, গৃহ মধ্যস্থ আকাশ গৃহাকাশ রূপে অভিহিত, ঐ
ঘট, মঠ, গৃহ বিনষ্ট হইলে ঐ আকাশ মহাকাশে লীন হয় ।

যথাকাশো হৃষিকেশোনানোপাধিগতোবিভূঃ ।

তদ্ব্যেদাভিন্ন বভ্রাতিতন্নাশাদেকবভ্বেবং ॥

ইতি অদ্বৈতবাদে শঙ্করাচার্য্যাক্তং প্রমাণং ।

যাদেবী সৰ্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা । ইতি চণ্ডী
যে দেবী সৰ্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন ।

ষষ্ঠদ্বিভূতি মৎসঙ্গঃ শ্রীমহর্জিত মেববা ।

তত্তদেবাবগচ্ছন্তঃ মমতেজোংশ সন্তবং ॥

অথবা বহনৈতেন কিংজ্ঞাতে নতবার্জুন ।

বিষ্টভ্যাহ মিদংকৃৎনমেকাংশেন স্থিতোজগৎ ॥ গীতা ।

যে বে ঐশ্বর্য্য ও শ্রীযুক্ত সৰ্ব্ব দেখিতেছ অথবা স্বভাব বলাদি গুণ
দ্বারা সম্বন্ধ যাহা যাহা আছে, তাহা তাহাই আমার প্রভাবের অংশ

সমুদ্র বলিয়া জানিবা । অথবা হে অৰ্জুন বহু জানিবার আবশ্যক নাই, এই সমস্ত জগৎ আমি একাংশে ধরিয়া অবস্থিত আছি অর্থাৎ আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই ।

অতএব উপাধি ভেদে সেই মহাশক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন । উপাধি বিনাশ হইলে উপাধিস্থিত শক্তি ঐ মহাশক্তিতে লীনা হয় ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যে কথিত আছে, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন । পরে ঐ মহাশক্তিতেই লীনা হইয়াছিলেন । আত্মশক্তি দেবী বলিয়াছিলেন—

একৈবাহং জগতাএ দ্বিতীয়াকামমাপরা ।

পশ্চৈতাত্ত্বমযোববিশস্তোম দ্বিত্বতয়ঃ ॥

ততঃ সমস্তা স্তাদেব্যো ব্রহ্মাণী প্রমুখালয়ঃ ।

তস্মা দেব্যাস্তনৌজগুৰে কৈবাসীভ দাস্বিকা ॥

হে দুঃশস্ত এই জগতে আমার অপরা দ্বিতীয়া আর কে, আমার বিভূতি, ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি আমা হইতে সমুৎপন্ন, আবার আমাতেই প্রবেশ করিতেছে । তুমি দর্শন কর । তৎপর ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সমস্ত শক্তি সেই মহাশক্তি দেবীর শরীরে লয়গাপ্ত হইলেন । সেই সময়ে অগ্নিকানায়ী মহাশক্তি একাই ছিলেন । যে শক্তিবলে জগতের কার্য্য চলিতেছে, যে শক্তিবলে হনুমান অলজ্জা সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, যে শক্তিবলে অগস্ত্যামুনি গণ্ডুবোদক পান নাড্রে সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন, যে শক্তিবলে নল নীল ওড়তি বানরগণ পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা সাগর বন্ধন করিয়াছিলেন, যে শক্তিবলে ইন্দ্ৰাদি দেবগণ ইন্দ্ৰজাদিপদ লাভ করিয়াছেন, যে শক্তিবলে

ময়দানবাদি সভানিৰ্মাণাদি শিল্প কার্যাদি বিশায়দ, এমন কি ধৈ
শ রুবলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতে সমর্থ, মার্কণ্ডেয়
পুরাণে কথিত হইয়াছে—

সৃষ্টিস্থিতিহি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি ।

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তুতে ॥

হে সনাতনি ! হে নিতো ! সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের শক্তি স্বরূপে !
হে সৰ্ব্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের আশ্রয় রূপে ! হে ত্রিগুণায়িকো !
হে নারায়ণি ! তোমার উদ্दिশ্বে নমস্কার করি । শক্তিই সৃষ্টি স্থিতি
লয়কর্ত্রী স্পষ্টরূপে উক্ত আছে —

তয়ৈবধার্য্যতে সৰ্ব্বং তয়ৈতৎসৃজাতে জগৎ ।

তয়ৈতৎ পাল্যতে দেবিত্ব মংস্তুতে চ সৰ্ব্বদা ॥

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিক্রপাত্বং স্থিতিক্রপাচ পালনে ।

তথা সংহতি রূপান্তে জগতোশ্চ জগন্ময়ে ॥

সেই মহাশক্তিই সমস্ত চরাচরজগৎ ধারণ করিতেছেন এবং
সৃষ্টিস্থিতি সংহার করিতেছেন । হে জগৎ স্বরূপে ! এই জগতের সৃষ্টি
পালন এবং অন্ত বিষয়ে তুমি সৃষ্টিস্থিতি সংহার রূপা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু
শিবও ঐ মহাশক্তি মহামায়া হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছেন ।

বিষ্ণুঃ শরীর গ্রহণ মহমীশানএবচ ।

কারিতান্তে যতোতঙ্গাং কঃ স্তোত্বংশক্তিমান্ ভবেৎ ॥

ব্রহ্মা বলিয়াছেন হে দেবি ! বিষ্ণু আমি ব্রহ্মা ও শিব তোমা
হইতে শরীর গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং তোমাকে স্তব করিতে কোন
ব্যক্তি সমর্থ ।

ষাদেবী সৰ্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

যে দেবী সর্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিত। বাস্তবিক সৃষ্টি স্থিতি
নয়নের শক্তিই কারণ। গীতায় কথিত হইরাছে--

অজ্ঞোপিসন্নব্যয়ান্না দেবানামীশ্বরোপিসন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্ম মায়য়া ॥

শারদায়ামপি ।

সচ্চিদানন্দ বিভবাং সকলাং পরমেধরাং ।

আসীচ্ছক্তি স্ততোনাদোনাদাঙ্খিনু সমুদ্ভবঃ ॥

তত্র সকলাং কলানুভূত শক্তিমত ইত্যর্থঃ ।

বামকেশ্বরতথৈপি ।

পরোপিশক্তি রহিতঃ শত্রুঃকর্তুং নকিঞ্চন ।

শক্তস্বপরমেশানি শক্ত্যাবুত্তো ভবেদযদি ॥

অতএব শক্তিহীন হইয়া কোন ব্যক্তিই এমন কি শিবও কোন
কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহেন। কিম্বদন্তী আছে যে, এক দিবস
৮কাশীধামে দশাশ্বমেধ ঘাটে শৈব শঙ্করাচার্য্য যোগাসনে একাগ্র-
মনে শিবোপাসনা করিতেছেন। ঐ সময়ে দেবাদিদেব মহাদেব
শিব আত্মশক্তি মহামায়া ভগবতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে
প্রিয়ে! ঐ দেখ আমার প্রিয় অতিশয় ভক্ত, শঙ্কর আমাকে একান্ত
ভক্তিভাবে ডাকিতেছে। ভগবতী বলিলেন, দেব! কি বলিলেন!
শঙ্কর কি কেবল তোমার ভক্ত? শিব বলিলেন, শঙ্কর আমার মাত্র
ভক্ত, অন্য দেবতাকে জানে না। শক্তি বলিলেন, তবে দেখা যাউক,
এই বলিয়া শঙ্করের শক্তি অপহরণ করিলেন। তদদর্শণে শিব শঙ্করের
দুর্দ্দশায় দুঃখিত হইয়া শঙ্করের প্রতি "কৃপালিজিত দৃষ্টিপাত করতঃ
শক্তিকে অনুরোধ করিলেন; হে মহাশক্তি! তুমি শঙ্করকে কণ্ঠ

বলিতে পারে এইরূপ যৎকিঞ্চিৎ শক্তি প্রদান কর, নচেৎ তোমাকে
কিরূপে স্তব করিবে। মহাশক্তি শিবের অমুরোধে তৎক্ষণাৎ বাক-
শক্তি দান করিলেন এবং অতি বৃদ্ধা রমণীর বেশ ধারণ পূর্বক ঘণ্টিতে
ভর করিয়া ধীরে ধীরে শঙ্করের নিকটবর্তিণী হইয়া বলিলেন,
“যোগিবর ! তোমার এই অবস্থা কিসে হইল ?” তখন শঙ্করাচার্য্য
বলিলেন “মাগো ! আমার পিপাসার কণ্ঠাগত প্রাণ আমাকে একটু
জল দান করুন।” বৃদ্ধা বলিলেন “বাপু শঙ্কর ! হস্ত প্ৰসারণ করিলেই
জল খাইতে পার, তোমার নিকটেই ত জল আছে।” শঙ্কর বলিলেন
মা ! আমারত শক্তি নাই, আমি যে জল আনিয়া খাইতে পারি,
তখন জগদম্বা বলিলেন, বাপু শঙ্কর ! তুমি কি শক্তি মান ? তুমিত
শক্তি মান না, তোমার আবার শক্তি নাই এই কি কথা ! এই
বলিয়া জগদম্বা অদৃষ্টা হইলেন, শঙ্করাচার্য্য এই অলৌকিক আশ্চর্য্য
ঘটনাতে দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন এবং ঐ সময়েই শক্তিরূপা
জগদম্বাকে স্নঃ সন্না করার অভিপ্রায়ে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন,
ঐ শ্লোক সমূহ পূর্ণগ্রন্থ আনন্দলহরী নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহার
প্রথম শ্লোক লিখিত হইল।

শিবঃশক্ত্য্যযুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ ০ ভবিত্তং ।

নচেদেবং দেবোনখলুকুশলঃ স্পন্দিতমপি ॥

অতস্বামারাদ্র্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি ।

প্রণস্তংস্তোত্তংবা কথমকৃত পুণ্যঃ প্রভবতি ॥

শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন তবে প্রভু হইতে শক্ত হয়েন। শক্তি-
যুক্ত না হইয়া স্পন্দন করিতেও সমর্থ হয়েন না। অতএব ত্রাজা
বিষ্ণু, শিবাদিরও আরাধ্যা যে তুমি তোমাকে পুণ্য বিহীন ব্যক্তি

ঐশ্যাম বা স্তব করিতে কোন প্রকারে সমর্থ হইয়া না। নহুন্লা জনশ্রুতিঃ। জনশ্রুতি অদ্বন্দ্বক নহে।

এইরূপ আমাদের দেখিতে হইবে যে, সেই আত্মা শক্তিকে কিরূপে আপায়িতা ও সন্তুষ্টা এবং সুন্দররূপে তৃপ্তা করা যায়, সেই মহাশক্তি তৃপ্তি লাভ করিয়া সন্তুষ্টা ও আপায়িতা হইলে আমাদের শরীরস্থ শক্তি প্রবলা হইবে। আমরা সেই প্রবল শক্তি সম্পন্ন হইয়া অসাধ্য কার্য সাধন করিতে সমর্থ হইব।

মঠ্যালোকে দেখা যায় আদর্শ পুরুষ সূর্য্যবংশ সন্তৃত রামচন্দ্র দেব রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ রাবণকে বিনাশ কামনায় রাবণ হইতে প্রবল শক্তি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় সেই মহাশক্তির তৃপ্তি সাধন করিয়া ছিলেন। কি কার্য্য করিয়া ছিলেন, শরৎকালে অকাল বোধন পূর্ব্বক আত্মাশক্তি ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন, ঐ পূজায় তিনি তৃপ্তা ও সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন, তজ্জন্ত শ্রীরামচন্দ্র প্রবল শক্তি সম্পন্ন হইয়া সবংশে রাবণকে ধ্বংস করিয় ছিলেন। ঐ শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মাঙ্কিকা। দুর্গোৎসব তথৈ লিখিত আছে —

শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মময়ীশুভা।

তাং তিথিত্রয় মাসাত্ত্ব কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ ॥

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য চতুঃকর্ম্মময়ী এই শব্দটির বিবরণ করিয়াছেন, চতুঃকর্ম্মময়ীতানেন স্নপন, পূজন, বলিদান, হোমরূপা। স্নান, পূজা, বলিদান, হোমরূপ চারিটি কার্য্য মহাপূজা শব্দের অর্থ। অতএব মহাপূজা করিতে হইলে বলিদানের আবশ্যক। রামচন্দ্র শত্রু রাবণবধ কামনা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। আমরাও শত্রু স্ত্রীাদি নানাবিধ কামনা অর্থাৎ কামনা মাত্র প্রায়ই বাকি থাকে

না । বতসুর আমাদের ইচ্ছা তাহাই করিয়া, ঐ মহাত্মা রামচন্দ্রের
মহাপূজার অনুকরণ করিয়া থাকি এবং মহানবমীর দিন আমরা
নররূপী শত্রু বলিদানে অসমর্থ বিধায় এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ হেতু সমুদ্র
শত্রুর অনুকরণ তল্লুচূর্ণ (পিষ্টক) নির্মিত শত্রু প্রস্তুত করিয়া বলিদান
করিয়া থাকি ।

রাজা নরবলিং দত্তাশ্রাতোহি পরমেশ্বরি ।

সিংহ ব্যাঘ্র নরানন্দা ত্রাক্ষণেনরকং ত্রজ্ঞেং ॥

রাজাই নরবলি দান করিবেন, অত্ৰ কোন ব্যক্তিই নরবলিদানে
অধিকারী নহেন । সিংহ ব্যাঘ্র নরবলি দান করিয়া ত্রাক্ষণ নরক-
গামী হইবে । দুর্গোৎসবতত্ত্বে আরও লিখিত আছে—

মংস্ত মাংসোপহারেণ দত্তাশ্রৈবেত্ত মুত্তমং ।

তেনৈব বিধিনাম্ভস্তু স্বয়ংভূজীত নাত্তথা ॥

মংস্ত মাংসোপহার দ্বারা উত্তম নৈবেদ্য দিবে । সেই মংস্ত মাংস
সহিত বিশান ক্রমে স্বয়ং অন্ন ভোজন করিবে অত্থা ভোজন করিবে
না । এইক্ষণ দেখিতে হইবে যে কামনা বিশিষ্ট পুরুষ কর্তৃক যখন
শারদীয়া মহাপূজা হইয়া থাকে এবং সামিষ নৈবেদ্য দ্বারা পূজা
বিধান তখন ঐ কামনা সন্ত, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ মধ্যে কোন
গুণ হইতে সমুদ্ভূত । উক্ত তত্ত্বে লিখিত আছে, রাজসী পূজার
বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্য ব্যবস্থা ।

শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে ।

সান্তিকী সাজসীচৈব তামসী তেতিতাঃশুণু ॥

সান্তিকী জপ যজ্ঞাশ্রৈনৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ ।

মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদি সুকীর্তিতং ॥

পাঠস্তত্ত্ব জপঃপ্রোক্তঃপঠেদেবী মনান্ততঃ ।

রাজসী বলিদানেন নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা ॥

সুৱা মাংসাদ্যপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনাতুয়া ।

বিনামস্বৈস্তামসীস্থাত্ৱ কিরাতানান্ত সম্মতা ॥

রজোগুণ বিশিষ্ট পুরুষ কর্তৃকই রাজসী মূর্তির রাজসী পূজা হইয়া থাকে । রজোগুণ বিশিষ্ট পুরুষ কর্তৃক পূজা এই জন্ত রাজসী পূজা । রজোগুণ হইতেই কামনা, অভিলাষ, ভগবদ্বীতায় উক্ত হইয়াছে—

কামএষ ক্রোধএষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ ।

কাম, অভিলাষ, ক্রোধ, রজোগুণ সমুৎপন্ন । যখন অশুরাদি বধার্থে অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্বক ক্রোধযুক্ত মূর্তি ধারণ করিয়াছেন তখন রাজসী মূর্তি ভিন্ন আর কি ? ক্রোধ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয় । ভগবতীর নিকট প্রার্থনা মন্ত্রেও আমরা সেই রজোগুণ সমুদ্ভব কামনা করি ।

গুঁরাবণস্ত বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায়চ ।

অকালে ব্রহ্মণাবোধো দেব্যাস্ত্রয়িকৃতঃপুরা ॥

অহমপ্যাম্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়াম্যতঃ ।

শক্রেণ সংবোধ্য সুরাজ্যমাপ্তং তস্মাদহং ত্বাং প্রতি বোধয়ামি ॥

যথৈব রামেন হতোদশাস্ত্রস্তথৈব শক্রন্বিনি পাতয়ামি ॥

রাবণের বধার্থেও রামচন্দ্রের প্রতি অনুগ্রহার্থ, ব্রহ্মা অকালে (দক্ষিণায়ণে, দেবতাদিগের রাজিকালে) হে দেবি তোমার বোধন কার্য্য করিয়াছিলেন । এই হেতু আমিও আশ্বিন মাসে ষষ্ঠী তিথিতে সায়ংকালে তোমার বোধন কার্য্য করিতেছি । যে প্রকার রামচন্দ্র

দশমুখ রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, আমিও সেই প্রকার শত্রুগণকে বিশিষ্টরূপে নিপাত করিব।

আমরা রাজসিক কৰ্ত্তা, কাম্য কন্ডেই রত, স্নতরাং ভগবতীকে সন্তুষ্টা করিতে পারিলে কাম্যফল প্রাপ্ত হইব। ভগবতীকে বলিদান করা আবশ্যক পুরাণে উক্ত আছে—

অষ্টম্যাং ছাগসর্জৈর্বিবিধ বলিফলৈর্ভীমতৃধ্যাদি ঘোষৈঃ ।

চণ্ডীংমুণ্ডৈর্নবম্যাং শ্রুতকৃধিরজলৈঃ পাতিতানাং পশুনাং ॥

প্রাতঃকালে দশমাং শ্রবণমুপগতে বর্জয়েদীশপত্নীং ।

অষ্টমী তিথিতে নানাবিধ বাঘোত্তম পূর্বক ছাগ সমূহ বলিদান করিবে। নবমী তিথিতে পাতিত পশুর শ্রুত কৃধির ও মুণ্ডদ্বারা চণ্ডীকে তৃপ্তা করিবে। স্মার্ত ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন পশুঘাত পূর্বক রক্ত শির্ষমৌর্কলিত্বং। আরও লিখিত আছে—

নবম্যাং বলেরাবশ্যকদ্বাদ্বলিদাতব্যোতি ।

বলির আবশ্যকতা হেতু নবমী তিথিতে বলিদান করা কৰ্ত্তব্য। কারণ নবমীর পর বিজয়া দশমীতে বলিদান নিষেধ, স্নতরাং আর সাবকাশ নাই, বলিদান না করিলেও চন্তঃকর্ম্মাঘ্নিকা মহাপূজা হয় না, স্নতরাং নবমী তিথিতে অবশ্যই বলি দিতে হইবে।

বিজয়াদশমীমধিকৃত্য ।

দশম্যাং দীপ্যতে যত্র বলিদানন্তু মানবৈঃ ।

তদ্রাষ্ট্রং নাশুমায়্যতি মরকোপদ্রবৈঃক্ষুটং ॥

যে রাজ্যে বিজয়া দশমীতে বলিদান করা হয়, সেই রাজ্য মরক রূপ উপদ্রবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিশেষ সেই ভগবতী আত্মশক্তির সন্তোষ সাধনে ছাগ মহিবাদি বলিদান করা প্রয়োজনীয়।

অজ্ঞশ্চ দশবর্ষাণি রুধিরেণ স্মৃতপিতা ।

মাহিষেণ শতংবীর তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা ॥

অজ্ঞ রুধির দ্বারা দশবর্ষকাল পর্য্যন্ত স্মন্দর রূপে তৃপ্তা থাকিবেন, মাহিষ রুধির দ্বারা শতবর্ষকাল যাবৎ তৃপ্তা হন । যদি কেহ বলেন, রুধির যে পান করেন তাহা প্রত্যক্ষ হয় না । বাস্তবিক তিনি মাংস রুধির ভক্ষণ, পান, করেন না । ইহার উত্তর বিষ্ণুপুরাণ টীকার স্পষ্টরূপ শ্রুতি প্রমাণ লিখিত হইল ।

ন হবৈ দেবা অশস্তি ন পিবন্তিবা ।

এত দেবামৃতং দৃষ্ট্বাতৃপ্যন্তি ।

দেবতারা ভক্ষণ করেন না, অমৃতও পান করেন না, দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন । যদি কেহ আপত্তি করেন যে, উল্লিখিত রজো-
গুণ হইতে কামনা, কামনা বিশিষ্ট পুরুষ কর্তৃক যে পূজা তাহা রাজসী পূজা, রাজসী পূজায় বলিদান, বলিদান জীব হিংসাত্মক, সেই জীব হিংসা তমোগুণ হইতে সমুদ্ভূত, স্মতরাং উক্ত পূজা রাজসী পূজা নহে । বলিদানও অনাবশ্যক । অগ্নি পুরাণে ইহার প্রমাণ ।

শরীরে ভগ্নসাদৃশ্যে প্রতিবিম্বঃ সচাশ্বনঃ ।

জীবন্তব্রাত্তরীক্ষস্ উবাচ বিনয়ঃ দিভুঃ ॥

সহুজ্জিবাকহুজ্জিবী কোপঃ সন্তোষ এবচ ।

কাংক্ষ্যং স্থলঞ্চ নাশশ্চ দৃশ্যাদৃশ্যং সমুদ্ভব' ॥

সর্বং শরীর ধর্ম্মঞ্চ ন জীবন্ত ন চাশ্বনঃ ।

সব্ধং রজ্জ স্তম ইতি শরীরং ত্রিগুণাত্মকং ॥

কিঞ্চিৎ সত্ত্বাতি রিক্তঞ্চ কিঞ্চিদেব রজোদিকং ।

তমোতিরিক্তং কিঞ্চিচ্চ ন সমং কুত্র চিন্মনে ॥

সম্বাদয়াচ মুক্তিচ্ছা কশ্মেচ্ছাচ বজ্রোপ্তনাং ।
 তমোপ্তনাজীবহিংসা কোপোহঙ্কার এবচ ॥
 কোপাং কহুস্তিনিয়তং কহুস্ত্যা শত্রুতাভবেৎ ।
 তয়াচাপ্রিয়তাসত্ত্বঃ শত্রুঃ কঃ কহুস্ততলে ॥
 কোবাপ্রিয়ঃ প্রিয়োবাকঃ কোমিত্রঃ কোরিপুত্রুবি ।^১
 ইন্দ্রিয়ানিচ জীবানি সর্বত্র শত্রু মিত্রয়োঃ ॥

সম্বগুণ হইতে মুক্তিচ্ছা, রজোগুণ হইতে কশ্মেচ্ছা, তমোগুণ হইতে জীবহিংসেচ্ছা হইয়া থাকে । অনাবশ্যকতা বিধায় সমস্ত বচনের অর্থ লিখিত হইল না । তমোগুণ হইতে জীবহিংসা উৎপত্তি হয় বটে কিন্তু রাজসী পূজায় যে বলিদান উক্ত হইয়াছে তাহা হিংসা নহে । বৃহন্নীলতন্ম্রে ষষ্ঠ পটলে ।

ভূত হিংসা ন কর্তব্য। পশু হিংসা বিশেষতঃ ।
 বলিদানং বিনা দেব্যা হিংসাং সর্বত্র বর্জয়েৎ ॥
 বলিদানায় যা হিংসা ন দোষায় প্রকীর্তিতা ।
 বলিদানায় হিংস্তাচ্চ সদা দেবি মহাপশূন্ ॥
 ইতি বেদ বিদা দেবি সিদ্ধান্তঃ সর্বসম্মতঃ ।
 বেদ সম্মত সিদ্ধান্তঃ সমমাপিচ সম্মতঃ ॥
 পশুযোগে মহেশানি পশুংহত্যায় স শয়ঃ ।
 সাহিংসা নিন্দিতা বেদৈর্ঘাচ বৈধেতবাতবেৎ ॥
 বৈধ হিংসাচ কর্তব্য। সশয়োনাস্তিকশচন ।

বৃহন্নীল তন্ম্রে ষষ্ঠ পটলে শ্রীমহাদেব শাক্তাচার মধ্যে বলিয়াছেন, ভূত হিংসা করিবে না, বিশেষ পশু হিংসা করা নিতান্ত অবিধেয় দেবীর বলিদান ভিন্ন যে হিংসা তাহা পরিত্যাগ করিবে । বলিদানার্থ

যে হিংসা তাহা দোষার্থ কথিতা নহে। হে দেবি। বলিদানার্থ মহা
পশুও হিংসা করিবে। এই বেদ বেত্তাদিগের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত।
বেদ সম্মত যে সিদ্ধান্ত, তাহা আমারও সম্মত। হে মহেশানি। পশু
মাংসে পশুবধ করিবে ইহাতে সংশয় নাই, যে হি সা বিধি বোধিতা নহে
হিংসা বেদে নিন্দিতা বলিয়া কথিতা। বেদ বোধিতা হি সা কবিবে
সংসারে কোন সংশয় নাই। ছাগপশুর উৎসর্গ মন্ত্রে লিখিত আছে—

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পশু ঘাতনং।

অতস্বাং ঘাতয়িস্বামি তস্মাদযজ্ঞে বধোহবধঃ ॥

যজ্ঞব নিমিত্ত পশু সৃষ্ট হইয়াছে, যজ্ঞের জন্তু পশুঘাত কব
ব ভবা, এইহেতু তোমাকে আমি বধ করি, সেইহেতু যজ্ঞে বধ অবধ
অর্থাৎ বধ জন্তু প্রত্যাবায় জনক নহে। দুর্গোৎসবতন্ত্রে বৈধ হিংসা
নিষাবে উক্ত হইয়াছে—

বিবি বোধিত হি সাতিবিক্ত হি সা নিষিদ্ধা।

মহি শ্রাং সর্কীভূতানীতাত্র সর্কশব্দ স্তসামাগ্রার্থ-

তবাএতদ্বিধি মনুর্জ্যা বায়বাং দ্বৈতং ছাগলমালভেত

ইত্যাদি বিধেবিষয়া প্রাপ্তে বগত্যাবৈধাতি রিক্তহি সা বিষয়ত্বং ॥

শ্রাংপ্রাণ বিয়োগফলক ব্যাপারো হননংস্বতং।

বাগাদ্বেবাং প্রমাদাদ্বাস্বতঃ পরতঃ এববা ॥

রাগ হেতু, দ্বেষ হেতু, প্রমাদ হেতু, আপনা হইতে অথবা পব
হইতেইবা ইউক শ্রাণবিয়োগ ফলক ব্যাপারের নাম হিংসা।
দেবজ্ঞেয়্যে যে হি সা বাস্তবিক তাহা বাগ দ্বেষ প্রমাদ হেতু নহে,
স্বতরাং তাহা হিংসা মধ্যে গণ্য নহে।

পণ্ডিতাভিমানী কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, যিনি জগন্মাতা

অর্থাৎ জগৎস্থিত সমস্ত জন্তুর মাতা, তিনি মাতা হইয়া কিশকাম্ব
সন্তানের রক্তমাংসে সন্তুষ্ট হইতে পারেন। পশুরুধির মাংসে শাক্ত
দেবী সন্তুষ্ট এই বাক্য অলীক ও অসম্ভব। মর্ত্যলোকে সাধাৰণ
মনুষ্য দ্বারা যাহা সম্ভব হয় না, দয়ার্হচিত্তা দেবতা দ্বারা তাহা কি
সম্ভব হইতে পারে, কদাচ তাহা সম্ভব নহে।

এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি যে, ছাগাদি রুধির মাংস দ্বারা যে
দেবী সন্তুষ্ট হইবেন তাহা হিংসা করা নহে, ঐ ছাগাদি পশুর হস্ত
দেবীর যথেষ্ট দয়া করা হয় এবং বলিদান কর্তাবশত ঐ পশু সমুদ্রে
বিশেষ উপকাৰ করা হয়, কারণ আত্মশক্তি জগদ্ধাত্ৰী দয়াবতী ভগবতী
দয়া করিয়া ঐ পশুকে উদ্ধার মানসে তাহার রুধির মাংস গ্রহণ
পূর্বক সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে লক্ষ লক্ষ বার পশু যোনিতে জন্ম নিৰ্ণয়
পূর্বক স্বর্গে প্রেরণ করেন। কোন কোন পশু বহু পুরু পুরু
জন্মের সঞ্চিত স্মৃতি ফলে তাহার রক্ত মাংস দেবতাব গ্রাহ্য হইয়া
থাকে নচেৎ গ্রাহ্য কাহারও অদৃষ্টে ইহা ঘটে না। ভগবতী দেবী এক-
রূপ বিবেচনা করিয়া দয়া করেন যে, আহা! আমার সন্তান বহু পুরু
জন্মে আমার প্রিয় কার্য্য রূপ উপাসনা করিয়াছেন, সেই পুণ্য সঞ্চয়
সঞ্চিত থাকিতেও ঘোবতর পাপোপার্জন কাৰ্য্য পাপফলে পশু
যোনিতে জন্ম ধারণ পূর্বক অতিশয় দুঃখভোগ করিতেছে। অতএব
ইহাকে আমার উদ্ধার করা কর্তব্য। আর বহু লক্ষবার পশুযোনিতে
ভ্রমণ করিতে না হয়। বলিদান কর্তাও ঐ পশুর উদ্ধারের প্রয়োজক
হেতু পুণ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইবেন।

জলজা নবলক্ষ্যানি স্থাবরালক্ষ্যবিশ্ৰুতিঃ ।

ক্রময়ো রুদ্রসংখ্যাতাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকং ॥

ত্রিংশলক্ষাশ্চ পশবশ্চ ওল্লক্ষাশ্চ মাহুযাঃ ।

সৰ্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোহভ্যাগাৎ ॥

নয়লক্ষবার জলজন্তু, বিংশতি লক্ষবার স্থাবর জন্ম, একাদশলক্ষ-
বার ক্রমি জন্ম, দশলক্ষবার পক্ষী জন্ম, ত্রিশলক্ষবার পশু জন্ম, চারি-
লক্ষবার মনুষ্য জন্ম হয়, সকল যোনি পরিত্যাগানন্তর ব্রহ্মযোনি
প্রাপ্ত হয় । মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী মধ্যে শক্রাদি মাহাত্ম্যে
ইন্দ্রাদি দেবতারাও উপরোক্ত যুক্তি মূলক স্তব করিয়াছেন । যথা —
সংগ্রাম মৃত্যু মধিগমাদিবং প্রয়াস্তু মহেতি নুনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ।
দৃষ্ট্বেব কিন্নভবতী প্রকরোতিভগ্ন সর্কাসুরানরিষুং প্রহিণোসিশস্ত্বং ॥
লোকান্ প্রয়াস্তুরিপবোপিহি শস্ত্রপূতাইখংমতির্ভবতি তেষপি

তেতিসাক্ষী ।

হে দেবি ! অসুরগণ সংগ্রামে মৃত্যু লাভ করিয়া স্বর্গে গমন
করুক, ইহা মনে করিয়া অহিতকারী দৈত্যদিগকে বিনাশ করিয়াছ,
দৃষ্টমাত্রে কি আপনি তাহাদিগকে ভয় করিতে পারিতেন না ?
তবে যে সকল অসুরদিগকে শস্ত্র প্রহার করিয়াছ তাহা কেবল
হস্তস্থিত শস্ত্রে পবিত্র হইয়া পবিত্র স্বর্গলোকাদি গমন করুক, সেই
শক্রতেও তোমার এই প্রকার সাধ্বীমতি হইয়াছে । গায়ত্রী তন্ত্রঃ ।

পূজনে সৰ্বদেবানাং বলিদানং প্রশস্ততে ।

বিনাবলি প্রদানেন যদি শক্তিং প্রপূজয়েৎ ॥

শক্তি হত্যা মবাপ্নোতি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে ।

শক্তি পূজাং বিনাভদ্রে যদি কৃষ্ণং প্রপূজয়েৎ ॥

মাসি মাসি প্রদাতবাং বলিদানং দ্বিজাতিভিঃ ।

শুক্রাষ্টম্যঃ বিশেষেণ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং ॥

উপোস্ত বিধিবৎ পূজ্যগন্ধ পুষ্পাদিভিঃসুধীঃ ।
 একাদশী। কোটিকলং শুক্লাষ্টম্যা মুপোষণে ॥
 শুক্লাষ্টম্যাং বলিংদত্ত্বা অশ্বমেধ ফলংলভেৎ ।
 শরৎকালে মহাষ্টমাং নচদস্থান্মহাবলি* ॥
 এতাহং যন্তুপূতাত্মা দদাতি বলিমুত্তমং ।
 শারদায়ৈ বলি*দত্ত্বান্ন হত্যানচ দুৰ্গম* ॥
 কৃষ্ণছাগদ্বয়ং ভদ্রে মহিষদ্বয়মেবচ ।
 মহাবলি রিতিপ্রোক্তো মহাষ্টম্যা পরিত্যজেৎ ॥
 শুদ্ধ সত্ত্বায়ুকঃ শুদ্ধঃসত্ত্ব নিম্নিত বিগ্রহঃ ।
 নমস্ত্যঃ পরমেশানি বলিদান পরিত্যজেৎ ॥
 তত্রাহ পরমেশানি শুদ্ধসত্ত্বায়ুকং শৃণু ।
 নিদ্রয়ারহিতো যন্তু ক্ষুভ্রুণা রহিত স্তথা ॥
 জ্ঞানশক্তি ময়োনিতাঃ পরমানন্দ বিগ্রহঃ ।
 শুদ্ধসত্ত্বায়ুকস্তেন কথ্যতে তদ্বকোবিদঃ ॥
 ইশক্তি রজোরূপা সাসৃষ্ট স্বরূপিণী ।
 কথ্যতে রজোগুণস্তেন মূনিভিস্তদ্ব দর্শিভিঃ ॥
 বৈষ্ণবী জ্ঞানশক্তির্থা সৰ্বভূতে দয়াময়ী ।
 অতঃ সত্ত্বগুণংখ্যাতঃ কথ্যতে তদ্বকোবিদঃ ।
 অনেক কোটি ব্রহ্মাণ্ডং রজঃসত্ত্বায়ুকংমতং ।
 কৃতেবলি প্রদানেচ চণ্ডীকায়ৈ প্রসন্নধীঃ ॥
 রজঃসত্ত্বায়ুকং দেহংতাক্ত্বা সত্ত্বায়ুকোভবেৎ ।
 শুদ্ধসত্ত্বায়ুকোভূত্বা মহাভোগ মবাপুয়াৎ ॥
 বিনাবলি প্রদানেন কুতঃসত্ত্বায়ুকোভবেৎ ।

বলিভিঃ সাধ্যাতে মুক্তিৰ্ৰলিভিঃ সাধ্যাতে দিবঃ ॥
 বলিভিঃ সাধ্যাতে ধর্মোহর্থঃ বলিভিঃ ভবেৎ ।
 সপ্তগো যোনরো রাজা বলিঃ দত্তাদ্ভাশকতঃ ॥
 বলিদানং বিনা মাংসং যোভুঙেক্তহজ্ঞান মোহিতঃ ।
 গ্রাসে গ্রাসে মলং ভুঙেক্ত শূকরশ্চ নচাতৃথা ॥
 বলিদানং বিনাহত্যাং যঃ করোতি নবাধমঃ ।
 অধমঃ কথ্যতে তেন মহাবৌদ্ধেতি কথ্যতে ॥
 যশ্চয়ঃ কুরুতে হত্যাং সতশ্চ পরজন্মানি ।
 কুকতেনাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং নচাতৃথা ॥
 রাজা শ্রীসুবর্ণো নাম্না পুবাঙ্গীশ্বা সল্লোলোপঃ ।
 ভুঙেক্তহ জ্ঞানতো মাংসং হস্তাচবিবিধান পশূন্ ॥
 সরাজাতেন পাপেন পীড়িতঃ শত্রুভিঃ সদা ।
 শত্রুণাপীড়িতোভূত্বা প্রযযৌ মেধসালষঃ ॥
 প্রণম্য মেধসং রাজা বৃত্তান্তং বিনিবেদয়েৎ ।
 কিংকবোমিক গচ্ছামি অত্রবীং স পুনঃপুনঃ ॥
 সমুনিস্তদ্ধ চঃ শ্রদ্ধা আগ্রাশ্চ সুরং নৃপং ।

মেধসউবাচ ।

কাচিস্তা রাজ শার্দূল জপস্বৈকং মহামত্ ।
 পঞ্চাঙ্করী তত্শকর্ণে কথয়ামাস মেধসঃ ॥
 তেপাপা কাকরূপাশ্চ নির্গমুঃ কর্ণগহ্বরায়ং ।
 তান্দৃষ্ট্বা সুরথো রাজা উবাচ মেধসঃ মুনিং ॥
 কিমেত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যদি জানাসি মেবদ ।
~~মেধসঃ~~

বলিদানঃ বিনাহত্যা যাকৃত্য মা সলালসাং ।
 তেপাপাঃ কাকরূপেণ নির্মুখ্তব বিগ্রহাং ॥
 পঞ্চাক্ষর বলাদ্রাজন্ তেপাপা নিশ্চয় যযুঃ ।
 পশুহত্যা প্রমাণেন দিবসে দিবসে নৃপ ॥
 নিজ গাত্রস্ত কধিরঃ দহ্যাপাপঃ প্রমোচয় ।
 অধুনাভজ বাজেজ্ঞ ভবানীঃ ভবমোচনী ॥
 ভবানীঃ ত্রিদশারাধ্যাঃ চতুর্বর্গ প্রদায়িনী ॥
 তচ্ছ্রদ্ধাবচনং তস্ত স রাজা পূজনেরতঃ ॥
 যযৌ পরম যত্নেন ত্রিভির্বর্ষেণ সিদ্ধতা ॥
 সংপ্রাপ্য রাজ্য সুরথো বলিদান প্রভাবতঃ ॥
 বলিদানস্ত মাহাত্ম্যং নহিব কুং ক্ষমোমম ।
 দিবসে দিবসে রাজা বলিংদহ্য সহস্রশঃ ॥
 বৃভুজে পৃথিবীপালো মেদিনী সাগরাধি ॥
 লক্ষবর্ষ প্রমাণেন মেদিনী বৃভুজে নৃপ ॥
 ন শর্ম্মলেভে রাজা চ মনসা চিহ্নিতঃ সদা ।
 প্রত্যহ বলিদানেন নজানে কি ভবিষ্যতি ॥
 এতস্মিন্ধস্তরে আয়ান্নারদো নৃপ মন্দির ॥
 পূজয়ামাস সুরথঃ সস্ত্রীকো নারদংমুনিং ॥

সুবথউবাচ ।

স্বংহিবিপ্রদ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সর্বশাস্ত্রার্থ পারগঃ ।
 বিশেষং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৈদার্থঃ কথয় শ্রোতা ॥

শ্রীনারদউবাচ ।

বিশেষঃ শৃণু রাজেজ্ঞ বৈদধ্যানং সনাতনং ।

ইত্যাদিভিধায় ।

ছাগমেবাদিকং রাজন্ কৃতাদিষুগচন্তয়ে ।
 বিশেষতঃ কলিযুগে প্রশস্ত নৃপনন্দনং ॥
 বহুভির্কলিদানেন পুঞ্জয়েৎ ক্ষত্রজাতিকঃ ।
 সত্যেসকুন্মহাবাজ্র ত্রেতায়াং দ্বিগুণং তথা ॥
 ষাপবে ত্রিগুণং দত্তাং কলৌচন্ত গুণং বলিং ।
 কৃতাদিসুযুগে বিপ্রো বলিং দত্তাদ শক্তিতঃ ॥
 কলিকালে মহাবাজ্র দত্তাদ্বিপ্রশচন্ত গুণং ।
 কৃষ্ণছাগদ্বয়ং বাজন্ তথাচ মহিষদ্বয়ং ॥
 সক্রুদ্ধলিবিদং প্রোক্তং দবিদ্রে কেবলং সক্রুং ।
 যথাবিভবমাত্রেন বিশেষাণ্যং পরিভ্রাজেৎ ॥

শ্রীশুবথউবচ্ছ ।

ব্রহ্মপুত্র নমস্তুভ্যঃ কৃপয়াকথ্যাতাং দ্বিজ ।
 কিমত্র পশুহত্যায়াং বলিদানেন ব্রাহ্মণ ॥
 ভবিষ্যতি মহাভাগ কৃপয়া সহবং বদ ।
 দাসোন্মিতব বিপ্রেন্দ্র মনোমে দ্যুতে সদা ॥
 স্বমেবসংশয়চ্ছেভা নঃ শয়ং ছিক্মিমেদ্বিজ ।

নাবদউবাচ ।

ধন্যস্ত্বং সুরথোদধন্তঃ শৈবস্ত্বং হিশিবঃ সন্নং ।
 শনি স্ত্বং হি স্বয়ং শক্তির্বিষ্ণুস্ত্বং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥
 তবানী পূজনফলাদগুপ্তং বৈষ্ণবাগ্রলীঃ ।
 অগ্নমে সফলং জন্ম তব দর্শণ মাত্রতঃ ॥
 প্রাতঃ তব রাজেন্দ্র অশ্বমেধ সহস্রশঃ ।

ভবন্তি নিশ্চয়ং যজ্ঞা বলিদান প্রভাবতঃ ॥
 কিংবহুত্যা মহারাজ তমেব বৈষ্ণবাগ্রগীঃ ।
 যত্র যত্র পুরাণেষু নিবেদ্য কুরুতেবলৈঃ ॥
 তত্ত্ববৌদ্ধমতং রাজন্ নচ বেদেষু স্মৃতং ।
 যন্তু পুরঞ্জনাখ্যানে বলিদানং নিষিদ্ধান্তে ॥
 তত্ত্ববৌদ্ধমতং রাজন্ নচ বেদেষু স্মৃতং ।
 ত্রিবিধাবলয়ঃ প্রোক্তা উত্তমাদম মধ্যমাঃ ॥
 উত্তমশ্চোত্তমং দত্তান্মধ্যমো মধ্যমং তথা ।
 অধমোপাধমং দত্তা দিত্ত্যুক্ত স্থিবিধো বলিঃ ॥
 কৃষ্ণছাগদ্বয়ং রাজন্ মহিষদ্বিতয়ং তথা ।
 শুক্লপশুদ্বয়ং শরদিনদাতব্যং কদাচন ॥
 একো বাপ্যথবানেকঃ কুস্মাণ্ডোদীয়তে যদি ।
 অধমঃ কথ্যতে দেবি অধমেপ্যধমাগতিঃ ॥
 দশসজ্জা বলিযত্র মধ্যমস্তেন কথ্যতে ।
 সাত্ত্বিকী উত্তমাপূজা যদি দত্তান্নহাবলিঃ ॥
 অষ্টমী নবমী সঙ্কোদত্তাদত্তান্নহাবলিঃ ।
 শতং সহস্রং লক্ষং বা অযুতং কোটি কোটিশঃ ॥
 শততে নৃপতি শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিকী পূজনে বলিঃ ।
 একেন বলিদাতেন চতুর্গমবাশ্রুয়াৎ ॥
 বহুভির্লিঙ্গদানৈশ্চ পরং ব্রহ্ম ময়োভবেৎ ।
 বহুভির্লিঙ্গদানৈশ্চ জপযজ্ঞৈস্তত্বেষু ॥
 ক্রিয়তে সাত্ত্বিকী পূজা সাত্ত্বিকীতেন কীর্তিতা ।
 দশভিঃ পশুভিঃ পূজা অপযজ্ঞৈস্তত্বেষু ॥

যাকৃত্য শারদী পূজা রাজসীতেন কীৰ্ত্তিতা ।
 বলিভিঃ পঞ্চভিঃ পূজা তামসীতেন কীৰ্ত্তিতা ॥
 সাত্ত্বিকী পূজনকলাং শুদ্ধসম্বাস্থকোতবেৎ ।
 বেদেবৌদ্ধে বিবাদোস্তি বেদোক্তং ঐতিপালয়েৎ ॥
 বৌদ্ধোক্তং রাজশার্দূল দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ।
 বৌদ্ধোবদতি রাজেন্দ্র ঈশ্বরোনাস্তি নাস্তিবৈ ॥
 অহমেবেশ্বরঃ সাক্ষাৎ ইতি বৌদ্ধোহব্রবীচ্চঃ ।
 দিশদণ্ডাভাস্তরে রাজন্ ভোজনং স্বৰ্গমুচ্যতে ॥
 কুতঃ স্বৰ্গঃ কুতোভোগোনষ্টঃ কোবাহতোনৃপ ।
 তাক্ৰু। দেহঃযযৌ শক্তির্মরণংতেন কথ্যন্তে ॥
 ইতি বৌদ্ধস্ত রাজর্ষে যথাবাক্য মলীকবৎ ।
 যথাবহ্নেঃ শিখাধ্ব সং সর্বেষাঃ ধ্বংস মুচ্যতে ॥
 ইহৈব নরকঃ স্বৰ্গঃ কাকথা পরজন্মনি ।

নারদউবাচ ।

আত্মানন্দ ময়োজীবঃ কলাশ্রীরন্তরাশ্বনঃ ।
 সদাজীবতি জীবতি কথ্যতে তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥
 ভৎকথমাশ্বনো ধ্ব সৌবৌদ্ধবাক্যেন ভূপতে ।
 শিখাধ্বঃ সমিতি ত্রায়াদিতি বৌদ্ধস্ত মুর্থতা ॥
 কিঞ্চিৎ কিঞ্চিবৌদ্ধমতঃ সর্বশাস্ত্রেষু পম্ববঃ ।
 আদায় পম্ববমতঃ যন্তবেদাদি কংত্যজেৎ ॥
 ইহজন্মনি পাপিষ্ঠঃ সর্বধর্ম বহিমুখঃ ।
 সপাপী জায়তে শ্রেতঃ পরজন্মনি নিশ্চয়ঃ ॥
 চতুর্দশগম্ববযুতং বেদং নিত্যং সনাতনং ।

বটশাখা সহিতং বেদং তবশাখা, বড়জকং ॥
 অন্নান কুম্ভমং তত্র গায়ত্রীতব্ধ মধুতং ।
 ফলস্তস্ত মহারাজ ব্রহ্মাণ্ড কোটি কোটিশঃ ॥
 নিত্যং সনাতনং বৃক্ষংমূলং তস্তচ্চ কুণ্ডলী ।]
 জ্ঞানাত্ম সহিতং রাজন্ মাতৃকাবীজ সংযুতং ॥
 যে গুণাঃসন্তি ব্রহ্মাণ্ডে তস্ত পত্রাণি নান্যথা ।
 একস্ত বহবঃ পুত্রাঃ স্বধৰ্ম্ম প্রতি পালকাঃ ॥
 তেষাং মধ্যে এক পুত্রশ্চৌর্য্যবৃত্তি রতঃসদা ।
 অগ্রাহং চৌরবাক্যং তৎসাধু বাক্যং প্রশস্ততে ॥
 চৌরোবৈ সৰ্ব্বশাস্ত্রাণাং মধ্যে বৌদ্ধইতিস্মৃতঃ ।
 অতএব মহারাজ ন শাস্ত্ৰেপোকবাক্যাতা ॥
 ধৰ্ম্মেবেদা মহারাজ প্রমাণং নিত্য মুচ্যতে ।
 ধৰ্ম্মে বিপর্য্যয়োবেদে বৌদ্ধবাক্যং যথা তথা ॥
 অতো বৌদ্ধেতি রাজেন্দ্র গীয়তেতস্ত কোবিদৈঃ ।
 বলিদানং বেদসিদ্ধং নিষিদ্ধং বৌদ্ধবাক্যতঃ ॥
 বৌদ্ধবাক্যং পরিত্যজ্য বেদমার্গে প্রপূজয়েৎ ।
 নির্দোষ গোময়ং পিণ্ডং পৌষে পৌষ প্রপূজনং ॥
 যেন যৎক্রিয়তে ধৰ্ম্মঃস্ত্রী সপৰ্য্যা পরম্পরা ॥
 সৰ্ব্বং বেদময়ং রাজন্ তত্রনিন্দাং পরিত্যজেৎ ॥
 অতএব মহারাজ শরীরে তব বিদ্যতে ।
 পণ্ডিত্যা ক্লুতংপাপং মাংস ভক্ষণ কারণং ॥
 বিদ্যতে তব যৎপাপং প্রায়শ্চিত্তং ব্রবীমিতে ।
 লক্ষছাগ বলিৎসদা তৎপাপং মার্জ্জয়াধুনা ॥

ইত্যুক্তঃ। প্রযযৌ বিশ্রো নারদো ব্রহ্মনন্দনঃ ।
 ততঃ সুরথ রাজর্ষিঃ সংপূজ্য বলিদানতঃ ॥
 নিম্পাপঃ সুরথোভূত্বা স্ব শরীরোদিবংগতঃ ।
 সঙ্গীকঃ স মহারাজঃ প্রযযৌ স্বর্গমন্দিরং ॥
 তথাপি সুরথকনো বধূধে পথিপাপতঃ ।
 কঙ্কেবিক্ষেটক মভূংকুমি যুগ্মংনৃপশুচ ॥
 বিক্ষেটক বিষজালা কুমিজালাথ জায়তে ।
 বলিদানং বিনাহত্যা জালারূপা উপস্থিতা ॥

দূতউবাচ ।

ইমং নন্দাকিনী গঙ্গান্নান মত্ৰকুরুদ্রুতং ।
 তচ্ছ হ্রা বচনস্তস্মৈ সুরথো রাজ সন্তমঃ ॥
 তত্রৈব বিধিবৎস্নাত্বা দিব্যাদেহ মবাপ্নুয়াৎ ।
 কুমিরূপান্তথা পাপাব্যুক্তো দিব্যশরীরভূং ॥
 সুরথরথ মাক্ৰহ দিব্যস্ত্রী পরিবেষ্টিতঃ ।
 সঙ্গীকঃ সুরথো রাজা প্রযযৌ স্বর্গমন্দিরং ॥
 বলিদানং বিনাহত্যা হত্যা সর্বত্র গর্হিতা ।
 প্রসঙ্গাৎ কথিতা হত্যা বলিদানং বিনাযথা ।

গায়ত্রী তন্ত্রে কথিত আছে—সকল দেবতার পূজায় বলিদান কথিত হইয়াছে । বলিদান ভিন্ন শক্তিপূজা করিলে শক্তিহত্যা পাপ লাভ করে এবং পদে পদে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়, শক্তি-পূজা ব্যতীত যদি কৃষ্ণপূজা করে তবে সেই পূজা কাষ্ঠপূজা তুল্যা এবং সেই কৃষ্ণ পূজায় গো হত্যার পাপ হয় । দ্বিজাতিরা মাসে মাসে বলি প্রদান করিবে । শুক্লাষ্টমীতে বিশেষরূপে পরমেশ্বরীকে পূজা

করিবে। সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি উপবাস করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা যথা বিধানে পূজা করিবে। কোটি একাদশীর উপবাসের ফল এক শুক্লাষ্টমী উপবাসে হয়। শুক্লাষ্টমীতে বলিদান করিলে 'অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। শরৎকালে মহাষ্টমীতে মহাবলিদান করিবে না। শারদাকে বলিদানে হিংসা জন্ত দোষ হয় না। কৃষ্ণবর্ণ ছাগদ্বয় এবং মহিষদ্বয় বলিই মহাবলি বলিয়া অভিহিত কিন্তু মহাষ্টমীতে নিষিদ্ধ। শুদ্ধ সত্বাত্মক শুদ্ধ ব্যক্তি সত্ত্বগুণ নিখিঁত শরীর যে মনুষ্য তিনি বলিদান পরিত্যাগ করিবেন না। হে পরমেশানি! শুদ্ধ সত্বাত্মকের লক্ষণ শ্রবণ কর, নিদ্রা এবং ক্রুধা তৃষ্ণা রহিত যে ব্যক্তি ও নিত্যজ্ঞান শক্তি বিশিষ্ট আর সদানন্দ দেহ সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহাকে শুদ্ধ সত্বাত্মক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। রজোগুণরূপা ইচ্ছাশক্তি তিনি সৃষ্টি স্বরূপা। তত্ত্বদর্শি মুনিগণ সেইহেতু রজোগুণ বলিয়াছেন। সর্বভূতে দয়াময়ী যে বৈষ্ণবী জ্ঞানশক্তি তাহাকে তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সত্ত্বগুণ বলিয়াছেন। অনেক কোটি ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড (শরীর) রজোগুণ ও সত্ত্বগুণাত্মক। চণ্ডীকাকে বলিদান করিলে রজোগুণ ও তমোগুণাত্মক দেহ ত্যাগ করিয়া সত্ত্বগুণাত্মক দেহ লাভ করিবেক। বলি প্রদান ভিন্ন কিরূপে সত্বাত্মক হইতে পারে। বলিদ্বারা মুক্তি পর্যন্ত লাভ করা যায়। বলিদ্বারা স্বর্গ, বলিদ্বারা ধর্ম, বলিদ্বারা অর্থলাভ হয়। গুণযুক্ত যে মনুষ্য রাজা তিনি অঙ্গ মধ্যে দশ বলি অর্থাৎ মধ্যম বলি দিবেন। যিনি অজ্ঞান মোহিত হইয়া বলিদান ভিন্ন মাংস ভক্ষণ করেন, তিনি গ্রাসে গ্রাসে শূকরের বিষ্ঠা ভক্ষণ করেন। বলিদান ব্যতিত যে নরাধম পশু হত্যা করে সেই ব্যক্তি অধম এবং মহাবৌদ্ধ বলিয়া

কথিত । যিনি যাহাকে হত্যা করেন পরজন্মে সে তাহাকে হত্যা করিবে । পুরাকালে সুরথ নামক অত্যন্ত মাংস লোভী এক রাজা ছিলেন তিনি অজ্ঞানতা বশতঃ বহুবিধ বহু পশু বধ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিতেন সেই পাপ হেতু ঐ রাজা শত্রু কর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মেধস মুনির আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন । পরে মেধস মুনিকে প্রণাম করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন, কি করিব, কোথায় যাইব, বারম্বার এইরূপ বলায় মেধস মুনি তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক বলিলেন, হে রাজা শার্দূল ! তোমার চিন্তা কি ? এই এক মহামন্ত্র জপ কর, এই বলিয়া তাহার কর্ণে পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা শ্রবণ করাইলেন । তাহার পশু হত্যা জনিত সে সমস্ত পাপ কর্ণ গহ্বর হইতে কাকরূপ হইয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল । তদর্শনে সুরথ রাজা মেধস মুনিকে বলিয়া-
ছিলেন ; হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ! এই কি, যদি জান তবে আমার নিকট বল । মুনি বলিলেন বলিদান ভিন্ন যে পশু হত্যা করিয়াছিল, সে হত্যা কাকরূপ হইয়া তোমার শরীর হইতে গমন করিয়াছে । পঞ্চাক্ষর মন্ত্রবলে সেই পাপ নিশ্চয় গিয়াছে । পশু হত্যা পরিমাণে দিন দিন নিজ গাত্র রুধির দান করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ কর । হে রাজেশ্বর ! অধুনা চতুর্বার্গ প্রদায়িনী ত্রিদশারাধ্যা ভবমুক্তি দায়িনী ভবানীকে ভজনা কর । তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রাজা তাঁহার পূজাদি কার্যে রত হইয়া পরম যত্নে তিন বৎসর কালে ভবানীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন । বলিদানের মাহাত্ম্য আমার বলিতে কমতা নাই । পৃথিবীপাল সুরথ দিনে দিনে সহস্র সহস্র বলিদান করিয়া সাগর পর্যন্তা মেদিনী ভোগ করিয়াছিলেন বটে

কিন্তু সুখ লাভ করিতে পারেন নাই। মন সর্বদাই চিন্তায়ুক্ত। আমি জানি না যে প্রত্যহ বলিদানে যে কি হইবে। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ সুরথ গৃহে আগমন করিলেন। সঙ্কীর্ণ সুবথ রাজ্য নারদকে পূজা করিলেন। সুরথ বলিয়াছিলেন, হে বিপ্র! তুমি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ এবং সর্কশাস্ত্রার্থ পারগ, বিশেষ বেদার্থজ্ঞাতা, অতএব বেদার্থবল। নারদ বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! বিশেষ সনাতন বেদধ্যান শ্রবণ কর। ইত্যাদি বলিয়া বলিয়া বহু পরে বলিয়াছেন, হে বাজ্ঞন। ছাগ মেঘাদি বলিদান সত্যাদি চারি যুগেই প্রশস্ত, কলিমুগে বিশেষ প্রশস্ত, ঘহ বলিদান দ্বারা ক্ষত্রিয় জাতির পূজা করিবে। সত্যযুগে সক্রুং বলি, হে মহারাজ! ত্রেতাযুগে দ্বিগুণ বলি, দ্বাপরে ত্রিগুণ, কলিযুগে চতুর্গুণ বলি কথিত, সত্যযুগে ব্রাহ্মণ অশক্তিতে বলিদান করিয়াছে। কলিকালে ব্রাহ্মণ চতুর্গুণ বলিদান করিবেক। কৃষ্ণবর্ষ ছাগদ্বয় এবং মহিষদ্বয় বলির নাম সক্রুদলি বলিয়া খ্যাত। দর্শন পক্ষে কেবল সক্রুদলি বিহিত। বিভবানুসারে বলি দিবে, বিহঙ্গমা ত্যাগ করিবে সুবথ রাজা বলিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মপুত্র। তোমার নমস্কার করি কৃপাপূর্বক বল, হে দ্বিজ! বলিদানে যে পশু হইবে তাহাতে আমাব কি গতি হইবে। হে মহাভাগ ব্রাহ্মণ! তাহা সহন বল। হে বিপ্রেন্দ্র! তোমার দাস আমি আমাব মন সর্বদা উপতপ্ত তুমিই সংশয় ছেদ কারক আমার সংশয় ছেদ কর। নারদ বলিলেন সুরথ! তুমি ধন্য পুণ্যবান্ তুমি স্বয়ং শিব স্বরূপ, যেহেতু শৈব, শিবকে জানিয়াছ এবং তুমি স্বয়ং শক্তিরূপ, যেহেতু শাক্ত, শক্তিকে জানিয়াছ। বিষ্ণুও তুমি, যেহেতু বিষ্ণুকে জানিয়া বৈষ্ণবোক্তম্ব হইয়াছ। ভবানী পূজনফলে অথ তুমি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। অথ হোমাব

দর্শন মাঝে আমার জন্ম সফল । হে রাজেন্দ্র ! প্রতাহ বলিদান
 প্রভাবে প্রতাহ তোমার অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতেছে । বহু বাক্য ব্যয়ে
 কি প্রয়োজন তুমিই বৈষ্ণবাগ্রণী । যে যে পুরাণে বলির নিষেধ
 কথিত হইয়াছে তাহা বৌদ্ধমত জানিবে বেদ সম্মত নহে । যে কিছু
 পুরঞ্জনাখ্যানে বলিদান নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা সমস্ত বৌদ্ধমত কিন্তু
 বেদ সম্মত নহে । তিন প্রকার বলি কথিত ; উত্তম, মধ্যম, অধম ।
 উত্তম ব্যক্তি উত্তম বলি দিবে, মধ্যম ব্যক্তি মধ্যম বলি দিবে, অধম
 ব্যক্তি অধম বলি দিবে, এইপ্রকার ত্রিবিধ বলি উক্ত হইয়াছে ।
 কৃষ্ণবর্ণ ছাগদ্বয় এবং মহিষদ্বয় শরৎকালে শুক্লাষ্টমীতে কদাচ বলিদান
 করিবে না । ঐ পূজায় একটি বা অনেক কুশ্মাণ্ডই বলিদান করুক ।
 ঐ কুশ্মাণ্ড বলি অধম বলি, অধম বলিতে অধমাগতি ! দশ সংখ্যক
 বলি অধম বলি বলিয়া খ্যাত । সাত্বিকী পূজা উত্তমা, যদি মহাবলি-
 দান করে, অষ্টমী নবমী সন্ধিতে যত্নক্রমে মহাবলি দিবে । হে
 নৃপতি শ্রেষ্ঠ ! সাত্বিকী পূজায় শত, সহস্র, লক্ষ, অযুত, কোটি বলি
 কথিত হইয়াছে । এক বলিদান দ্বারা চতুর্ভুজ লাভ হয়, বহু বলিদান
 দ্বারা ব্রহ্মময় হয় । হে নৃপতে ! বহু বলিদান ও জপ যজ্ঞ দ্বারা যে
 পূজা তাহার নাম সাত্বিকী পূজা । দশটি পশু দ্বারা ও জপ যজ্ঞ
 দ্বারা যে শারদীয়া পূজা করা যায় তাহার নাম রাজসী পূজা । পাঁচটি
 বলি দ্বারা যে পূজা তাহার নাম তামসী পূজা । সাত্বিক পূজন
 জগৎ ফল হইতে শুদ্ধ সম্ভাব্যক হইতে পারে । বেদ মতে ও বৌদ্ধ
 মতে বিবাদ আছে । বেদোক্ত মত প্রতিপালন করিবে, হে রাজ
 শার্দূল ! বৌদ্ধোক্ত মত দূর হইতে পরিবর্জন করিবে । হে
 রাজেন্দ্র ! বৌদ্ধ বলেন ঈশ্বর নাই আমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর এইরূপ

বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন। দশদণ্ড বেলা মধ্যে স্নেহ ভোজন তাহার নাম স্বৰ্গ। কোথায় আর একটা স্বৰ্গ, কোথায় বা নরক, নষ্টই কে হয়, হতইবা কি, দেহ ত্যাগ করিয়া শক্তি গমন করিলে তাহাকে মরণ বলে। হে রাজর্ষে! এইরূপ বৌদ্ধের অলীক বাক্য। যেপ্রকার বহির শিখা ধ্বংস হইলে সকল বহির ধ্বংস। এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বৰ্গ, পর জন্মের একটা কথা কি? অর্থাৎ পর জন্মই স্বীকার করে না। নারদ বলিয়াছিলেন আত্মানন্দ মন্বজীব, অমৃত-রাগ্যার অংশ শোভা, তত্ত্বদর্শিরা সৰ্বদা জীব জীব বলিয়া থাকেন। তবে কিপ্রকার আত্মার ধ্বংস বৌদ্ধ বাক্য দ্বারা স্বীকার করা যায়। শিখা ধ্বংস হুয়া হইতে আত্মার ধ্বংস এইটি বৌদ্ধের মূৰ্খতা। কিছু কিছু বৌদ্ধ মত সকল শাস্ত্রে পবন স্বরূপ। পবন মত গ্রহণ পূৰ্ব্বক যে ব্যক্তি বেদাদি মত পরিত্যাগ করে সে ব্যক্তি ইহ জন্মে পাপীষ্ঠ এবং সকল ধৰ্ম্ম বহিস্কৃত। সেই পাপী পরজন্মে নিশ্চয় প্রেত হয়। নিত্য সনাতন বেদরূপ বৃক্ষ চতুদশ পত্রবৃক্ষ ছয়টি শাখারূপ অঙ্গ সংযুক্ত গায়ত্রী তত্ত্ব তাহার আশ্রয় অগ্নান পুষ্প স্বরূপ, হে মহারাজ! তাহার ফল কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড। মাতৃকা বীজ সংযুক্ত জ্ঞানাত্মার সহিত নিত্য সনাতন বেদ বৃক্ষের মূল কুলকুণ্ডলী। ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত গুণ আছে তাহা ঐ বৃক্ষের পত্র স্বরূপ। এক ব্যক্তির স্বধৰ্ম্ম প্রতাপালক বৃহৎ পুত্র আছে এক পুত্র সৰ্বদা চৌর্য-বৃত্তি রত। চৌরবাক্য গ্রাহ্য নয়, সাধু বাক্য প্রশস্ত ও গ্রাহ্য হয়। সকল শাস্ত্র মধ্যে বৌদ্ধ চৌর বলিয়া থাকে। হে মহারাজ! এই হেতু শাস্ত্রে এক বাক্যতা নাই। ধৰ্ম্মে বেদ নিত্য প্রমাণ, বেদ বিপর্যায় ধৰ্ম্ম, স্থানে স্থানে বৌদ্ধ বাক্য। বলিদান বেদসিদ্ধ বৌদ্ধ

বাক্যে নিষিদ্ধ। বৌদ্ধ বাক্য ত্যাগ কবিয়া বেদমার্গে পূজা করিবে। গোময় পিণ্ড নির্মাণ করিয়া পোষ্য মাসে পোষ্য পূজনরূপ স্ত্রী পরম্পরায় পূজা করিবে। এই এক প্রকাব বোদোক্ত ধর্ম, তাহা নিন্দা করিবে না। অতএব মহারাজ তোমার শরীবে তোমার মাংস ভক্ষণ কাবণ পশু হত্যাকৃত পাপ বিষ্ণুম'ন আছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি বলিতেছি, লক্ষ ছাগ বলিদান কবিয়া পশু হত্যাকৃত সেই পাপ অধুনা মার্জনা কব। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মপুত্র নাবদবিপ্র গমন কবিলেন। তাহাব পব বাজর্ষি সুবথ বলিদান দ্বাবা পূজা কবিয়া নিষ্পাপ হইয়া সস্ত্রীক স্ব শরীবে স্বর্গ মন্দির গমন কবিয়াছিলেন। তথাপি স্বর্গে যাইবাব পথ মধ্যে সুরথের স্কন্ধ বৃদ্ধি হইয়াছিল। স্কন্ধে বিস্ফোটক ও কুমি দুইটি জন্মিয়াছিল। বিস্ফোটক বিষের জ্বালা এবং কুমি জ্বালা হইয়াছিল। বলিদান ভিন্ন যে হত্যা সেই হত্যাব পাপ জ্বালারূপে উপস্থিত হইল। দেবদূত বলিলেন এই মন্দাকিনী গঙ্গা, এই গঙ্গায় শীঘ্র স্নান কর। তাহাব সেই বাক্য শ্রবণ কবিয়া বাজসন্তম সুবথ সেই গঙ্গায় বিধান ক্রমে স্নান কবিয়া দিব্য দেহ লাভ কবিলেন। কুমিরূপ সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য শরীর ধারী হইয়া দিব্য স্ত্রী পবিত্রেষ্টিত হইয়া জীব সঙ্কিত সুবথ রাজা সুবাবথ আবোহণ পূর্বক স্বর্গমন্দির গমন করিলেন। বলিদান ভিন্ন যে হত্যা সেই হত্যা সর্বত্র গর্হিতা প্রসঙ্গাধীন কথিত হইল।

তিথিতত্ত্বে দশহর্য গঙ্গাস্নানেব মন্ত্র মধ্যে দশবিধ পাপ বর্ণনে কায়িক ত্রিবিধ পাপ প্রথম লিখিত হইয়াছে। যথা—

অদন্তানা মৃপাদানং হিংসাচৈবা বিধানতঃ।

পবদাবোপ সেবাচ কায়িকং ত্রিবিধংস্বতঃ ॥

অবিধান ক্রমে যে হিংসা সে এক প্রকার কান্দিক পাপ কিন্তু বৈধ হিংসায় পাপ নাই অর্থাৎ দেব পিত্তার্থে হিংসায় পাপ নাই স্পষ্টই প্রতীতি হয়।

কোন কোন স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যায়ী ও কোন কোন নৈয়ায়িক পাণ্ড-
তাভিমাত্রী বলেন যে তন্ত্র শাস্ত্র আগম নামে অভিহিত, সেই আগম
শাস্ত্র আধুনিক কোন মহাজন বিরচিত। বাস্তবিক মহামহোপাধ্যায়
ব্রহ্মনন্দন ভট্টাচার্য্য মলমাসতত্ত্ব গ্রন্থে বলিয়াছেন, ডামরং নামক
কৃতং। ময়ানুষ্ঠানিচান্ধানি মোহনার্থানি তানিতু তস্মাৎশ্রুতিস্মৃতি
বিরুদ্ধ বস্তুনি ন কদাচিদপি পদংন্যস্তবাং।

শিব বলিয়াছেন আমি যে ডামর প্রভৃতি গ্রন্থ করিয়াছি তাহা
তামসিক, কেবল লোকের মোহনার্থ। সেইহেতু বেদস্মৃতি বহির্ভূত
পথে কদাচিৎ পদবিক্ষেপ করিবে না। বাস্তবিক তন্ত্র শাস্ত্র সাত্ত্বিক
রাজসিক তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক তন্ত্রে দেব পূজাদির
বিধান। পুস্তক বর হয় বলিয়া তাহার প্রমাণ লিখিত হইল না।
যাহা ধর্ম্মে প্রমাণ স্মরণ্য তাহা শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ নহে। কলিযুগে
আগম সম্মত কার্য্যই ফলপ্রদ।

কৃতে করস্ত শ্রুতুক্ত ত্রেতায়াং স্মৃতিরেবচ।

দ্বাপরেতু পুরাণানি কলাবাগম সম্মতা ॥

আগমোক্ত বিধানেন কলৌদেবান্ বজ্রেন্দ্রধীঃ।

নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌচাত্ত বিধানতঃ ॥

সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাযুগে স্মৃতি সম্মত, দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত
কলিযুগে আগম সম্মত কার্য্যই ফলপ্রদ। আগম কথিত বিধানে
কলিযুগে দেবগণকে পূজা করিবে, অন্ত শাস্ত্র বিধানে পূজা করিলে

দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া না । যদি বলেন আগমোক্ত বচন দ্বারা কলি-
যুগে আগমোক্ত ক্রিয়ার বিধান প্রমাণ হয় না । তাহা সত্য বটে
বাস্তবিক বেদ শাস্ত্রেও যুগাচার ধর্ম কথনে কলিযুগে আগম শাস্ত্র
বিধানে কার্য্য করা কথিত হইয়াছে । নিম্নে লিখিত হইল ।

অথ ভারত্বাক্ষচান্দ্রলায়ণঃ কৌশল্যোভার্গবো গার্গ্যোবৈদর্ভ্যো-
বশিষ্ঠঃ কাत्याয়ণোহগস্ত্যশৈব্যাঃক বন্ধিষ্ঠ বাৎস্ত্যচতেহবৈ ব্রহ্ম পরা-
ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরংব্রহ্মল্লেক্ষমাণাঃ কুশসমিৎ পাণ্ড্যোদ্বিপরাঙ্ক পরাঙ্কহ্মায়িনঃ
ভগবন্তং বৌদ্ধরূপিণং মহাবিষ্ণুঃসমুপপন্নান্ধষয়ঃপ্রোচুঃ । ভগবন্
তৃতীয়যুগশাস্ত্রে কলৌব্রাহ্মণাদয়ঃ কলিসম্ভবান্নোক্তাঃ শুদ্রকর্ম্মাণঃ
স্বাচারেতাৎদৃশনিষ্ঠারহিতাঃ ॥ যজ্ঞদানতপঃস্বাধ্যায় সন্তোষ সত্য-
শৌচবিহীনাঃ কেন কর্ম্মণাপরমাত্মানং শুদ্ধস্বপ্রকৃত্যায়ুকংব্যপ্নুযুঃ ।
সর্ব্বংহিবেদদহংবক্ষ্যামীতিশৃশ্বত একদোর্দ্ধমহিভিঃ সনকাদিভিঃ সার্ক-
মহমীশানলোকমগমম্ ॥ সতশ্চৈগ্রাহিসচ্চাসচ্চান ভূতঞ্চাননভূতঞ্চ
দৃষ্টমদৃষ্টঞ্চৈতৎ সর্ব্বমীশানহংবেৎসি সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ কস্মিন্ সর্ব্বেভবি-
ষ্যন্তীতিত্বংহি নঃ পিতা অবিজ্ঞায়া অস্মাকঞ্চ পরংপারংতারযসীতি ।
সমুপগত নারায়ণ এতাবদেবাহ পরমস্তীত্যেতৎ ॥ পরংব্রহ্মবেদ
যুগাদৌ ব্রাহ্মণাঃশ্রুত্ব্যজ্ঞযজ্ঞস্তঃ পরমব্রহ্মপুরুষেণ সহৈকীভবন্তি অথস্ব
ত্রেতায়াংস্মৃতি ভারতাত্মাং পুনর্কীঢ়মিত্যুচ্যাতা তেব্রহ্মণঃ । দ্বাপরেচ
পুরাণেভাষ্যেতিসত্যং ॥ ভগবানাহসহোবাচ পুনস্তরীয়যুগে বর্ত্তমাণে
আগমমার্গেণ পঞ্চমমকারে ষুরময়িম্ব্যস্তোহন্তর্যামিষভীষ্টমষ্টা প্রকৃত্যাসহ
পরমনিশ্চুতমন্তর্যামিনং সদসদ্যামগোচরং সর্ব্বজ্ঞানুহ্যতং মহাপুরুষং
ব্রহ্মংহিলভন্তে । ঋতিভির্নিরু ক্তমেতৎ । চোদনাপাস্তিতত্থথা কৃত্তে
শ্রুত্ব্যকৃমাত্রঃশ্রুত্ব্যং ত্রেতায়াংস্মৃতিভাবতৌ । দ্বাপরেচপুরাণানি কলা-

বাগম সংস্থিতিঃ ॥ অশুকাঃ শূদ্রকৰ্ম্মাণোব্রাহ্মণাঃ কলিসন্তাঃ ।
 তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্নশ্রৌতবজ্জনা ॥ ইতি সামবেদ কৌধুমীয়া
 ব্রহ্মভাগেশুগচারোপনিষৎ সমাপ্তা । ॥

অনন্তর ব্রহ্ম তৎপর ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরংব্রহ্মকে অন্বেষণে কুলসমিৎ-
 পানি, ভরদ্বাজ আশ্বলায়ণ কৌশল্য ভার্গব গার্গ্য বৈদর্ভ্য বিশিষ্ট
 কাতায়ন অগস্ত্য শৈব্য কবন্ধি বাৎস্ত প্রভৃতি ঋষিগণ একত্র সমবেত
 হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্বক বলিয়াছিলেন হে ভগবন্ ! সত্য
 ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগের অস্ত্রে কলিযুগে ব্রাহ্মণাদিবর্গ জন্মধারণ
 হেতু অশুদ্ধ এবং শূদ্রকৰ্ম্মরত ও স্বকীয়াচারে তাদৃশ নিষ্ঠা রহিত ।
 যজ্ঞ দান তপস্তা বেদাধ্যয়ন সন্তোষ সত্য অশৌচ বিহীন কোন কৰ্ম্ম
 দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃত্যায়ক পরমাত্মাকে লাভ করিবে । বুদ্ধরূপী
 মহাবিশ্ব বলিলেন সেই সমস্তই আমি বলিতেছি শ্রবণ কর । কোন
 এক সময়ে উর্দ্ধরেতা সনকাদি ঋষির সহিত আমি শিবলোক গমন
 করিয়াছিলাম ; সেই সনকাদিঋষি শিবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,
 সং অসং অনুভূত অননুভূত দৃষ্ট অদৃষ্ট এই সমস্ত, হে ঈশান ! তুমি
 জ্ঞাত আছ সমস্ত লোক কোন ব্যক্তে বা অব্যক্তে সম্যক প্রতিষ্ঠিত
 হইবে । তুমি আমাদিগের পিতা অবিজ্ঞা হইতে আমাদিগকে
 পরিভ্রাণ কর, নারায়ণ নিকটবর্তী । ঈশান বলিলেন, পরং (অর্থাৎ
 উৎকৃষ্ট) আছে । চারিযুগের আদি সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ পরংব্রহ্মকে
 বেদোক্তমার্গে পূজা করতঃ পরমব্রহ্ম পুরুষের সহিত মিলিত হইবে
 অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিবে । অনন্তর ত্রেতাযুগে স্মৃতিশাস্ত্র ও
 ভারতোক্ত ধর্ম্মদ্বারা পরংব্রহ্মকে লাভ করিবে । সনকাদি কহিলেন
 ইহা স্বীকার্য্য, পুনর্বার বলুন । ভগবান্ শিব বলিলেন, দ্বাপরযুগে

পুরাণ সম্মত কার্য্য দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে। পুনর্বার বলিলেন, চতুর্থ কলিযুগে আগম মার্গে পঞ্চম মকারে (মত্ত মাংস মৎস্ত মুদ্রা মৈথুনেরত থাকিয়া অন্তর্গামি পরমপুরুষে অতীষ্ট ইচ্ছা করিয়া প্রকৃতির সহিত পরম নিগূঢ় অন্তর্গামি সং এবং অসং এই উভয়ের অগোচর সর্বত্র প্রকল্পিত্রৈব জায় মহাপুরুষকে নিশ্চয়ই লাভ করিবে, ইহা বেদে কথিত হইয়াছে। বিবিধ আছে যথা—সত্যযুগে শ্রুতি সম্মত ব্যবস্থা, ত্রেতাযুগে স্মৃতি ভারত সম্মতা ব্যবস্থা, দ্বাপরে পুরাণোক্ত, কলিযুগে আগমোক্ত ব্যবস্থারূপে কার্য্য করিবে। কাল সম্ভব ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ ও শূদ্রকর্ম্মী, তাহাদিগের আগম নার্গোক্ত ধর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধি, বেদবিহিত ধর্ম্মদ্বারা নহে। ইতি সামবেদের কুখুম শাখার অন্তর্গত যুগাচার নামক উপনিষৎ সমাপ্ত । ॥

এইক্ষণ ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিলাম এই যে, কলিযুগে আগম শাস্ত্ররূপ ভেলা অবলম্বন ভিন্ন ভবসংসার সাগর হইতে পার হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই সুতরাং ঐ আগম শাস্ত্রে বলি প্রভৃতি যে কোন কার্য্য বিহিত আছে তাহাই আমাদের কর্তব্য কুখুম শাখার অন্তর্গত যুগাচারোনিষদ গ্রন্থে যে পঞ্চম মকার পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা এবং তাহা সেবন বিধান উক্ত আছে তাহার মধ্যে বিতীর্ণ-তত্ত্ব মাংস, দেবতোদ্দেশে বলিদান ভিন্ন লাভ করা অসম্ভব।

সমালোচনা ।

বলিবিচার নামক গ্রন্থের সপ্তম পৃষ্ঠায় শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন যে, সাদ্বিকী পূজায় বলি, পূজা সামগ্রী নৈবেদ্যাদি দ্বারা হয়, এই কথা কিছুতেই হইতে পাবে না, কারণ পূজা সামগ্রী নৈবেদ্যাদি অর্থাৎ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, মধুপর্ক, নৈবেদ্য প্রভৃতি যদি বলি শব্দবাচ্য হয় তবে নৈবেদ্যাদি দানই বলিদান হইত, তাহা হইলে বলিদান ও পূজা একই পদার্থ হয়, চতুঃকর্ম্মাঙ্গিকা শারদী পূজা হয় না, কর্ম্মত্রয়াঙ্গিকা পূজা হয় । চতুঃকর্ম্মমযীতানেন । ন্যপন পূজন্ বলিদান হোমরূপা তুর্গোৎসব তস্মৈ । শারদীয়া মতাপূজা চতুঃকর্ম্ম ময়ী শুভা । তাং তিথিত্রয় মাসাচ্চ কুর্য্যাদ্বক্তব্য বিধানতঃ । চতুঃকর্ম্মমযীতানেন ন্যপন পূজন্ বলিদান হোমরূপা ইতি স্বাক্ষরেন লিখিতং । অমরভবত প্রভৃতি অভিধান বর্ত্তাগণ যে বলি শব্দে পূজোপকরণ ও পূজা সামগ্রী বলিয়াছেন, তাহা স্থল বিশেষে বোধ্যঃ । আর কুশাণ্ডাদি দানে যে বলিতুল্য ও তৃপ্তি বিষয়ে ছাগ তুল্য কালিকা পুরাণকার বলিয়াছেন তাহাতে মাত্র ছাগ বলিদান হইতে নূন ফল, শুদ্ধারা সাদ্বিকী পূজাব বলি হইতে পাবে বটে কিন্তু অধমাবলি । অধমেপ্যধমাগতিঃ । মুখ্যোকার্য্য সম্ভবেনতু গোণে । মুখ্যালাভে প্রতিনিধিঃ শাস্ত্রার্থঃ । অষ্টম পৃষ্ঠায় লিখিত—

অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেঘাণাঞ্চ তথাবধাং ।

শ্রীগয়েদ্বিধিবদ্ধর্গাং মাংস শোণিত তপণৈঃ ॥

এই ভবিষ্য পুরাণ বচনের বিরুদ্ধ বচন,

আবয়োঃ পূজনং মোহাৎ যে কুৰ্য্যুমাংস শোনিষ্ঠৈঃ ।

পতন্তি কুস্তীপাকেতে ভবন্তি পশবঃ পুনঃ ॥ ১

পশুন্ হত্বাতথাঙ্গাং মাংসোহর্জয়েৎ মাংস শোনিষ্ঠৈঃ ।

তাব ওন্নরকেবাসো যাবচ্চত্ৰ দিবাকরৌ ॥ ২

এই পদ্মপুরাণের বলিদান নিষেধক বচনদ্বয় দর্শন করিয়া বি, এ, বি, এল্, মহাশয় মীমাংসা করিয়াছেন ভবিষ্য পুরাণের বচনটি ভবিষ্য পুরাণ কর্তার স্বকপোল করিত বাক্য মাত্র । ইহাতে ভবিষ্য পুরাণ কর্তাকে নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া উক্ত বি, এ, বি, এল্. মহাশয়কে নিন্দা করিতে পারি না, এই নিন্দা নিন্দা নহে । যাবতীয় পুরাণ কর্তা ব্যাসদেব স্মৃতরাং ভবিষ্য পুরাণ বক্তাও ব্যাসদেব । ঐ বচনটিও ব্যাসদেবের স্বকপোল করিত স্বকপ বাক্য বলা হইয়াছে । দেবতানাং স্বরূপ কথনং স্তুতিঃ । ব্যাসোনারায়ণঃ স্বয়ং ॥ নিন্দাস্তোত্র, নিন্দা-চ্ছলে স্তব হইয়াছে । ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার । ইহাতে বুঝিলাম বি, এ, বি, এল্, মহাশয়ের কেবল অর্থ শাস্ত্রে অধিকার আছে এরূপ নহে, কাব্যালঙ্কারেও অধিকার আছে কিন্তু উক্ত মহাশয় ভবিষ্য পুরাণের বচনটিকে স্বকপোল করিত না বলিয়া বলিদান নিষেধক পদ্মপুরাণের বচন গুলিকে স্বকপোল করিত বলিলেও পারিতেন, তাহা যে না বলা এই টুকুই বৈষ্ণব মতের পক্ষপাতিতা । কোন কোন পুরাণে শাক্তমত কার্য্যের ব্যবস্থা ও কোন কোন পুরাণে শৈবমত কার্য্যের এবং কোন কোন পুরাণে বৈষ্ণব সম্মত কার্য্যের ব্যবস্থা এবং বিষ্ণু হইতেই সৃষ্টি, বিষ্ণুই সর্বপ্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে । পদ্মপুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বিষ্ণুই সর্বপ্রধান, বিষ্ণু হইতে সৃষ্টি, বৈষ্ণব

ঋতের পূজাদি সমস্ত বিধান স্মৃতরাং ঐ পুরাণদ্বয়ের যত বচন উদ্ধৃত
করিয়াছেন, সমস্তই বলিদান নিষেধক বৈষ্ণব মতে পূজার বিধান।
বৈষ্ণব মতে বৈষ্ণবদিগের (বৈরাগিদিগের) (গোস্বামীদিগের)
(গোসাইদিগের) পূজায় যে বলিদান নাই তাহা সৰ্বলোক প্রসিদ্ধ,
ঐ সমস্ত বচন প্রমাণ না করিলেও হইত। তবে যে তিনি শাক্ত
বৈষ্ণবদিগের পূজায় উক্ত পুরাণ বচন দ্বারা পশু বলিদান নিষেধ
দেখাইয়াছেন তাহাই তাঁহাব ভ্রম, সমস্ত বচনই দেখুন।

যোযংহস্তি সতংহস্তিচেতি বেদোক্ত মেষচ।

কুরুন্তি বৈষ্ণবীং পূজাং বৈষ্ণবাস্তেন হেতুনা ॥

ঐশ্ব্যবৈবৰ্ত্ত পুরাণে।

যিনি যাহাকে বধ করেন সে তাহাকে বধ করে, ইহা বেদে
কথিত আছে। বৈষ্ণবগণ সেই হেতু বৈষ্ণবী পূজা করিয়া থাকেন
অর্থাৎ বলি ভিন্ন পূজা করিয়া থাকেন। তবে দেখুন বৈষ্ণবগণের
পক্ষে এই পূজা কি না। যদি শাক্ত শৈবদিগের সাধারণ লোকের
পক্ষে বৈষ্ণবী পূজা অর্থাৎ বলি ভিন্ন পূজা ব্যবস্থা থাকিত তবে
বৈষ্ণবা এই বিশেষণ পদ বচনে থাকিত না। আর যে পদ্মপুরাণে
একটি বচন শদকল্পদ্রুম হইতে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন পণ্ডিতগণ
জাহ্নব ও তাৎপর্যার্থ সমালোচনা করিয়া দেখুন।

মানবোযঃ পরত্রেহতৰ্ভুমিচ্ছেৎ সদাশিব।

সৰ্ববিষ্ণু ময়ত্বেন নকুর্য্যাৎ প্রাণিনাং বধঃ ॥

হে সদাশিব! যে জন ইহলোকে এবং পরলোকে ভ্রাণ পাইতে
ইচ্ছা করেন সেই ব্যক্তি সকল বিষ্ণুময় দর্শন করিয়া প্রাণিবধ করিবে
না। এই বচনটিও বৈষ্ণবদিগের পক্ষে কথিত কারণ বৈষ্ণব ব্যক্তি

সর্বভূতে বিষ্ণুময় দর্শন করিয়া থাকেন, শক্তি শিবময় দর্শন করেন না। প্রকৃত পক্ষে যখন সর্বভূত বিষ্ণুময় দর্শন হয়, তখন তাহার ঐশ্বরিক পূজা বলিদানাদির কোন আবশ্যকতাই থাকে না। তখন সে জানী বলিয়া পরিগণিত, কর্মযোগের আবশ্যকতা হয় না, শাস্ত্রে উক্ত আছে—

অয়মেব ক্রিয়া যোগোজ্ঞান যোগস্ত সাধকঃ।

কর্মযোগং বিনাজ্ঞানং কশ্চিৎনেহ দৃশ্যতে।

এই যে ক্রিয়াযোগ কথিত হইল ইহা জ্ঞান যোগের সাধক, এই জগতে কর্মযোগ ব্যতীত কাহারও জ্ঞানযোগ হইতে পারে না সুতরাং জানীদিগের পক্ষে কর্মযোগের আবশ্যকতা নাই জানী ব্যক্তি সাত্ত্বিক। সাত্ত্বিক লোকের রজোগুণ তমোগুণ রহিত হইয়া যায়, কেবল সত্ত্বগুণাশ্রয়ে আভ্যন্তরিক জ্ঞানযোগের ক্রিয়া করিয়া থাকেন। চরকমুনি বলিয়াছেন যথা—

রজস্তমোভ্যাং নিম্নুক্তান্তপোজ্ঞান বলেন যে।

আপ্তা শিষ্টাশ্চ বৃদ্ধান্তে চেষ্টায়াং যেত্সংশয়াঃ ॥

তপশ্চা এবং জ্ঞানবল দ্বারা যাহারা রজোগুণ তমোগুণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন তাহারা কার্যের চেষ্টায় নিঃসংশয় ফললাভ করিয়া থাকেন, তাহারা আপ্ত, শিষ্ট ও বৃদ্ধ বলিয়া কথিত। রজঃ ও তমোগুণাবলম্বি লোকেরই ক্রিয়া করার ব্যবস্থা, বাহ্য পূজা বলিদানাদি তাহাদের পক্ষেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বি, এ, বি, এল্, ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম হইতে যে পদ্যপুরাণাদির বলিদান নিষেধক বচন উদ্ধৃত করিয়া বলির বিচারে লিখিয়াছেন তন্মধ্যে বলির বিধায়ক বচনও আছে নিম্নে লিখিত হইল।

বলিদান বিধিৰূপে পুরাণে নিগমেপিবা ।

উক্তো রজস্তুমোভ্যাংস কেবলং ভমসাপিবা ॥

পুরাণে এবং নিগমে যে যে স্থানে বলিদান বিধি কথিত হইরাছে তাহা রজো গুণ ও তমোগুণ বিশিষ্ট জনের পক্ষে এই ব্যবস্থা, অথবা কেবল তামসিক লোকের পক্ষে বিধেয় । রাজসিক, তামসিক লোকেরই বাহুপূজা বলিদানাদি করিতে ইচ্ছা হয় । কস্মেচ্ছাচ বজো গুণাং । তমোগুণাজীবহিংসা ইত্যাদি । আমরা রাজসিক তামসিক লোক হইয়া যদি সাধ্বিকী ক্রিয়া করিতে যাই তবেইতো নষ্টস্তোনষ্ট হইয়া পড়ি, কারণ সাধ্বিকী ক্রিয়ায় আদৌ অধিকার নাই, রজো গুণ তমোগুণের কার্য্য ও কবিতাম না সূত্রাং সৰ্ব্বকার্য্য পরিদ্রষ্ট হইতে হয় । যে প্রকার ভগবদগীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিযু-
ছেন—

কর্ষেদ্ভিয়াণি সংবম্য য আন্তে মনসাম্বরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়ায়া মিথ্যাচারঃ সউচ্যতে ॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া বল পূর্বক রহিত করিয়া অর্থাৎ হস্তপদাদি বন্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়েন দিব্য বস্তুকে মনদ্বারা স্মরণ কৰতঃ উপবিষ্ট থাকে সেই ব্যক্তি বিশেষ মূঢ়ায়া এবং মিথ্যাচার স্ববিয়া কথিত । যদি সেই প্রকার রজো গুণ তমোগুণের কার্য্য না করিয়া সত্ত্বগুণের কার্য্য করি বলিয়া লোকসমাজে জানাইয়া বজো গুণ তমোগুণের কার্য্য হিংসাদি রুদ্ভিতে মন নিযুক্ত থাকে তবে সেই ব্যক্তিও ঐরূপ বিমূঢ়ায়া ও মিথ্যাচার বলিয়া পরিগণিত হয় । আধুনিক লোকদিগের মধ্যে প্রায়শই হিংসা প্রবৃত্তির লোক দেখা যায় কারণ মৎস্ত মাংস ভক্ষণ না করে এইরূপ লোক অতি দুর্লভ

আমাদের দেশে দেখা যায় হুর্গোৎসবাদি সমস্ত দেবতা পূজায় বলি-
দান করে না কিন্তু নিজেরা অস্ত্রের বাটী হইতে ছিন্ন ছাগল আনিয়া
তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে । মৎস্তাদি ভক্ষণের ত কথাই নাই ।
মৎস্ত ভক্ষণে বৈষ্ণবেরা বিশেষ তৎপর কারণ সমাজে মাংস ভক্ষণ
করিতে পারে না বলিয়া মৎস্তের মাংস দ্বারা সেই অভাব পূরণ
করেন ; বলুন দেখি মৎস্তের মাংস ভক্ষণ করিলে বৈষ্ণবদিগের মাংস
ভক্ষণ জনিত এবং হিংসা জনিত পাপ কি জন্মিবে না ? পৌরাণিক
বৈষ্ণবগণ কি মাংসলোভী রাক্ষস প্রকৃতি লোক নহে ? তাত্ত্বিকগণ
দেবতাদেহে মৎস্ত মাংসাদি দান করিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া যদি
রাক্ষস প্রকৃতির লোক হইলেন তবে যাহারা দেবতার সহিত সম্বন্ধ
না রাখিয়া আত্মপূষ্ঠার্থে বৃথা মৎস্তদ্বারা আত্মোদর পূরণ করেন,
তাহারা যে কোন প্রকৃতির লোক তাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতে
পারেন । পদ্মপুরাণ হইতে যত বচনই উদ্ধৃত করিয়াছেন সমস্তই
বৈষ্ণবদিগের বৈষ্ণবী পূজায় বলি নিষেধক ।

যোরক্ষ্যেৎ ঘাতনঃশস্তো জীবমাত্র দয়াপরঃ ।

কৃষ্ণপ্রিয় তমোনিত্যং সর্বরক্ষাং করোতিসঃ ॥

হে নস্তো ! যে জন দয়াপরবশ হইয়া জীবমাত্রকেই বধ হইতে
রক্ষা করে সেই ব্যক্তি কৃষ্ণ প্রিয়তম পাত্র তৎকর্তৃক সমস্ত রক্ষিত
হয় । বৈষ্ণব ভিন্ন কৃষ্ণ প্রিয়তম পাত্র শাক্ত নহে । আর শক্তির
প্রিয়তম ধলেন নাই অথচ শক্তিই উক্ত বাক্য সকল বলিয়াছেন ।
আর যে ব্যক্তি আত্মীয় বন্ধু কুটুম্বাদি অথবা মহাসম্ভ্রান্ত লোক বাটী
আদিলে তাঁহাকে ভাগদ্রপ ভোজন করান উচিত বিবেচনায় ছাগ
পশু বধ করিয়া খাওয়াইয়া থাকেন, ঐ সময়ে লোকনিন্দা ভয়ে

অথবা অবৈধ মাংস কেহ কেহ ভোজন করিবেন না এই ভয়ে দেবতাদেহে প্রোক্ষণ করিয়া বধ করে, তাহার পক্ষে নিম্নলিখিত বচনদ্বয়ের বিষয় জ্ঞাতব্য ।

মদ্বাজেন পশুনহাযো ভক্ষং সহ বন্ধুভিঃ ।

তদগাত্র লোমসংখ্যাকৈরসি পত্রবনেবসেং ॥

দেবতান্তর মন্নমবাজেন শ্বেচ্ছাতথা ।

হত্বাজীব্যাংশচ যোভক্ষেন্নিতাং নরকমাগ্নুয়াং ॥

ভগবতী বলিয়াছেন আমার নাম ভান করিয়া বন্ধুগণের সহিত যাহারা মাংস ভক্ষণ করে পশুর গাত্রের লোম সমসংখ্যক বৎসর অসিপত্রবন নামক নরকে বাস কবে । সেইরূপ নিজের ইচ্ছাক্রমে আমার অথবা অন্য দেবতাব নাম ভান করিয়া যাহারা প্রাণিগণকে বধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে তাহার চিরকালের জন্ত নরকে বাস করিয়া থাকে । আর অশ্বমেধ যাগ করিয়াও যদি দোষী হইতবে শতক্রতু ইন্দ্ৰাদি এবং যুধিষ্ঠিরাদি ও কুরুরাজা হৃদ্যবংশীয় দিলিপাদিও দোষী । সেই সেই ব্যক্তির যে গতি সেই গতিই প্রার্থনীয় ।

স্বর্গকামোশ্ব মেধং যঃ করোতি নিগমাজ্জয়া ।

তত্তোগান্তে পর-দ্বয়ঃ সজন্মনি ভবান্ববে ॥

শাস্ত্রাজ্ঞা হেতু স্বর্গকাম যে অশ্বমেধ যাগ করে সে ব্যক্তি স্বর্গ ভোগ করিয়া জন্ম নিমিত্ত পর-দ্বয় ভবান্ববে পতিত হয় । ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না । কারণ ক্ষয়িষ্ণোর্নাশ্তি নিশ্চিতিঃ । ক্ষয়-শীল স্বর্গ হইতে নিষ্কাত অপরুক্তি নাই । ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকঃ বিশস্তি । স্বর্গস্থ ভোগদ্বারা পুণ্য ক্ষয় হইলে মর্ত্যালোকে গমন করে । স্বর্গকামোশ্বমেধং যঃ কৃত ইতি শ্রুতিঃ । স্বর্গকামী ব্যক্তি

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। অশ্বমেধ যজ্ঞ কাম্যকৰ্ম্ম, কাম্যকৰ্ম্মদ্বারা মুক্তি হয় না। বন্ধন হেতু ভূতল কামনাবস্থ কাম্যত্বঃ।

শ্রীমুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলি বিচারের ৭০ পৃষ্ঠায় যে লিখিয়াছেন, আমরা দেখিতে পাই যে, মাংস রুধির দেওয়াব সময় রক্তের সহিত যে মাংসখণ্ড দিয়া থাকি তাহা শীর্ষদেশ হইতে গ্রহণ না করিয়া ছিন্নপত্রের কাগজভাগ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকি, ইহাতে স্মৃতির উদ্ধৃত বচনের বিধি বন্ধিত হয় না। আর ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন শাস্ত্রের প্রতি আস্থা থাকিলে ও শাস্ত্রের আদর করিলে ঐ মাংসখণ্ড শীর্ষদেশ হইতে গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বটে। একে মীমাংসা বাস্তবিক শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ নহে। ত্রিখতদ্বীয় কধির শীর্ষদান বিধায়ক বচনে ছিন্নপত্রের কাগজভাগ হইতেই আম মাংস রুধিরযুক্ত দান করাই বুঝাইয়াছে; স্মরণ্য স্মৃতির উদ্ধৃত বচনের বিধি রক্ষিতই হইয়াছে। উক্ত বচনের যথার্থ অর্থ লিখিত হইল।

পূজাস্থানাম মাংসানি দগ্ধাঽধৈমাদকঃকৃচিং।

ঋতেও দোহিতংশীর্ষং অমৃতংতজ্জু জায়তে ॥

সাধক লোহিত অর্থাৎ রক্তযুক্ত মাংস ও শীর্ষ ব্যতীত কদাচ কাঁচা-মাংস পূজায় দিবে না, ঐ রুধিরযুক্ত কাঁচামাংস ও শীর্ষ অমৃত তুল্য হয়। উক্তরূপ অর্থ করিলে সঙ্গত হয়, নচেৎ রক্ত ও শীর্ষ ব্যতীত সাধক কখন কাঁচামাংস পূজায় দিবে না। এই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্বকপোলকল্পিত অর্থ কিছুতেই সঙ্গত হয় না, কারণ রক্তের মাংসই না থাকিলে রক্ত ভিন্ন কাঁচামাংস পূজায় দিবে না, এই ভেদনিবেশ ইহাতে পারে না। শীর্ষ ও সরক্তমাংস ভিন্ন মাংস দিবে না। অর্থ করিলে ভেদনিবেশের স্বার্থকতা থাকে। শাস্ত্র বিবেকের টীকার

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন। ইতরাদি পদানাম্ স্বার্থাংশে যদি-
 ধেয়তা বজ্জেনকাবছিন্ন যৎকিঞ্চিদ্ব্যক্তেভেদ বোধকত্ব নিয়মাং। এই
 নিয়ম দ্বারা কেবল কৃধির মাত্রকে বুঝাইবে না। কৃধিরবৃত্ত মাংসকে
 বুঝাইবে।

অর্ণসাদিহাদং প্রত্যয়েন লোহিতং পদংসিদ্ধং।

লোহিত মস্তাঙ্গীতিবাক্যে লোহিত পদাদং প্রত্যয়ঃ ॥

অতে শব্দইত রাস্তার্থ বাচক অব্যয়ঃ।

দ্বিতীয়া নিকবর্তেহস্তরেণ হাধিঘিনাস্তরাভিঃ।

ইতি সূত্রেণ লোহিতং শীর্ষক পদং দ্বিতীয়ৈক বচনেন সিদ্ধং ॥

৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কেহ কখন এই পূজাব সঙ্কলনকালে
 মহিষ বলির উল্লেখ করেন না, তাহার কারণ এই বলির পূর্বাপর
 ব্যবস্থা ছিল না। একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না, কারণ
 শাস্ত্র কর্তারা শত শত প্রকার বলির ব্যবস্থা করিয়াছেন তন্মধ্যে, নর
 বলিই প্রধান এবং উষ্ট্র মহিষাদি বলিও তৎপর প্রধান বটে কিন্তু
 বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত বিধানের পদ্ধতির সঙ্কলন মধ্যে ঐ সমস্ত
 বলির উল্লেখ নাই বলিয়া কি ঐ শত শত প্রকার বলির ব্যবস্থা ছিল
 না বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সেই অনুমান করা
 বার্থ। কালিকা পুরাণাদি গ্রন্থে শত শত প্রকার বলিদান ও রক্ত-
 শীর্ষ দান এবং তদ্বিষয়ক বিশেষ বিশেষ বিধান প্রমাণ সমূহ লিপিবদ্ধ
 দৃষ্ট হয়। তবে যে লিখিয়াছেন ঐ সঙ্কলনকালে ছাগপণ্ডুর উল্লেখ
 আছে, তাহার কারণ লিখিতেছি। পশুঘাত পূর্বক রক্ত শীর্ষয়ো-
 র্কর্ষণঃ। পশুকে বধ করিয়া তাহার রক্ত শীর্ষ দান করার নাম
 বলি। চূর্ণোৎসব তত্ত্বে লিখিত আছে কিন্তু পশু শব্দে প্রথমতঃ

ছাগপশুকেই বোধ কর্বে। ছাগোহনাদেশে পশুরিতি গোত্ম-
বচনাং। যে স্থানে অমুক পশু বলিয়া বিশেষ নির্কাজন নাই সেই
স্থানেই পশু শব্দে ছাগ পশুকেই বোধ করিবে গোত্মমুনি ইহা
বলিয়াছেন। পুরাণোক্ত পদ্ধতি কর্তারাও তজ্জন্তু ছাগপশু বলি-
দানেরই সংক্ষেপ হেতু সঙ্কল্প লিখিয়াছেন, এতোক পশু বলির সঙ্কল্প
লিখিতে গেলে গ্রন্থ অত্যন্ত বরং হয় তজ্জন্তু লিখেন নহয়। আর মহিষ
বলি দিতে হইলেও দুই তিনটি ছাগপশু বলিদান করিয়া মহিষ বলি
দিতে হয়।

ঋত্বীন্ বা বলিদান ততোদত্তান্নহাবলিং।

মহাবলি শব্দে মহিষ বলি ব্যবহারও সেইরূপ আছে। যখন
মহিষ বলির পূর্বেও ছাগপশু বলিদান করিতে হইবে স্তত্রায়
সংক্ষেপ বশতঃ ছাগপশু বলিরই সঙ্কল্প লিখিত হইয়াছে, ঐ সঙ্কল্প
দেখিয়াই অস্ত্র বলির সঙ্কল্প রচনা করিতে হইবে।

একত্রদৃষ্ট শাস্ত্রার্থোহস্ত্রতাপিচ কল্পাতে বাধকঃ বিনা।

এই স্তত্র বশতঃ একস্থানে যেরূপ শাস্ত্রার্থ দৃষ্ট হয় অস্ত্র স্থানেও সেই
রূপ শাস্ত্রার্থ কল্পনা করিতে হইবে।

আর বি, এ, বি; এল্, ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীয় গৃহের পদ্ধতি
খানিতে মহিষ বলির সঙ্কল্প নাই বলিয়াই যে ঐ সঙ্কল্প নাই তাহা
নহে। যাহারা পূর্বাগর মহিষ বলি, দিয়া আসিতেন তাহাদের
গৃহের পদ্ধতিতে ঐ বলির সঙ্কল্প দেখা যায়। আর ৪৩ পৃষ্ঠায় যে
লিখিয়াছেন এই মহিষ বলি না দিলে দুর্গাপূজার কোন অঙ্গ হানি
হয় না। তাহা সত্য বটে, এক প্রকার পশু বলিদান করিলে সাদৃ
দুর্গাপূজা হয় কিন্তু মহিষ কথিরদ্বারা দুর্গা শতবর্ষকাল তৃপ্তা থাকেন,

কলকামী পুরুষ দুর্গার সন্তোষ সাধন করিতে ইচ্ছা করে তাহারা দুর্গার অধিক সন্তোষ সাধনে সমর্থ হইলে অল্প সন্তোষ করিতে ইচ্ছা করিবে কেন। যে পরিমাণে ভগবতী সন্তুষ্ট হইবেন সেই পরিমাণে কললাভ হইবে। দুর্গা সন্তুষ্ট হইলে যে ক্রি ফল হয় তাহা লিখিতেছি।

তুষ্ঠায়াং নৃপ দুর্গায়াং নিমেবার্দ্ধেন যৎফলং ।

স্বপ্নকুং মহেশোপি শতাবধিশতৈরপি ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণ বচনং ।

হে রাজন্! নিমেবার্দ্ধকাল দুর্গা সন্তুষ্ট হইলে যে ফল লাভ হয় ঐ ফল বলিতে পঞ্চাননও বহুশত বর্ষে সমর্থ হয়েন না।

আর বে লিখিয়াছেন আমরা দেখিতে পাই যে, এই মহিষ বলির পর তাহার রুধির ও গীর্ষ দুর্গাকে দান করার প্রথা নাই এবং তৎপর লিখিয়াছেন যে, মহিষ রুধির বিদারিকা, পাপরাক্ষসী, পুতনা, কোশিকী ও চণ্ডীকাকে দেওয়ার বিধান আছে। চণ্ডীকা কে? কেহ দুর্গা মনে করিবেন না। ইহাতে আমরা বিস্ময়াবিত ও স্তম্ভিত হইলাম। আবার ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, বিদারিকা প্রভৃতি চণ্ডীকাও দুর্গার সহচরী, ডাকিনী, যোগিনী, ইহা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্বপ্নপোল করিত বাক্য, ভ্রমে পতিত হইয়া লিখিয়াছেন। উন্নত প্রলাপের ন্যায় বোধ হয়, কারণ চণ্ডীকা যে আত্মশক্ত মহা প্রকৃতি সর্ষপ্রধানা, তাহার প্রমাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর মধ্যে বহু বহু স্থানে এবং অষ্টান্ত অধিক পুরাণে ভূরি ভূরি আছে।

বক্তাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো ব্রহ্মাহরশ্চ নহিবক্তুমলংবলক ।

সাচণ্ডিকাখিলজগৎ পরিপালনায় নাশায়চাত্তভয়স্ত মতিংকরোতু ।

ইচ্ছাদি দেবগণ চণ্ডিকাকে স্তব করিয়াছেন। যে চণ্ডিকার অতুল প্রভাব এবং বল ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর বলিতে অসমর্থ সেই চণ্ডীকা সমস্ত জগৎ পরিপালনার্থ ও অমঙ্গল ভয় নাশার্থ মতি করুন। চণ্ডিকে ত্যাং নতাবয়ং। হে চণ্ডিকে ! তোমাকে আমরা নমস্কার করি।

তান্ বিঘ্নান্ স্মরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাচীনাং ।

উবাচ কালীঃ চামুণ্ডে বিস্তরং বদনংকুরু ॥

চণ্ডিকা দেবী সেই বিঘ্ন ভাবাপন্ন দেবগণকে দর্শন করিয়া কালীকে বলিয়াছিলেন, হে চামুণ্ডে ! তুমি বদন বিস্তার কব।

চণ্ডিকা শক্তিরত্নাঙ্গা শিবাশত নিনাদিনী ।

চণ্ডীংমুণ্ডৈর্নবম্যাং শতরুধিরজলৈঃ পাতিতানাং পশুনাং ॥

প্রাতঃকালে দশম্যাং শ্রবণমুপগতে বর্জয়েদীশপত্নীং ।

চণ্ডিকে সততাবুর্দেজয়ন্তি পাপনাশিনী ॥

ঐ চণ্ডিকাকে (দুর্গাকে) ছাগরুধির উৎসর্গের ত্রায় প্রথমতঃ রুধির উৎসর্গ করিয়া দিয়া পরে চারিভাগ করিয়া বিদ্যারিকা, পাপরাক্ষসী, পূতনা, কৌশিকী এই অংশভূতা চারি দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিবে। ছাগরুধির যে প্রকার প্রধানা দেবতাকে দান করিয়া পরে ঐ রুধির চারিভাগ করিয়া বটুক, ক্ষেত্রপাল, গণপতি, যোগিনী এই চারিজন দেবতাকে দেওয়া হয়, তাহার ত্রায় মহিষের রুধিরও দিবার ব্যবস্থা, আর দুর্গা যে মহিষ রুধির গ্রহণ করেন তাহার প্রমাণ দুর্গোৎসব তত্ত্বে লিখিত আছে, যথা—

অন্তেষাং মদ্বিদাদীনাং বলীনাং পূজনাং ।

কামোমেধ্যমাপোতিয়ন্তং গৃহ্নাতীবৈশিবা ॥

অন্ত যে মহিষাদি বলি তাহার পূজন হেতু শরীর অপবিত্রতা লাভ করে, এই হেতু শিবা রক্ত মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সকল শিবা শব্দে দুর্গাকে বুঝাইয়াছে। অমরকোষ অভিধানে দুর্গা-শিবা এক পর্যায় শব্দ উক্ত আছে, যথা—

শিবা ভবানী রুদ্রাণী সর্বাণী সর্বমঙ্গলা ।

দুর্গা পার্বতী দুর্গা মৃড়ানী চণ্ডিকাঘিকা ॥

অতএব দুর্গা যে মহিষ রুধির গ্রহণ করেন না তাহা কিছুতেই বোধ-
গম্য হইতেছে না। ৪৫ পৃষ্ঠায় তিনি যুক্তি দিয়াছেন যে, আমরা
আত্মবৎপূজা করিয়া থাকি, স্তত্রাং মহিষ মাংস, রুধির অপবিত্র
অস্পৃশ্য বলিয়া ত্যাগ করি, সেই অপবিত্র দ্রব্য কখনও আমরা ইষ্ট
দেবীকে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারি না। বাস্তবিক মহিষ রুধিব
অপবিত্র, অস্পৃশ্য বলিয়া কোন শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, স্তত্রাং ভট্টা-
চার্য্য মহাশয়ের যুক্তি অল্পসারে মহিষ রুধির দানে কোন বাধা হইতে
পারে না। আর যদি অভক্ষণীয় বস্তু ইষ্টদেবীকে দেওয়া না যায়
তবে ছাগরুধির কেহ কখন ভক্ষণ করে না। আর যে লিখিয়াছেন
স্বতীকারক কিছু দেশ বিশেষের জন্ত কোন একটি ব্যবস্থা করেন
নাই। তিনি সকলের জন্য একই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বাক্যটি
ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোথা হইতে লিখিয়াছেন তাহা আমরা জানি
না। মন্বাদি সংহিতা কারুকগণ দেশ বিশেষে, কাল বিশেষে ও
অধিকারী বিশেষে ব্যবস্থা বলিয়া সাধারণতঃ ব্যবস্থা বলিয়াছেন।
অতএব তাহার প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় বচন লিখিলাম।

কর্ণাট নাটককলিকদেবে বৃন্দাবতী বাহুবৃত্তো নিবন্ধঃ ।

গঙ্গাক্ষু উত্তরেতীরে গিরিরাজন্ত দক্ষিণে ॥

সিংহঃ মকরহৃৎ গুরুঃ বহ্নেঃ বর্জয়েৎ ।

উৎকলে দেবরঃপতিঃ ॥

বিক্রান্ত পশ্চিমেভাগে মৎস্তভুক্ত পতিতোনরঃ ।

সমুদ্রযাত্রা স্রীকারঃ কমুণ্ডলু বিধারণং ॥

ইত্যাত্তভিধায় ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে

বর্জ্যানাহর্ম্মনীষিনঃ ।

ইত্যন্ত বচন প্রতিপাত্ত ॥

ধর্ম্মসকল কলিযুগে বর্জন করিয়াছেন ।

অনেকধাকৃতাঃ পুত্রাঋষ্যোঃবিভির্ধৈঃ পুরাতনৈঃ ।

নশক্যন্তেহধুনাকর্তুং শক্তিহীনৈরিদন্তনৈঃ ॥

দেশাত্মশিষ্টং কুলধর্ম্মমোক্ষং সগোত্রধর্ম্মং

নহিসন্ত্যজেচ্চ ॥

দেশাচারস্তা বদাদৌ নিযোজ্যো দেশে দেশে

যাস্থিতিঃ সৈবকার্যা ।

লোকদ্বিষ্টং পণ্ডিতানাচ রস্তি শাস্ত্রজ্ঞাতা

লোকমার্গেণযায়াৎ ॥

যেষু স্থানেষু যে দেবা যেষু স্থানেষু যে দ্বিজাঃ ।

তত্রতন্মাব মতন্তে যুগরূপাহিতেশ্বতাঃ ॥

আর যে লিখিয়াছেন, যথাবাহং ভবান্বেষ্টি যথাবহসি চণ্ডিকাং ।

ইত্যাদি 'বমন্তবাহন স্বস্তবরূপধরাব্যাস । ইত্যাদি মন্ত্রব্রহ্মের কুট

ব্যাখ্যা করিয়া তন্মধ্যে লিখিয়াছেন যে, যেহেতু তোমার বধ

করিতেছি স্মৃতরাং আমার শত্রু নষ্ট করিয়া আমার উপকার কর এই

প্রার্থনা সঙ্গত হইল কি ? ঐতিহাসিক তাহা সঙ্গতই হইয়াছে, কারণ

মহিষ পশু চণ্ডিক। উদ্দেশ্যে বধ হইলেই দাতার রিপূ বিনাশ ও মঙ্গল হইবে অতরাং মহিষকে সম্বোধন পূর্বক বলা হইয়াছে। মহিষ বধে দুর্গা সন্তুষ্ট হইলেই দাতার অভিপ্রেত শত্রু বিনাশ ও মঙ্গল হইবে, এই অভিপ্রায়ে মহিষকে উক্তরূপ বলা হইয়াছে। কুর্দ্দ পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয় বলিয়া অনেক অনেক স্থানের সমালোচনায় ক্রান্ত থাকিলাম।

গুহ্যতি সাধুর পুত্রশুগুণান্নদোষান্, দোষান্নিতো

শুগিগুণান্ পরিহারদোষান্ ।

বালন্তনাং পিবতি দুগ্ধমস্থগিহায়, তাক্সাপয়ো রুধিব

মেবপিবেজলোবা ॥ ॥